কোরআন হাদীসের আলোকে

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

কুরআন হাদীসের আলোকে

আল্লাহর পথে জিহাদ

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

আল হেরা প্রকাশনী
২/৩, প্যারি দাস রোড, ঢাকা

www.pathagar.com

কুরআন হাদীসের আলোকে

আল্লাহর পথে জিহাদ

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

আল হেরা প্রকাশনী
২/৩, প্যারি দাস রোড, ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
আল হেরা প্রকাশনীর পক্ষে
এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ সামসুল ইসলাম
২/৩ প্যারি দাস রোড, ঢাকা।

প্রকাশকাল
এপ্রিল– ১৯৯৯ ইং
মহর্‌রম ১৪২০ হিজরী

মুদ্রণে
আফতাব প্রেস
২/৩ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর ঢাকা।

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

ALLAHR PATHE ZIHAD
BY : MAOLANA KHALILUR RAHMAN MUMIN
PUBLISHED BY AL-HERA PROKASONI
2/3 PARIDAS ROAD, DHAKA.
PRICE : 60.00 TAKA US $ 2.50.

www.pathagar.com

প্রকাশক
আল হেরা প্রকাশনীর পক্ষে
এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ সামসুল ইসলাম
২/৩ প্যারি দাস রোড, ঢাকা।

প্রকাশকাল
এপ্রিল- ১৯৯৯ ইং
মহররম ১৪২০ হিজরী

মুদ্রণে
আফতাব প্রেস
২/৩ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর ঢাকা।

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা।

ALLAHR PATHE ZIHAD
BY : MAOLANA KHALILUR RAHMAN MUMIN
PUBLISHED BY AL-HERA PROKASONI
2/3 PARIDAS ROAD, DHAKA.
PRICE : 60.00 TAKA US $ 2.50.

www.pathagar.com

পাঠকের খেদমতে

আলহামদু লিল্লাহ্ ! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ দয়ায় আপনাদের হাতে এ পুস্তুকটি তুলে দিতে পারছি। এজন্য তার শোকর আদায় করছি।

জিহাদের উপর বাজারে ছোট বড় কয়েকটি পুস্তক থাকা সত্ত্বেও আমরা জিহাদ সংক্রান্ত এমন একটি পুস্তক রচনা করতে আগ্রহী ছিলাম, যেখানে জিহাদের সমস্ত বিষয়গুলো শুধুমাত্র আল কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। অন্য কথায় এটি হবে কুরআন ও হাদীসের জিহাদ সংক্রান্ত একটি সংকলন। সুযোগ্য আলেম মাওলানা খলিল আহমদ হামেদী লিখিত **'জিহাদে ইসলামী'** নামক পুস্তকটি আমাকে এ লক্ষে পৌছুতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে ।

আলহামদুলিল্লাহ্! আজ এ পুস্তকটি এমন এক অবয়বে আপনাদের সামনে পেশ করছি, যাতে জিহাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গুরুত্ব, তাৎপর্য, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সবগুলো বিষয়েই সন্নিবেশিত হয়েছে। কোন দিক যাতে অসম্পূর্ণ না থাকে সে চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। আশা করি জিহাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতে এ পুস্তকটি পুরোপুরি সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যে সমস্ত ভাইয়েরা পরকালের মুক্তির জন্য পাগলপারা। যাদের কাছে মুক্তির রাজপথ দেখানো মাত্র সে পথে তারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেন। যতো বাধা বিপত্তি এবং ঝুকি থাক না কেন, তার কোন পরওয়া-ই তারা করেননা। তাদের লৌহকঠিন হাতে তুলে দিলাম আমার এ অর্ঘটুকু। তাদের জানাকে আরো সুস্পষ্ট ও উজ্জল করতে সাহায্য করবে এবং তাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে এ পুস্তকটি, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ তিনি যেন এ পুস্তকের লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সকলকেই- তাঁর পছন্দনীয় ও নির্দেশিত পথে চলার তওফিক দান করেন! আমীন!

বিনীত
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন
জিনজিরা ৩৩/১১ কে, ভি, উপকেন্দ্র স্টাফ কোয়ার্টার
কেরানীগঞ্জ,ঢাকা-১৩১০।

www.pathagar.com

পাঠকের খেদমতে

আলহামদু লিল্লাহ্ ! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ দয়ায় আপনাদের হাতে এ পুস্তুকটি তুলে দিতে পারছি। এজন্য তার শোকর আদায় করছি।

জিহাদের উপর বাজারে ছোট বড় কয়েকটি পুস্তক থাকা সত্ত্বেও আমরা জিহাদ সংক্রান্ত এমন একটি পুস্তক রচনা করতে আগ্রহী ছিলাম, যেখানে জিহাদের সমস্ত বিষয়গুলো শুধুমাত্র আল কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। অন্য কথায় এটি হবে কুরআন ও হাদীসের জিহাদ সংক্রান্ত একটি সংকলন। সুযোগ্য আলেম মাওলানা খলিল আহমদ হামেদী লিখিত **'জিহাদে ইসলামী'** নামক পুস্তকটি আমাকে এ লক্ষে পৌছুতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে ।

আলহামদুলিল্লাহ্! আজ এ পুস্তকটি এমন এক অবয়বে আপনাদের সামনে পেশ করছি, যাতে জিহাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গুরুত্ব, তাৎপর্য, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সবগুলো বিষয়েই সন্নিবেশিত হয়েছে। কোন দিক যাতে অসম্পূর্ণ না থাকে সে চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। আশা করি জিহাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতে এ পুস্তকটি পুরোপুরি সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যে সমস্ত ভাইয়েরা পরকালের মুক্তির জন্য পাগলপারা। যাদের কাছে মুক্তির রাজপথ দেখানো মাত্র সে পথে তারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেন। যতো বাধা বিপত্তি এবং ঝুকি থাক না কেন, তার কোন পরওয়া-ই তারা করেননা। তাদের লৌহকঠিন হাতে তুলে দিলাম আমার এ অর্ঘটুকু। তাদের জানাকে আরো সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করতে সাহায্য করবে এবং তাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে এ পুস্তকটি, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ তিনি যেন এ পুস্তকের লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সকলকেই– তাঁর পছন্দনীয় ও নির্দেশিত পথে চলার তওফিক দান করেন! আমীন!

বিনীত
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন
জিনজিরা ৩৩/১১ কে, ভি, উপকেন্দ্র স্টাফ কোয়ার্টার
কেরানীগঞ্জ,ঢাকা-১৩১০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিরোনাম বিন্যাস

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

❐ জিহাদ কি?
o জিহাদের আভিধানিক অর্থ ১১
o জিহাদের পারিভাষিক অর্থ ১২
❐ জিহাদের উদ্দেশ্য
o ইবাদাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা ১৩
o নির্যাতিত ও নিষ্পেষিতদের মুক্তি ১৩
o আক্রমণ প্রতিরোধ ১৪
o বিপর্যয় ও ফিতনা নির্মূল ১৫
o বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতারণার শাস্তি ১৫
o ঈমানদারদের পরীক্ষা ১৬
o ঈমানদারদের হৃদয়ের প্রশান্তি ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

❐ জিহাদের ফযীলত
o জিহাদের পুরস্কার ১৯
o জিহাদ উত্তম ইবাদত ২০
o জিহাদের রাস্তায় নেকীর সয়লাব ২১
o সফল ব্যবসা ২১
o গুনাহ্র কাফ্ফারা ২২
o উন্নতির সিঁড়ি ২০
o আল্লাহ্র পথে সময়ের মর্যাদা ২৪
o জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ২৪
o মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্র জিম্মদারী ২৫
o সামষ্টিক ও অবিচ্ছিন্ন ইবাদত ২৬
o আল্লাহ্র পথের ধুলো ২৭
o জিহাদ ও রাসূলের (সা) সাহচর্য ২৮
o জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে ২৯
o আল্লাহ্র প্রিয়তম আমল ৩০
o পূর্নাঙ্গ মুমিন ৩২
o উম্মতে মুহাম্মদীর দরবেশী ৩২

www.pathagar.com

শিরোনাম বিন্যাস

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

❑ জিহাদ কি?

o জিহাদের আভিধানিক অর্থ ১১
o জিহাদের পারিভাষিক অর্থ ১২

❑ জিহাদের উদ্দেশ্য

o ইবাদাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা ১৩
o নির্যাতিত ও নিষ্পেষিতদের মুক্তি ১৩
o আক্রমণ প্রতিরোধ ১৪
o বিপর্যয় ও ফিতনা নির্মূল ১৫
o বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতারণার শাস্তি ১৫
o ঈমানদারদের পরীক্ষা ১৬
o ঈমানদারদের হৃদয়ের প্রশান্তি ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

❑ জিহাদের ফযীলত

o জিহাদের পুরস্কার ১৯
o জিহাদ উত্তম ইবাদত ২০
o জিহাদের রাস্তায় নেকীর সয়লাব ২১
o সফল ব্যবসা ২১
o গুনাহ্র কাফ্ফারা ২২
o উন্নতির সিঁড়ি ২০
o আল্লাহ্র পথে সময়ের মর্যাদা ২৪
o জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ২৪
o মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্র জিম্মদারী ২৫
o সামষ্টিক ও অবিচ্ছিন্ন ইবাদত ২৬
o আল্লাহ্র পথের ধুলো ২৭
o জিহাদ ও রাসূলের (সা) সাহচর্য ২৮
o জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে ২৯
o আল্লাহ্র প্রিয়তম আমল ৩০
o পূর্নাঙ্গ মুমিন ৩২
o উম্মতে মুহাম্মদীর দরবেশী ৩২

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

❐ আল্লাহর পথে জিহাদ

o আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ৩৫
o খ্যাতি ও নাম-যশ থেকে মুক্ত থাকা ৩৮
o জিহাদের প্রথম শর্ত ঃ ইসলাম গ্রহণ ৪১
o মুনাফিকের জিহাদ গ্রহণযোগ্য নয় ৪২
o পার্থিব স্বার্থ পরিত্যাগ ৪২
o পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিহাদে অংশগ্রহণ ৪৩
o নিজ খরচে অপরকে জিহাদে পাঠানো ৪৬
o জিহাদ উত্তর সৎকাজ অব্যাহত রাখা ৪৬

চতুর্থ অধ্যায়

❐ জিহাদের অপরিহার্যতা

o জিহাদ ফরয ৪৯
o মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৪৯
o কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৫০
o সর্বাবস্থায় জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়া ৫০
o অসৎ নেতার নেতৃত্বে জিহাদের অংশগ্রহণ ৫১
o জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ৫১
o সর্বদা জিহাদের নিয়ত রাখা ৫২
o পরোক্ষভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ। ৫৩

পঞ্চম অধ্যায়

❐ জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পরিণতি

o লাঞ্ছনা ও সমূহ ক্ষতি ৫৫
o কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া ৫৬
o সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন ৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

❐ জিহাদের জন্য শপথ

o ইসলাম ও জিহাদের জন্য শপথ গ্রহণ ৫৯
o যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করার শপথ ৬০
o প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করার জন্য শপথ ৬০
o আল্লাহর সাথে চুক্তি ৬২
o বাইয়াতে রিদওয়ান ৬৩

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

❐ আল্লাহ্র পথে জিহাদ

o আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ৩৫
o খ্যাতি ও নাম-যশ থেকে মুক্ত থাকা ৩৮
o জিহাদের প্রথম শর্ত ঃ ইসলাম গ্রহণ ৪১
o মুনাফিকের জিহাদ গ্রহণযোগ্য নয় ৪২
o পার্থিব স্বার্থ পরিত্যাগ ৪২
o পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিহাদে অংশগ্রহণ ৪৩
o নিজ খরচে অপরকে জিহাদে পাঠানো ৪৬
o জিহাদ উত্তর সৎকাজ অব্যাহত রাখা ৪৬

চতুর্থ অধ্যায়

❐ জিহাদের অপরিহার্যতা

o জিহাদ ফরয ৪৯
o মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৪৯
o কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৫০
o সর্বাবস্থায় জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়া ৫০
o অসৎ নেতার নেতৃত্বে জিহাদের অংশগ্রহণ ৫১
o জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ৫১
o সর্বদা জিহাদের নিয়ত রাখা ৫২
o পরোক্ষভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ। ৫৩

পঞ্চম অধ্যায়

❐ জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পরিণতি

o লাঞ্ছনা ও সমূহ ক্ষতি ৫৫
o কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া ৫৬
o সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন ৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

❐ জিহাদের জন্য শপথ

o ইসলাম ও জিহাদের জন্য শপথ গ্রহণ ৫৯
o যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করার শপথ ৬০
o প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করার জন্য শপথ ৬০
o আল্লাহর সাথে চুক্তি ৬২
o বাইয়াতে রিদওয়ান ৬৩

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

❒ সম্পদের জিহাদ

০ কৃপণতার পরিণতি ৬৫

০ সম্পদ জমা করার শাস্তি ৬৭

০ আল্লাহ্‌র পথে দানের মহিমা ৬৭

০ দান ক্ষমা ও মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয় ৬৯

০ আল্লাহ্‌র পথে দানে সাতশ' গুণ সওয়াব ৬৯

০ উত্তম দান ৭০

০ জিহাদ ও দানের সমন্বয় ৭১

০ নবী করীম (সা) এর দানের আগ্রহ ৭২

০ দান সাদকা উন্নতি ও মুক্তির সোপান ৭২

অষ্টম অধ্যায়

❒ মৌখিক জিহাদ

০ জিহাদের জন্য উৎসাহ ৭৫

০ জিহাদের উপাদান তিনটি ৭৫

০ কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে জিহাদ ৭৬

০ তীর্যক বাণী তীরের চেয়েও মারাত্মক ৭৭

০ কাব্য জিহাদে মনের প্রশান্তি ৭৯

নবম অধ্যায়

❒ মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ ৮১

দশম অধ্যায়

❒ মুজাহিদকে সাহায্য করা

০ মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশুনা করা ৮৫

০ মুজাহিদকে সাহায্য করা ৮৫

০ মুজাহিদ পরিবারের মহিলাদেরকে সম্মান প্রদর্শন ৮৬

একাদশ অধ্যায়

❒ শাহাদাত ও শহীদ

০ শাহাদাত ঃ ক্ষমা ও রহমতের গ্যারান্টি ৮৯

০ শহীদগণ অমর ৮৯

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

❒ সম্পদের জিহাদ
০ কৃপণতার পরিণতি ৬৫
০ সম্পদ জমা করার শাস্তি ৬৭
০ আল্লাহ্‌র পথে দানের মহিমা ৬৭
০ দান ক্ষমা ও মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয় ৬৯
০ আল্লাহ্‌র পথে দানে সাতশ' গুণ সওয়াব ৬৯
০ উত্তম দান ৭০
০ জিহাদ ও দানের সমন্বয় ৭১
০ নবী করীম (সা) এর দানের আগ্রহ ৭২
০ দান সাদকা উন্নতি ও মুক্তির সোপান ৭২

অষ্টম অধ্যায়

❒ মৌখিক জিহাদ
০ জিহাদের জন্য উৎসাহ ৭৫
০ জিহাদের উপাদান তিনটি ৭৫
০ কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে জিহাদ ৭৬
০ তীর্যক বাণী তীরের চেয়েও মারাত্মক ৭৭
০ কাব্য জিহাদে মনের প্রশান্তি ৭৯

নবম অধ্যায়

❒ মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ ৮১

দশম অধ্যায়

❒ মুজাহিদকে সাহায্য করা
০ মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশুনা করা ৮৫
০ মুজাহিদকে সাহায্য করা ৮৫
০ মুজাহিদ পরিবারের মহিলাদেরকে সম্মান প্রদর্শন ৮৬

একাদশ অধ্যায়

❒ শাহাদাত ও শহীদ
০ শাহাদাত ঃ ক্ষমা ও রহমতের গ্যারাণ্টি ৮৯
০ শহীদগণ অমর ৮৯

www.pathagar.com

o শহীদগণ বারবার শহীদ হবার আকাঙ্খা পোষণ করবে ৯১
o শহীদগণ প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে ৯১
o শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার ৯২
o আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত দুটো ফোটা ৯৩
o শহীদ চার প্রকার ৯৩
o আল্লাহ্‌র পথে নিহত তিন শ্রেণীর লোক ৯৭
o শহীদগণ নবীগণের ভাই ৯৮
o শহীদি মৃত্যু যন্ত্রণা বিহীন ৯৯

দ্বাদশ অধ্যায়

❒ জিহাদের আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ
o সর্বদা যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তত রাখা ১০১
o যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ১০২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

❒ ইসলামী সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য ১০৪
o শৃঙ্খলা ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ১০৪
o অকুতোভয় বীর ১০৫
o যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ্‌র দরবারে ধরণা ১০৬
o সংখ্যাধিক্যের গৌরব থেকে মুক্ত ১০৭
o নৈতিকতার সীমা লংঘন না করা ১০৭
o সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা ১০৮
o পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১০৯
o দূর্বল সৈনিককে সহায়তা প্রদান ১১০
o অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ ১১১
o পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা ১১২
o বিক্ষিপ্তাবস্থায় না থাকা ১১৩
o যুদ্ধের ময়দানে চীৎকার না করা ১১১
o গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শোকর আদায় করা ১১৪

চতুর্দশ অধ্যায়

❒ সামরিক ব্যবস্থাপনা
o সামরিক কোড ১১৬
o যুদ্ধের পতাকা ১১৭
o সৈনিকদের বিন্যাসিত করা ১১৮

www.pathagar.com

o শহীদগণ বারবার শহীদ হবার আকাঙ্খা পোষণ করবে ৯১
o শহীদগণ প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে ৯১
o শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার ৯২
o আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত দুটো ফোটা ৯৩
o শহীদ চার প্রকার ৯৩
o আল্লাহ্‌র পথে নিহত তিন শ্রেণীর লোক ৯৭
o শহীদগণ নবীগণের ভাই ৯৮
o শহীদি মৃত্যু যন্ত্রণা বিহীন ৯৯

দ্বাদশ অধ্যায়

❐ জিহাদের আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ
o সর্বদা যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তত রাখা ১০১
o যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ১০২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

❐ ইসলামী সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য ১০৪
o শৃঙ্খলা ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ১০৪
o অকুতোভয় বীর ১০৫
o যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ্‌র দরবারে ধরণা ১০৬
o সংখ্যাধিক্যের গৌরব থেকে মুক্ত ১০৭
o নৈতিকতার সীমা লংঘন না করা ১০৭
o সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা ১০৮
o পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১০৯
o দূর্বল সৈনিককে সহায়তা প্রদান ১১০
o অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ ১১১
o পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা ১১২
o বিক্ষিপ্তাবস্থায় না থাকা ১১৩
o যুদ্ধের ময়দানে চীৎকার না করা ১১১
o গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শোকর আদায় করা ১১৪

চতুর্দশ অধ্যায়

❐ সামরিক ব্যবস্থাপনা
o সামরিক কোড ১১৬
o যুদ্ধের পতাকা ১১৭
o সৈনিকদের বিন্যাসিত করা ১১৮

www.pathagar.com

o আক্রমণের সময় ১২০
o শত্রুর মুকাবেলায় কঠোরতা প্রদর্শন ১১৯
o শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ১২২
o গোপনে শত্রুপক্ষের খবর নেয়া ১২২
o শত্রুদেরকে হত্যা করা ১২৩
o যুদ্ধ একটি কৌশল ১২৫
o কৌশলের একটি দৃষ্টান্ত ১২৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

❒ যুদ্ধের বিধানসমূহ
o সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত পেশ ১২৯
o চুক্তি লংঘন না করা ১৩০
o বেসামরিক লোককে হত্যা ১৩১
o অতর্কিতে আক্রমণ ১৩২
o আগুনে পুড়িয়ে হত্যা ১৩৪
o লাশ বিকৃত ১৩৪
o হাত পা বেধে হত্যা ১৩৫
o দূতকে হত্যা ১৩৬
o ইসলাম গ্রহণকারীকে হত্যা ১৩৬
o গণিমতের মালের খেয়ানত ১৩৮
o লুটতরাজ ১৩৯
o হত্যাযজ্ঞ বা বিপর্যয় সৃষ্টি ১৪০

ষোড়শ অধ্যায়

❒ যুদ্ধের ময়দানে নামায ১৪২

সপ্তদশ অধ্যায়

❒ সীমান্ত পাহারা
o এক রাত সীমান্ত পাহারা দেয়া সারা পৃথিবীর সমোদয় বস্তু থেকে উত্তম ১৪৯
o এক রাতের পাহারা হাজার রাতের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম ১৫০
o পাহারাদার চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা ১৫০
o সীমান্ত পাহারা দেয়ার অবিচ্ছিন্ন সওয়াব ১৫১
❒ তথ্য নির্দেশিকা ১৫২

www.pathagar.com

০ আক্রমণের সময় ১২০
০ শত্রুর মুকাবেলায় কঠোরতা প্রদর্শন ১১৯
০ শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ১২২
০ গোপনে শত্রুপক্ষের খবর নেয়া ১২২
০ শত্রুদেরকে হত্যা করা ১২৩
০ যুদ্ধ একটি কৌশল ১২৫
০ কৌশলের একটি দৃষ্টান্ত ১২৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

❒ যুদ্ধের বিধানসমূহ
০ সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত পেশ ১২৯
০ চুক্তি লংঘন না করা ১৩০
০ বেসামরিক লোককে হত্যা ১৩১
০ অতর্কিতে আক্রমণ ১৩২
০ আগুনে পুড়িয়ে হত্যা ১৩৪
০ লাশ বিকৃত ১৩৪
০ হাত পা বেধে হত্যা ১৩৫
০ দূতকে হত্যা ১৩৬
০ ইসলাম গ্রহণকারীকে হত্যা ১৩৬
০ গণিমতের মালের খেয়ানত ১৩৮
০ লুটতরাজ ১৩৯
০ হত্যাযজ্ঞ বা বিপর্যয় সৃষ্টি ১৪০

ষোড়শ অধ্যায়

❒ যুদ্ধের ময়দানে নামায ১৪২

সপ্তদশ অধ্যায়

❒ সীমান্ত পাহারা
০ এক রাত সীমান্ত পাহারা দেয়া সারা পৃথিবীর সমোদয় বস্তু থেকে উত্তম ১৪৯
০ এক রাতের পাহারা হাজার রাতের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম ১৫০
০ পাহারাদার চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা ১৫০
০ সীমান্ত পাহারা দেয়ার অবিচ্ছিন্ন সওয়াব ১৫১
❒ তথ্য নির্দেশিকা ১৫২

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

জিহাদ কি

- *জিহাদের আভিধানিক অর্থ*
- *জিহাদের পারিভাষিক অর্থ*

জিহাদের উদ্দেশ্য

- *ইবাদাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা*
- *নির্যাতিত ও নিষ্পেষিতদের মুক্তি*
- *আক্রমণ প্রতিরোধ*
- *বিপর্যয় ও ফিতনা নির্মূল*
- *বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতারণার শাস্তি*
- *ঈমানদারদের পরীক্ষা*
- *ঈমানদারদের হৃদয়ের প্রশান্তি*

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

জিহাদ কি

- *জিহাদের আভিধানিক অর্থ*
- *জিহাদের পারিভাষিক অর্থ*

জিহাদের উদ্দেশ্য

- *ইবাদাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা*
- *নির্যাতিত ও নিষ্পেষিতদের মুক্তি*
- *আক্রমণ প্রতিরোধ*
- *বিপর্যয় ও ফিতনা নির্মূল*
- *বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতারণার শাস্তি*
- *ঈমানদারদের পরীক্ষা*
- *ঈমানদারদের হৃদয়ের প্রশান্তি*

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ

জিহাদ কি

জিহাদের আভিধানিক অর্থ

জিহাদ শব্দের মূল বা ধাতু (مادة) হচ্ছে د- ه- ج ।

একে দু' ভাবে পড়া যায় ঃ জাহ্দুন (جَهْد) ও জুহ্দুন (جُهْد) ।

দুরকম উচ্চারণেই আল্ কুরআনে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ- (ইমাম রাগেব ইস্পাহানী এর অর্থ করেছেন) তারা পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টা প্রয়োগ করে শপথ করেছে যে, তারা তাদের সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত এ শপথ পুরা করতে চেষ্টা করবে। (আল মুফরাদাত)

وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ - এবং যারা নিজেদের শ্রম মেহনত ছাড়া কোন সামর্থ রাখেনা। (সূরা আত তাওবা ঃ ৭৯)। এ আয়াতে ব্যবহৃত جُهْدَهُمْ এর তাফসীর করা হয়েছে مِقْدَارُ طَاقَتِهِمْ (তাদের সামর্থের পরিমাণ অনুযায়ী)। এই শব্দ থেকেই اِجْتِهَادٌ শব্দটি নির্গত। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে শক্তি ব্যয় ও কঠোর কষ্ট স্বীকারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। কঠিন শ্রম সহ্য করার শক্তি অর্জন করা। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- গবেষণা করা। যেহেতু গবেষণা করতে উপরোক্ত কষ্ট ও শ্রম প্রদান করতে হয়।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জিহাদ কি

জিহাদের আভিধানিক অর্থ

জিহাদ শব্দের মূল বা ধাতু (مادة) হচ্ছে د- ه- ج ।

একে দু' ভাবে পড়া যায় ঃ জাহ্দুন (جَهْدٌ) ও জুহ্দুন (جُهْدٌ) ।

দুরকম উচ্চারণেই আল্ কুরআনে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ- (ইমাম রাগেব ইস্পাহানী এর অর্থ করেছেন) তারা পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টা প্রয়োগ করে শপথ করেছে যে, তারা তাদের সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত এ শপথ পুরা করতে চেষ্টা করবে। (আল মুফরাদাত)

وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ - এবং যারা নিজেদের শ্রম মেহনত ছাড়া কোন সামর্থ রাখেনা। (সূরা আত তাওবা ঃ ৭৯)। এ আয়াতে ব্যবহৃত جُهْدَهُمْ এর তাফসীর করা হয়েছে مِقْدَارُ طَاقَتِهِمْ (তাদের সামর্থের পরিমাণ অনুযায়ী)। এই শব্দ থেকেই اِجْتِهَادٌ শব্দটি নির্গত। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে শক্তি ব্যয় ও কঠোর কষ্ট স্বীকারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। কঠিন শ্রম সহ্য করার শক্তি অর্জন করা। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে– গবেষণা করা। যেহেতু গবেষণা করতে উপরোক্ত কষ্ট ও শ্রম প্রদান করতে হয়।

www.pathagar.com

جِهَادٌ শব্দটিও جَهْدٌ বা جُهْدٌ ধাতু থেকে নির্গত।

অর্থ হচ্ছে ঃ اِسْتِفْرَاغُ الْوَسْعِ فِى مُدَافِعَةِ الْعَدُوِّ

(শত্রুর মুকাবেলায় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে পূর্ণ মাত্রায় শক্তি সামর্থ প্রয়োগ ও এ উদ্দেশ্যে তা নিংড়ে ব্যয় করা। (আল মুফরাদাত)

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ

জিহাদ (جِهَادٌ) -এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

اَلْجِهَادُ فِى اللُّغَةِ اَلْجُهْدُ وَهُوَ الْمُشَقَّةُ وَ فِى الشَّرْعِ بَذْلُ الْجُهْدِ فِىْ قِتَالِ الْكُفَّارِ لِاِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى - وَالْجِهَادُ فِى اللّٰهِ بَذْلُ الْجُهْدِ فِىْ اِعْمَالِ النَّفْسِ وَتَذْلِيْلِهَا فِىْ سَبِيْلِ الشَّرْعِ وَالْحَمْلُ عَلَيْهَا مُخَالِفَةُ النَّفْسِ مِنَ الرُّكُوْنِ اِلَى الدَّعَةِ وَاللَّذَّاتِ وَ اِتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ -

জিহাদের আভিধানিক অর্থ চেষ্টা করা, কষ্ট স্বীকার করা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র কালিমার বিজয় ও প্রতিষ্ঠা সাধনের উদ্দেশ্যে কাফির নিধনে পূর্ণ চেষ্টা করা ও তাতে চরম কষ্ট ও ক্লেশ স্বীকার করা। আল্লাহ্র ব্যাপারে জিহাদ করার অর্থ হচ্ছে নফস্কে কাজে বাধ্য করার জন্য ও তাকে শরীয়তের পথের অনুগামী বানাবার জন্য এবং লোভ লালসা, স্বাদ-আস্বাদন ও পাশবিকতার দিকে প্রবল আকর্ষণ থেকে নফস্কে ফেরানো। নফসকে এসবের বিরোধী বানিয়ে দেয়ার জন্য পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করা। (উমদাদুল কারী, খন্ড -১৪)

www.pathagar.com

جِهَادٌ শব্দটিও جَهْدٌ বা جُهْدٌ ধাতু থেকে নির্গত।

অর্থ হচ্ছে ঃ اِسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِى مُدَافِعَةِ الْعَدُوِّ

(শত্রুর মুকাবেলায় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে পূর্ণ মাত্রায় শক্তি সামর্থ প্রয়োগ ও এ উদ্দেশ্যে তা নিংড়ে ব্যয় করা। (আল মুফরাদাত)

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ

জিহাদ (جِهَادٌ) -এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

اَلْجِهَادُ فِى اللُّغَةِ اَلْجُهْدُ وَهُوَ الْمَشَقَّةُ وَ فِى الشَّرْعِ بَذْلُ الْجُهْدِ فِىْ قِتَالِ الْكُفَّارِ لِاِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى - وَالْجِهَادُ فِى اللّٰهِ بَذْلُ الْجُهْدِ فِىْ اِعْمَالِ النَّفْسِ وَتَذْلِيْلِهَا فِىْ سَبِيْلِ الشَّرْعِ وَالْحَمْلُ عَلَيْهَا مُخَالِفَةُ النَّفْسِ مِنَ الرُّكُوْنِ اِلَى الدَّعَةِ وَاللَّذَّاتِ وَ اِتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ -

জিহাদের আভিধানিক অর্থ চেষ্টা করা, কষ্ট স্বীকার করা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র কালিমার বিজয় ও প্রতিষ্ঠা সাধনের উদ্দেশ্যে কাফির নিধনে পূর্ণ চেষ্টা করা ও তাতে চরম কষ্ট ও ক্লেশ স্বীকার করা। আল্লাহ্র ব্যাপারে জিহাদ করার অর্থ হচ্ছে নফস্কে কাজে বাধ্য করার জন্য ও তাকে শরীয়তের পথের অনুগামী বানাবার জন্য এবং লোভ লালসা, স্বাদ-আস্বাদন ও পাশবিকতার দিকে প্রবল আকর্ষণ থেকে নফস্কে ফেরানো। নফসকে এসবের বিরোধী বানিয়ে দেয়ার জন্য পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করা। (উমদাদুল কারী, খন্ড -১৪)

জিহাদের উদ্দেশ্য

ইবাদাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا (ط) وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۞ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ (ط) وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا-

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে, কেননা তারা নির্যাতিত। অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এরা সেই লোক যারা নিজেদের বাড়ীঘর থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিলো শুধু এতটুকু যে, তারা বলতোঃ আল্লাহ্ আমাদের রব। আল্লাহ্ যদি একদলকে দিয়ে অপর দলের প্রতিরোধ না করতেন তবে গির্জা, উপসনালয়, মসজিদসমূহ যেখানে বিপুলভাবে আল্লাহ্‌র যিকির করা হয়, সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হতো। (সূরা আল হাজ্জঃ ৩৯-৪০)

নির্যাতিত ও নিষ্পেষিতদের মুক্তি

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا (ج) وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا-

কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সেসব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না। যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নির্যাতিত ও

www.pathagar.com

জিহাদের উদ্দেশ্য

ইবাদাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا (ط) وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ
يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (ط) وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا-

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে, কেননা তারা নির্যাতিত। অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এরা সেই লোক যারা নিজেদের বাড়ীঘর থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিলো শুধু এতটুকু যে, তারা বলতোঃ আল্লাহ্ আমাদের রব। আল্লাহ্ যদি একদলকে দিয়ে অপর দলের প্রতিরোধ না করতেন তবে গির্জা, উপসনালয়, মসজিদসমূহ যেখানে বিপুলভাবে আল্লাহ্‌র যিকির করা হয়, সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হতো। (সূরা আল হাজ্জঃ ৩৯-৪০)

নির্যাতিত ও নিস্পেষিতদের মুক্তি

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (ج) وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ نَصِيرًا-

কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সেসব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না। যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নির্যাতিত ও

www.pathagar.com

নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে নাও, যার অধিবাসীগণ জালিম- অত্যাচারী। তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্য কোন বন্ধু, দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।

(সূরা আন নিসা ঃ ৭৫)

কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ হতে পারে না যে, কোন জায়গায় মুসলিমগণ নির্যাতিত হবে, মা বোনেরা ইজ্জতহারা হবে, শিশুদেরকে নির্মম তামাশা করা হবে, কোন দীনদার-বান্দার জানমাল ও ইজ্জত সম্মান ভুলুণ্ঠিত হবে, মানবতা দলিত মথিত হবে- যা পৃথিবীর কোন দেশ এবং কোন জাতি কর্তৃক সমর্থিত নয়। মহিলাদের ইজ্জত, মাছুম শিশুদের মুক্তি, নিরাপদ জনপদ, মসজিদ ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির জন্য সাহায্যের আবেদন করা হবে, অথচ তারা নিষ্ক্রিয় থাকবে। এজন্য আল্লাহ্‌র উপরোক্ত নির্দেশ।

আক্রমণ প্রতিরোধ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (ط) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (ط) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (ط)

আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না। তাদের সাথে যেখানেই তোমাদের মুকাবেলা হয় তোমরা যুদ্ধ করো এবং তাদেরকে উৎখাত করো সেখান থেকে, যেখান থেকে তোমরাদেরকে তারা উৎখাত করেছ। কারণ হত্যা যদিও খারাপ, ফিতনা তার চেয়েও বেশী খারাপ। (সূরা আলা বাকারা ঃ ১৯০-১৯১)

অর্থাৎ আক্রমণ পূর্বে করার জন্য উৎসাহিত করা হয়নি। যদি কোন জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয় তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের আছে।

www.pathagar.com

নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে নাও, যার অধিবাসীগণ জালিম- অত্যাচারী। তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্য কোন বন্ধু, দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।

(সূরা আন নিসা ঃ ৭৫)

কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ হতে পারে না যে, কোন জায়গায় মুসলিমগণ নির্যাতিত হবে, মা বোনেরা ইজ্জতহারা হবে, শিশুদেরকে নির্মম তামাশা করা হবে, কোন দীনদার-বান্দার জানমাল ও ইজ্জত সম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে, মানবতা দলিত মথিত হবে- যা পৃথিবীর কোন দেশ এবং কোন জাতি কর্তৃক সমর্থিত নয়। মহিলাদের ইজ্জত, মাছুম শিশুদের মুক্তি, নিরাপদ জনপদ, মসজিদ ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির জন্য সাহায্যের আবেদন করা হবে, অথচ তারা নিষ্ক্রিয় থাকবে। এজন্য আল্লাহ্র উপরোক্ত নির্দেশ।

আক্রমণ প্রতিরোধ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا (ط)
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (ط) وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ
وَاَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (ط)

আর তোমরা আল্লাহ্র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। কারণ যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না। তাদের সাথে যেখানেই তোমাদের মুকাবেলা হয় তোমরা যুদ্ধ করো এবং তাদেরকে উৎখাত করো সেখান থেকে, যেখান থেকে তোমরাদেরকে তারা উৎখাত করেছ। কারণ হত্যা যদিও খারাপ, ফিতনা তার চেয়েও বেশী খারাপ। (সূরা আলা বাকারা ঃ ১৯০-১৯১)

অর্থাৎ আক্রমণ পূর্বে করার জন্য উৎসাহিত করা হয়নি। যদি কোন জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয় তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের আছে।

www.pathagar.com

বিপর্যয় ও ফিতনা নির্মূল

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ (ط) فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (ط)

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যদি তারা বিরত হয়, তবে জেনে রাখো জালিমদের ছাড়া আর কারো উপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।

(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

যেহেতু ফিতনা সৃষ্টি করে জালিমরাই, তাই তাদেরকে উৎখাের কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতারণার শাস্তি

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (ط) اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ- فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْبِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (ط) وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ (ط) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ (ط)

আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে প্রত্যাখান করেছে এবং ঈমান আনেনি। তুমি তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিলে কিন্তু তারা প্রতিবার চুক্তি ভঙ্গ করছে, সামান্যতম সংযমও অবলম্বন করেনা। সুতরাং তুমি যদি যুদ্ধে তাদেরকে পেয়ে যাও তাহলে কঠিন শাস্তি দিয়ে তাদের পশ্চাৎবর্তীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও শতধা বিচ্ছিন্ন করে দাও। সম্ভবতঃ

www.pathagar.com

বিপর্যয় ও ফিতনা নির্মূল

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ (ط) فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (ط)

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যদি তারা বিরত হয়, তবে জেনে রাখো জালিমদের ছাড়া আর কারো উপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়।

(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

যেহেতু ফিতনা সৃষ্টি করে জালিমরাই, তাই তাদেরকে উৎখাতের কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বাস ঘাতকতা ও প্রতারণার শাস্তি

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (ط) اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ- فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْبِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (ط) وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ (ط) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ (ط)

আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে প্রত্যাখান করেছে এবং ঈমান আনেনি। তুমি তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিলে কিন্তু তারা প্রতিবার চুক্তি ভঙ্গ করছে, সামান্যতম সংযমও অবলম্বন করেনা। সুতরাং তুমি যদি যুদ্ধে তাদেরকে পেয়ে যাও তাহলে কঠিন শাস্তি দিয়ে তাদের পশ্চাৎবর্তীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও শতধা বিচ্ছিন্ন করে দাও। সম্ভবতঃ

www.pathagar.com

এভাবে তারা কিছুটা শিক্ষা পাবে। আর যদি তুমি কোন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করো তবে তাদের চুক্তিকে সোজা তাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করো। আল্লাহ্ বিশ্বাস ঘাতকদেরকে পছন্দ করেননা। (সূরা আল আনফাল ঃ৭)

ঈমানদারদের পরীক্ষা

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ -

তোমরা কি মনে করেছো যে, এমনিই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ্ এখনো দেখেননি, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আল্লাহ্র পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁর জন্যই ধৈর্য্যশীল। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪২)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً (ط) وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِّمَا تَعْمَلُوْنَ -

তোমরা কি ধারণা করেছো যে, এমনি তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি, তোমাদের মধ্যে কে তার পথে প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সাধনা করেছে এবং আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবহিত।

(সূরা আত্ তাওবা ঃ১৬)

www.pathagar.com

এভাবে তারা কিছুটা শিক্ষা পাবে। আর যদি তুমি কোন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করো তবে তাদের চুক্তিকে সোজা তাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করো। আল্লাহ্ বিশ্বাস ঘাতকদেরকে পছন্দ করেননা। (সূরা আল আনফাল ঃ৭)

ঈমানদারদের পরীক্ষা

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ -

তোমরা কি মনে করেছো যে, এমনিই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আল্লাহ্র পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁর জন্যই ধৈর্য্যশীল। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪২)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ
وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً (ط)
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

তোমরা কি ধারণা করেছো যে, এমনি তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি, তোমাদের মধ্যে কে তার পথে প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সাধনা করেছে এবং আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ অবহিত।

(সূরা আত্ তাওবা ঃ১৬)

www.pathagar.com

ঈমানদারদের হৃদয়ের প্রশান্তি

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (ط) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (ط) وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ (ط) وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে তিনি সাহায্য করবেন। এবং বহুসংখ্যক মুমিনের দিলকে ঠান্ডা ও শীতল করবেন। তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি দেবেন। আল্লাহ্ যাকে চান তওবা করার তওফিক দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সবজান্তা ও মহাবিজ্ঞানী ।

(সূরা আত্ তাওবা ঃ ১৪-১৫)

www.pathagar.com

ঈমানদারদের হৃদয়ের প্রশান্তি

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (ط) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (ط) وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ (ط) وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে তিনি সাহায্য করবেন। এবং বহুসংখ্যক মুমিনের দিলকে ঠান্ডা ও শীতল করবেন। তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি দেবেন। আল্লাহ্ যাকে চান তওবা করার তওফিক দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সবজান্তা ও মহাবিজ্ঞানী ।

(সূরা আত্ তাওবা ঃ ১৪-১৫)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদের ফযীলত

- জিহাদের পুরস্কার
- জিহাদ উত্তম ইবাদত
- জিহাদের রাস্তায় নেকীর সয়লাব
- সফল ব্যবসা
- গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা
- উন্নতির সিঁড়ি
- আল্লাহ্‌র পথে সময়ের মর্যাদা
- জান্নাতের প্রতিশ্রুতি
- মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্‌র জিম্মদারী
- সামষ্টিক ও অবিচ্ছিন্ন ইবাদত
- আল্লাহ্‌র পথের ধুলো
- জিহাদ ও রাসূলের (সা) সাহচর্য
- জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে
- আল্লাহ্‌র প্রিয়তম আমল
- পূর্ণাঙ্গ মুমিন
- উম্মতে মুহাম্মদীর দরবেশী

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদের ফযীলত

- জিহাদের পুরস্কার
- জিহাদ উত্তম ইবাদত
- জিহাদের রাস্তায় নেকীর সয়লাব
- সফল ব্যবসা
- গুনাহ্র কাফ্ফারা
- উন্নতির সিঁড়ি
- আল্লাহর পথে সময়ের মর্যাদা
- জান্নাতের প্রতিশ্রুতি
- মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্র জিম্মদারী
- সামষ্টিক ও অবিচ্ছিন্ন ইবাদত
- আল্লাহ্র পথের ধুলো
- জিহাদ ও রাসূলের (সা) সাহচর্য
- জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে
- আল্লাহ্র প্রিয়তম আমল
- পূর্নাঙ্গ মুমিন
- উম্মতে মুহাম্মদীর দরবেশী

www.pathagar.com

জিহাদের ফযীলত

জিহাদের পুরস্কার

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

যে লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত কিংবা বিজয়ী হবে, তাদেরকে আমরা সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার দেবো। (সূরা নিসা ঃ ৭৪)

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ (ط) فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً (ط) وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى (ط) وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (ط) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً (ط) وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

যে সমস্ত মুমিন কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, উভয়ের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ্ তা'আলা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের চেয়ে জান মাল দিয়ে জিহাদকারীদেরকে সুউচ্চ সম্মান দিয়ে রেখেছেন। এদের প্রত্যেকের জন্য যদিও কল্যাণেরই ওয়াদা করেছেন, কিন্তু তাঁর নিকট মুজাহিদদের কল্যাণকর কাজের ফল নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট বড়ো সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(সূরা -আন নিসা ঃ ৭৫-৭৬)

এখানে বসে থাকা লোক বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়নি যাদেরকে জিহাদে যাবার নির্দেশ দানের পর ঠুনকো অজুহাতে বসে পড়ে। তাদের উপর জিহাদ ফরয

www.pathagar.com

জিহাদের ফযীলত

জিহাদের পুরস্কার

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا -

যে লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত কিংবা বিজয়ী হবে, তাদেরকে আমরা সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার দেবো। (সূরা নিসা ঃ ৭৪)

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ (ط) فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً (ط) وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى (ط) وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (ط) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً (ط) وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

যে সমস্ত মুমিন কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, উভয়ের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ্ তা'আলা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের চেয়ে জান মাল দিয়ে জিহাদকারীদেরকে সুউচ্চ সম্মান দিয়ে রেখেছেন। এদের প্রত্যেকের জন্য যদিও কল্যাণেরই ওয়াদা করেছেন, কিন্তু তাঁর নিকট মুজাহিদদের কল্যাণকর কাজের ফল নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট বড়ো সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(সূরা -আন নিসা ঃ ৭৫-৭৬)

এখানে বসে থাকা লোক বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়নি যাদেরকে জিহাদে যাবার নির্দেশ দানের পর ঠুনকো অজুহাতে বসে পড়ে। তাদের উপর জিহাদ ফরয

www.pathagar.com

তাদেরকে যেতে বাধ্য করা যাবে। এখানে শুধু তাদের কথাই বলা হয়েছে যাদের উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া। প্রথমোক্ত দল যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তবে তারা মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর ফরযে কিফায়া থাকা অবস্থায় আহ্বানের পর যারা সাড়া দেবে তারা উত্তম। তাদের কথাই আয়াতে কারীমায় বর্ণনা করা হয়েছে।

জিহাদ উত্তম ইবাদাত

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ط) لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ (ط) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (ط) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ (ط) وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ (ط) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا (ط) اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -

তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো, মসজিদে হারামের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাকেই সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি, পরকালের প্রতি এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে? আল্লাহ্র নিকট এ শ্রেণীর লোক এক ও সমান নয়। আর আল্লাহ্ জালিমদেরকে কখনো পথ দেখান না। আল্লাহ্র নিকটতো কেবল তাদেরই বড়ো মর্যাদা-যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্র জন্য ঘরবাড়ী ছেড়েছে এবং জিহাদ করেছে। মূলতঃ তারাই সফল। তাদের রব তাদেরকে রহমত, সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য চিরসুখের উপাদানসমূহ বিদ্যমান। তথায় তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ্র নিকট ভালো কাজের প্রতিফল দেয়ার জন্য অফুরন্ত নেয়ামত রয়েছে। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১৯-২২)

www.pathagar.com

তাদেরকে যেতে বাধ্য করা যাবে। এখানে শুধু তাদের কথাই বলা হয়েছে যাদের উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া। প্রথমোক্ত দল যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তবে তারা মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর ফরযে কিফায়া থাকা অবস্থায় আহবানের পর যারা সাড়া দেবে তারা উত্তম। তাদের কথাই আয়াতে কারীমায় বর্ণনা করা হয়েছে।

জিহাদ উত্তম ইবাদাত

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (ط) لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ (ط) وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (ط) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ (ط) وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (ط) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (ط) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ -

তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো, মসজিদে হারামের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাকেই সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি, পরকালের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে? আল্লাহ্‌র নিকট এ শ্রেণীর লোক এক ও সমান নয়। আর আল্লাহ্ জালিমদেরকে কখনো পথ দেখান না। আল্লাহ্‌র নিকটতো কেবল তাদেরই বড়ো মর্যাদা–যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্‌র জন্য ঘরবাড়ী ছেড়েছে এবং জিহাদ করেছে। মূলতঃ তারাই সফল। তাদের রব তাদেরকে রহমত, সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য চিরসুখের উপাদানসমূহ বিদ্যমান। তথায় তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ্‌র নিকট ভালো কাজের প্রতিফল দেয়ার জন্য অফুরন্ত নেয়ামত রয়েছে। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১৯-২২)

অর্থাৎ কয়েকটি ভালো কাজ করাই পরকালের মুক্তি ও কল্যাণের উৎস নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ও আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করাই হচ্ছে পরকালের মুক্তি ও কল্যাণের উৎস।

জিহাদের রাস্তায় নেকীর সয়লাব

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ (ط) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (ط)

এমন কখনো হবেনা যে, আল্লাহ্‌র পথে ক্ষুধা পিপাসা ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করবে, আর কাফিরদের পক্ষে যেপথ অসহ্য সেপথে তারা পদচারণা করবে এবং দুশমনের উপর কোন প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করবে, আর তার বিনিময়ে তাদের জন্য কোন নেক আমল লেখা হবে না। আল্লাহ্‌র নিকট নিষ্ঠাবান কোন আমলকারীর প্রতিদানই নষ্ট হয়ে যায়না। (সূরা আত্ তাওবা ঃ১২০)

আয়াতটি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি নির্দেশই ছিলোনা বরং তা ছিলো অজস্র কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য বের হবে এবং পদে পদে বিভিন্ন বাধা প্রতিবন্ধকতা ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপই সৎকাজ বলে গণ্য হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ মুহসিন বান্দার কাতারে শামিল করে নেবেন।

সফল ব্যবসা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ (ط) ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (ط) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ (ط) ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

www.pathagar.com

অর্থাৎ কয়েকটি ভালো কাজ করাই পরকালের মুক্তি ও কল্যাণের উৎস নয়। বরং আল্লাহ্র উপর ঈমান ও আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গ করাই হচ্ছে পরকালের মুক্তি ও কল্যাণের উৎস।

জিহাদের রাস্তায় নেকীর সয়লাব

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ (ط) إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (ط)

এমন কখনো হবেনা যে, আল্লাহ্র পথে ক্ষুধা পিপাসা ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করবে, আর কাফিরদের পক্ষে যেপথ অসহ্য সেপথে তারা পদচারণা করবে এবং দুশমনের উপর কোন প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করবে, আর তার বিনিময়ে তাদের জন্য কোন নেক আমল লেখা হবে না। আল্লাহ্র নিকট নিষ্ঠাবান কোন আমলকারীর প্রতিদানই নষ্ট হয়ে যায়না। (সূরা আত্ তাওবা ঃ১২০)

আয়াতটি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি নির্দেশই ছিলোনা বরং তা ছিলো অজস্র কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য বের হবে এবং পদে পদে বিভিন্ন বাধা প্রতিবন্ধকতা ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপই সৎকাজ বলে গণ্য হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ মুহসিন বান্দার কাতারে শামিল করে নেবেন।

সফল ব্যবসা

يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ (ط) ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (ط) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ (ط) ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

www.pathagar.com

হে লোকেরা! যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসার কথা বলবোনা যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আর জিহাদ করো আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জানো। (এ কাজের ফলে) আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহমান থাকবে। আর চিরকাল অবস্থানের জন্য জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এ হচ্ছে বিরাট সফলতা।

(সূরা আস্-সফঃ ১০-১২)

উল্লেখিত আয়াতে যে ব্যবসায়িক সফলতার কথা বলা হয়েছে, তা অর্জন করতে হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনতে হবে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে হবে। এটিকে সূরা আত্ তাওবায় 'ক্রয়-বিক্রয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।'

আলোচ্য আয়াতে ব্যাপক অর্থে এবং সুস্পষ্টভাবে জিহাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা তাওবায় শুধুমাত্র ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। সেখানে 'আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা বা ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে তার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ (ط) وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ -

যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বহিস্কৃত হয়েছে এবং নির্যাতিত হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই

www.pathagar.com

হে লোকেরা! যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসার কথা বলবোনা যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আর জিহাদ করো আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জানো। (এ কাজের ফলে) আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্সমূহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহমান থাকবে। আর চিরকাল অবস্থানের জন্য জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এ হচ্ছে বিরাট সফলতা।

(সূরা আস্-সফঃ ১০-১২)

উল্লেখিত আয়াতে যে ব্যবসায়িক সফলতার কথা বলা হয়েছে, তা অর্জন করতে হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনতে হবে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে হবে। এটিকে সূরা আত্ তাওবায় 'ক্রয়-বিক্রয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।'

আলোচ্য আয়াতে ব্যাপক অর্থে এবং সুস্পষ্টভাবে জিহাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা তাওবায় শুধুমাত্র ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। সেখানে 'আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা বা ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে এবং এখানে তার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

গুনাহ্র কাফ্ফারা

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ (ط) وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ -

যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং নির্যাতিত হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই

www.pathagar.com

আমি মাফ করে দেবো। তাদেরকে আমি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ বহমান থাকবে। আল্লাহ্র নিকট এটিই তাদের প্রতিফল। আর উত্তম প্রতিফলতো একমাত্র আল্লাহ্র নিকটই পাওয়া যেতে পারে।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৬)

উন্নতির সিঁড়ি

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ - فَعَجَبْتُ لَهَا - فَقُلْتُ اَعِدْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعَادَهَا - ثُمَّ قَالَ : وَاُخْرٰى يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا الْعَبْدُ مِأَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - قُلْتُ : وَمَاهِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে দীন (জীবন ব্যবস্থা) এবং মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। একথা শুনে আমি (অর্থাৎ বর্ণনাকারী) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কথাগুলো বড়ো সুন্দর, আবার বলুন। তিনি পুনরায় কথাগুলো বললেন এবং আরো বললেনঃ আরেকটি কারণে আল্লাহ্ জান্নাতে তাঁর বান্দাদেরকে একশ'গুণ বেশী মর্যাদা দান করবেন। প্রতি মর্যাদা বা স্তরের মধ্যে যে দূরত্ব তা আকাশ ও পৃথিবীর সমান। বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেটি কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ। (মুসলিম, নাসাঈ)

www.pathagar.com

আমি মাফ করে দেবো। তাদেরকে আমি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ বহমান থাকবে। আল্লাহ্‌র নিকট এটিই তাদের প্রতিফল। আর উত্তম প্রতিফলতো একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই পাওয়া যেতে পারে।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৬)

উন্নতির সিঁড়ি

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ - فَعَجِبْتُ لَهَا - فَقُلْتُ اَعِدْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعَادَهَا- ثُمَّ قَالَ : وَاُخْرٰى يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا الْعَبْدُ مِأَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - قُلْتُ : وَمَاهِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে দীন (জীবন ব্যবস্থা) এবং মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। একথা শুনে আমি (অর্থাৎ বর্ণনাকারী) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কথাগুলো বড়ো সুন্দর, আবার বলুন। তিনি পুনরায় কথাগুলো বললেন এবং আরো বললেনঃ আরেকটি কারণে আল্লাহ্ জান্নাতে তাঁর বান্দাদেরকে একশ'গুণ বেশী মর্যাদা দান করবেন। প্রতি মর্যাদা বা স্তরের মধ্যে যে দূরত্ব তা আকাশ ও পৃথিবীর সমান। বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেটি কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। (মুসলিম, নাসাঈ)

www.pathagar.com

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ -

হযরত উসমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া অন্য স্থানে হাজার দিন ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। (তিরমিযি, নাসায়ী)

আল্লাহর পথে সময়ের মর্যাদা

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا -

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একটি সকাল কিংবা একটি বিকেল আল্লাহ্র পথে অতিবাহিত করা পৃথিবী ও পার্থিব সকল বস্তু থেকে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

অর্থাৎ দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যে কোন কাজে দিনের কোন অংশ অতিবাহিত করা অত্যন্ত কল্যাণকর কাজ। হতে পারে তা কোন মিছিল বা মিটিংয়ে যোগদান, কিংবা পোষ্টার লাগানো, অথবা ছোট একটি সাংগঠনিক সংবাদ আরেক ভাইয়ের নিকট পৌছে দেয়া।

জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةً لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

www.pathagar.com

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ -

হযরত উসমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া অন্য স্থানে হাজার দিন ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। (তিরমিযি, নাসায়ী)

আল্লাহর পথে সময়ের মর্যাদা

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا -

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একটি সকাল কিংবা একটি বিকেল আল্লাহ্র পথে অতিবাহিত করা পৃথিবী ও পার্থিব সকল বস্তু থেকে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

অর্থাৎ দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যে কোন কাজে দিনের কোন অংশ অতিবাহিত করা অত্যন্ত কল্যাণকর কাজ। হতে পারে তা কোন মিছিল বা মিটিংয়ে যোগদান, কিংবা পোস্টার লাগানো, অথবা ছোট একটি সাংগঠনিক সংবাদ আরেক ভাইয়ের নিকট পৌছে দেয়া।

জান্নাতের প্রতিশ্রুতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةً لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এতটুকু সময়ও যদি কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে যতটুকু সময় একটি উটনী দোহন করতে লাগে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। তবে শর্ত হচ্ছে জিহাদ শুধুমাত্র আল্লাহ্র কালিমাকে বুলুন্দ করার জন্যই হতে হবে। (তিরমিযি)

জান্নাতে যেতে হলে প্রধান বাধা হচ্ছে পরকালের হিসেব নিকেশ। সবাইকেই হিসেব দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। অবশ্য যারা জিহাদ করবে এবং শহীদ হবে তাদেরকে আল্লাহ্ বিনা হিসেবে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এছাড়া সবাইকে হিসেব নিকেশ দিয়ে ভাগ্য ভালো হলে জান্নাতের অনুমতি নিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। অন্যথায় দূর্ভোগের সীমা থাকবেনা।

মুজাহিদের জন্য আল্লাহ্র জিম্মাদারী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَضَمَّنَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِىْ وَاِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَّا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُّحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ كُلِمَ لَوْنُهٗ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهٗ رِيْحُ مِسْكٍ - وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُّ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَبَدًا - وَلٰكِنْ لَا اَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُوْنَ سَعَةً فَيَتَّبِعُوْنِىْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ - وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُّ اِنِّىْ اَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلُ ثُمَّ اَغْزُوْ فَاُقْتَلُ - ثُمَّ اَغْزُوْ فَاُقْتَلُ -

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এতটুকু সময়ও যদি কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে যতটুকু সময় একটি উটনী দোহন করতে লাগে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। তবে শর্ত হচ্ছে জিহাদ শুধুমাত্র আল্লাহ্র কালিমাকে বুলন্দ করার জন্যই হতে হবে। (তিরমিযি)

জান্নাতে যেতে হলে প্রধান বাধা হচ্ছে পরকালের হিসেব নিকেশ। সবাইকেই হিসেব দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। অবশ্য যারা জিহাদ করবে এবং শহীদ হবে তাদেরকে আল্লাহ্ বিনা হিসেবে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এছাড়া সবাইকে হিসেব নিকেশ দিয়ে ভাগ্য ভালো হলে জান্নাতের অনুমতি নিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। অন্যথায় দূর্ভোগের সীমা থাকবেনা।

মুজাহিদের জন্য আল্লাহ্র জিম্মাদারী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
تَضَمَّنَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يُخْرِجُهُ اِلَّا
جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِىْ وَاِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ فَهُوَ عَلَىَّ
ضَامِنٌ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ
نَائِلًا مَّا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَا مِنْ
كَلْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا جَاۤءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ كُلِمَ
لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهُ رِيْحُ مِسْكٍ - وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ لَا
اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُّ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَبَدًا - وَلٰكِنْ لَا اَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُوْنَ
سَعَةً فَيَتَّبِعُوْنِىْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ - وَالَّذِىْ
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُّ اَنِّىْ اَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلُ ثُمَّ
اَغْزُوْ فَاُقْتَلُ - ثُمَّ اَغْزُوْ فَاُقْتَلُ -

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার পথে এজন্য বের হয় যে, সত্যিকার অর্থেই সে আমার রাস্তায় জিহাদ করবে এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখে ও আমার রাসূলের সত্যতা স্বীকার করে, তার জিম্মদারী আমার উপর। হয় আমি তাকে জান্নাতে পৌঁছাবো না হয় আমি তাকে বিনিময় ও গণীমতসহ তার আবাসস্থলে (গাজী হিসেবে) পৌঁছে দেবো। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে যে আহত হবে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হবে যে, তার আহত স্থান থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরবে কিন্তু সে রক্তের ঘ্রাণ হবে মিস্‌কের ঘ্রাণের ন্যায়। ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী সৈন্য থেকে পেছনে বসে থাকতাম না। আমিও তাদের জন্য সমরোপকরণ সরবরাহ করতে পারিনা আবার তারাও সামর্থ্যের অভাবে আমার সাথে শরীক হতে পারেনা। আমার সাথে শরীক হতে না পারায় তাদেরও কষ্ট হয়। ঐ জাতে পাকের কসম যার হাতের মুঠিতে মুহাম্মদের জীবন! আমার ইচ্ছে হয় আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করি এবং শহীদ হই, আবার জিহাদ করি এবং শহীদ হই, আবার জিহাদ করি এবং শহীদ হই।

(বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ)

সামষ্টিক ইবাদাত

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايَعْدِلُ الْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ لَاتَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَاعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَالِكَ يَقُوْلُ لَاتَسْتَطِيْعُوْنَهُ - ثُمَّ قَالَ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَايَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَاصَلٰوةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ-

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! জিহাদের সমতুল্য কি কোন ইবাদাত নেই? তিনি

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার পথে এজন্য বের হয় যে, সত্যিকার অর্থেই সে আমার রাস্তায় জিহাদ করবে এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখে ও আমার রাসূলের সত্যতা স্বীকার করে, তার জিম্মদারী আমার উপর। হয় আমি তাকে জান্নাতে পৌছাবো না হয় আমি তাকে বিনিময় ও গণীমতসহ তার আবাসস্থলে (গাজী হিসেবে) পৌছে দেবো। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে যে আহত হবে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হবে যে, তার আহত স্থান থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরবে কিন্তু সে রক্তের ঘ্রাণ হবে মিস্‌কের ঘ্রাণের ন্যায়। ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী সৈন্য থেকে পেছনে বসে থাকতাম না। আমিও তাদের জন্য সমরোপকরণ সরবরাহ করতে পারিনা আবার তারাও সামর্থ্যের অভাবে আমার সাথে শরীক হতে পারেনা। আমার সাথে শরীক হতে না পারায় তাদেরও কষ্ট হয়। ঐ জাতে পাকের কসম যার হাতের মুঠিতে মুহাম্মদের জীবন! আমার ইচ্ছে হয় আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করি এবং শহীদ হই, আবার জিহাদ করি এবং শহীদ হই, আবার জিহাদ করি এবং শহীদ হই।

(বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ)

সামষ্টিক ইবাদাত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايَعْدِلُ الْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ لَاتَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَاعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَالِكَ يَقُوْلُ لَاتَسْتَطِيْعُوْنَهُ - ثُمَّ قَالَ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَايَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَاصَلٰوةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ-

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জিহাদের সমতুল্য কি কোন ইবাদাত নেই? তিনি

www.pathagar.com

বললেন ঃ সে কাজতো তোমরা করতে সক্ষম হবে না। প্রশ্নকারী দু'তিনবার একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে রাসূলে আকরাম (সা) বললেন ঃ তা তোমরা করতে সক্ষম হবে না। তারপর বললেনঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর তুলনা হচ্ছে কোন ব্যক্তি (মুজাহিদ ব্যক্তি বের হওয়ার সাথে সাথে) অবিরাম নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে, একটি মহূর্তের জন্যও বিরত হবেনা যতক্ষণ না মুজাহিদ ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

এটি কোন মানুষের দ্বারাই সম্ভব নয় যে, একাধারে একমাস অথবা দু'মাস অবিচ্ছিন্নভাবে নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে। এটি মানুষের সামর্থের বাইরে। তবে যে ব্যক্তি জিহাদে বের হবে এবং জিহাদরত থাকবে তার আমলের ধারা এমনিভাবে অবিচ্ছিন্ন থাকবে এবং সমস্ত ইবাদাতের সমতুল্য সওয়াব তার আমলনামায় লিখা হতে থাকবে যতক্ষণ না সে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।

আল্লাহ্‌র পথের ধুলো

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَيَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهٗ فِى النَّارِ اَبَدًا - وَلاَيَجْتَمِعُ فِىْ جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কাফির এবং তার হত্যাকারী (মুসলিম মুজাহিদ) কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না। তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র পথের ধুলো ও জাহান্নামের ধূয়াও একত্রিত হবে না।

(মুসলিম, আবু দাউদ,. নাসাঈ)

عَنْ اَبِىْ عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارِ -

বললেন ঃ সে কাজতো তোমরা করতে সক্ষম হবে না। প্রশ্নকারী দু'তিনবার একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে রাসূলে আকরাম (সা) বললেন ঃ তা তোমরা করতে সক্ষম হবে না। তারপর বললেনঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর তুলনা হচ্ছে কোন ব্যক্তি (মুজাহিদ ব্যক্তি বের হওয়ার সাথে সাথে) অবিরাম নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে, একটি মহূর্তের জন্যও বিরত হবেনা যতক্ষণ না মুজাহিদ ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

এটি কোন মানুষের দ্বারাই সম্ভব নয় যে, একাধারে একমাস অথবা দু'মাস অবিচ্ছিন্নভাবে নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে। এটি মানুষের সামর্থের বাইরে। তবে যে ব্যক্তি জিহাদে বের হবে এবং জিহাদরত থাকবে তার আমলের ধারা এমনিভাবে অবিচ্ছিন্ন থাকবে এবং সমস্ত ইবাদাতের সমতুল্য সওয়াব তার আমলনামায় লিখা হতে থাকবে যতক্ষণ না সে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।

আল্লাহ্‌র পথের ধুলো

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَايَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِى النَّارِ اَبَدًا - وَلَايَجْتَمِعُ فِىْ جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কাফির এবং তার হত্যাকারী (মুসলিম মুজাহিদ) কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না। তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র পথের ধুলো ও জাহান্নামের ধূয়াও একত্রিত হবে না।

(মুসলিম, আবু দাউদ,. নাসাঈ)

عَنْ اَبِىْ عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ -

www.pathagar.com

হযরত আবু আবস আবদুর রহমান বিন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে বান্দার দু'পা আল্লাহ্ পথে ধুলো ধূসরিত হবে, জাহান্নামের আগুন তার ঐ পা দুটোকে স্পর্শ করবে না। (বুখারী)

যে ব্যক্তি কাফির, তাগুতী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করে এবং যে মুমিন আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার জন্য লড়াই করে, উভয়েই লড়াই করে কিন্তু দুজনের মর্যাদা এক নয়। কাফিরের জন্য অনন্তকালের জাহান্নাম এবং মুমিনের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামতসমূহ। আবার যে ভাগ্যবানের বুকের ফুসফুসে কিংবা পায়ে আল্লাহ্র পথের ধুলো প্রবেশ করেছে তা কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না । তবে যে মুজাহিদ আল্লাহ্র পথের এ মাহাত্ম্য ও মর্যাদা লাভ করার পর কোন কবিরা গুনাহ্য় লিপ্ত হয় তার কথা স্বতন্ত্র।

জিহাদ ও রাসূল (সা) এর সাহচর্য

عَنْ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَمَرَ اَصْحَابَهُ بِالْغَزْوِ وَاَنَّ رَجُلاً تَخَلَّفَ وَقَالَ لِاَهْلِهِ اَتَخَلَّفُ حَتّٰى اُصَلِّىَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ثُمَّ اُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاُوَدِّعُهُ فَيَدْعُوْلِىْ بِدَعْوَةٍ تَكُوْنُ شَافِعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَلَمَّا صَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ الرَّجُلُ مُسَلِّمًا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَتَدْرِىْ بِكَمْ سَبَقَكَ اَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ - سَبَقُوْنِىْ بِغَدْوَتِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَقَدْ سَبَقُوْكَ بِاَبْعَدَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ -

হযরত সাহ্ল তাঁর পিতা এবং তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। একবার নবী করীম (সা) একদল সাহাবীকে কোন অভিযানে পাঠালেন। কিন্তু

www.pathagar.com

হযরত আবু আবস আবদুর রহমান বিন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে বান্দার দু'পা আল্লাহ্ পথে ধুলো ধূসরিত হবে, জাহান্নামের আগুন তার ঐ পা দুটোকে স্পর্শ করবে না। (বুখারী)

যে ব্যক্তি কাফির, তাগুতী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করে এবং যে মুমিন আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার জন্য লড়াই করে, উভয়েই লড়াই করে কিন্তু দুজনের মর্যাদা এক নয়। কাফিরের জন্য অনন্তকালের জাহান্নাম এবং মুমিনের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামতসমূহ। আবার যে ভাগ্যবানের বুকের ফুসফুসে কিংবা পায়ে আল্লাহ্র পথের ধুলো প্রবেশ করেছে তা কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না । তবে যে মুজাহিদ আল্লাহ্র পথের এ মাহাত্ম্য ও মর্যাদা লাভ করার পর কোন কবিরা গুনাহ্য় লিপ্ত হয় তার কথা স্বতন্ত্র।

জিহাদ ও রাসূল (সা) এর সাহচর্য

عَنْ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَمَرَ اَصْحَابَهُ بِالْغَزْوِ وَاَنَّ رَجُلًا تَخَلَّفَ وَقَالَ لِاَهْلِهِ اَتَخَلَّفُ حَتّٰى اُصَلِّيَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ثُمَّ اُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاُوَدِّعُهُ فَيَدْعُوْلِيْ بِدَعْوَةٍ تَكُوْنُ شَافِعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبَلَ الرَّجُلُ مُسَلِّمًا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَتَدْرِيْ بِكُمْ سَبَقَكَ اَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ - سَبَقُوْنِيْ بِغَدْوَتِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَقَدْ سَبَقُوْكَ بِاَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ -

হযরত সাহ্ল তাঁর পিতা এবং তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। একবার নবী করীম (সা) একদল সাহাবীকে কোন অভিযানে পাঠালেন। কিন্তু

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীসাথী হতে পিছনে রয়ে গেলো। সে পরিবারের লোকদেরকে বললো ঃ আমি রাসূল (সা) এর পেছনে যোহর নামায পড়ে দু'আ খায়ের নিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবো। যাতে কিয়ামতের দিন তাঁর শাফায়াতের কারণ হয়। অতঃপর সে রাসূল (সা) এর পেছনে নামায আদায় করলো এবং তাঁর সামনে গিয়ে সালাম দিলো। রাসূল (সা) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি জানো তোমার সঙ্গীরা কতটুকু আগে বেরিয়ে গিয়েছে? সে বললো ঃ জ্বি হাঁ, তারা সকালে রওয়ানা হয়েছে (অর্থাৎ তারা আমার চেয়ে এক সকাল আগে আছে) শোনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! তারা তোমার চেয়ে (সওয়াবের দিকে) পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়ে ও এগিয়ে গিয়েছে। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ্র রাসূলের (সা) সাহচর্যে কিছু মহূর্ত অতিবাহিত করা, তাঁর ইমামতিতে নামায পড়া, তাঁর খেদমতে কোন আরজ করার সুযোগ লাভ করা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের কাজ কিন্তু নবী করীম (সা) এর কথানুযায়ী বুঝা যায় এসব কিছুর চেয়েও জিহাদে বের হওয়া সওয়াবের দিক দিয়ে আসমান ও জমিনের পার্থক্যের চেয়েও বেশী।

জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে

عَنْ اَبِیْ بَكْرِبْنِ اَبِیْ مُوْسَی الْاَشْعَرِیْ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِیْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ - فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ - فَقَالَ : يَا اَبَا مُوْسٰى اَاَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ - فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ - فَقَالَ - اِقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ - ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهٖ فَاَلْقَاهُ - ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهٖ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهٖ حَتّٰى قُتِلَ -

এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীসাথী হতে পিছনে রয়ে গেলো। সে পরিবারের লোকদেরকে বললোঃ আমি রাসূল (সা) এর পেছনে যোহর নামায পড়ে দু'আ খায়ের নিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবো। যাতে কিয়ামতের দিন তাঁর শাফায়াতের কারণ হয়। অতঃপর সে রাসূল (সা) এর পেছনে নামায আদায় করলো এবং তাঁর সামনে গিয়ে সালাম দিলো। রাসূল (সা) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি জানো তোমার সঙ্গীরা কতটুকু আগে বেরিয়ে গিয়েছে? সে বললোঃ জ্বি হাঁ, তারা সকালে রওয়ানা হয়েছে (অর্থাৎ তারা আমার চেয়ে এক সকাল আগে আছে) শোনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! তারা তোমার চেয়ে (সওয়াবের দিকে) পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়ে ও এগিয়ে গিয়েছে। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) সাহচর্যে কিছু মহূর্ত অতিবাহিত করা, তাঁর ইমামতিতে নামায পড়া, তাঁর খেদমতে কোন আরজ করার সুযোগ লাভ করা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের কাজ কিন্তু নবী করীম (সা) এর কথানুযায়ী বুঝা যায় এসব কিছুর চেয়েও জিহাদে বের হওয়া সওয়াবের দিক দিয়ে আসমান ও জমিনের পার্থক্যের চেয়েও বেশী।

জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে

عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىْ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِىْ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ - فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ - فَقَالَ : يَا اَبَا مُوْسٰى اَاَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ - فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ - فَقَالَ - اِقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ - ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهٖ فَاَلْقَاهُ - ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهٖ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهٖ حَتّٰى قُتِلَ -

www.pathagar.com

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) এর ছেলে আবু বকর (রা) বর্ণনা করেছেন। একবার আমার পিতা দুশমনের পশ্চাৎধাবন করতে গিয়ে নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছেন জান্নাতের দ্বারসমূহ তরবারীর ছায়াতলে। তখন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আবু মূসা আপনি কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। অতপর লোকটি উঠে তার সাথীদের নিকট গিয়ে সালাম দিলো এবং তার তরবারীর খাপ খুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে নগ্ন তরবারী হাতে শত্রুবুহ্যে ঢুকে পড়লো এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলো। (মুসলিম)

'জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে' এটি নবী করীম (সা) এর এক দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। ঘটনাটি ঘটেছিলো আহযাব যুদ্ধের পর এক অভিযানে। মুজাহিদদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ 'শত্রুর মোকাবেলা করার কামনা করোনা তবে যদি মুকাবেলা হয়েই যায় তবে দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে। জেনে রাখো জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ 'এ ছোট কথাটির মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য সমুদ্রতুল্য। যা জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং তার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের কথাও বলে দেয়। মুকাবেলা করার জন্য দুশমনের এতটুকু কাছে চলে যাওয়া যাতে দুজনের তলোয়ারে সংঘর্ষ হয় এবং তার ছায়া মুজাহিদের শরীরে পতিত হয়। ইমাম ইবনে জাওযায়ী বলেন ঃ 'এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে জিহাদের মাধ্যমেই জান্নাত অর্জন করতে হবে।'

আল্লাহ্র প্রিয়তম আমল

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَیُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَی اللّٰهِ تَعَالٰی ؟ قَالَ : اَلصَّلٰوةُ عَلٰی وَقْتِهَا - قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَیْنِ - قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ ؟ قَالَ : اَلْجِهَادُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলটি আল্লাহ্ বেশী পছন্দ করেন? তিনি

www.pathagar.com

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) এর ছেলে আবু বকর (রা) বর্ণনা করেছেন। একবার আমার পিতা দুশমনের পশ্চাৎধাবন করতে গিয়ে নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছেন জান্নাতের দ্বারসমূহ তরবারীর ছায়াতলে। তখন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আবু মূসা আপনি কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। অতপর লোকটি উঠে তার সাথীদের নিকট গিয়ে সালাম দিলো এবং তার তরবারীর খাপ খুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে নগ্ন তরবারী হাতে শত্রুবুহ্যে ঢুকে পড়লো এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলো। (মুসলিম)

'জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে' এটি নবী করীম (সা) এর এক দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। ঘটনাটি ঘটেছিলো আহযাব যুদ্ধের পর এক অভিযানে। মুজাহিদদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ 'শত্রুর মোকাবেলা করার কামনা করোনা তবে যদি মুকাবেলা হয়েই যায় তবে দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে। জেনে রাখো জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। ইমাম কুরতুবী লিখেছেন ঃ 'এ ছোট কথাটির মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য সমুদ্রতুল্য। যা জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং তার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের কথাও বলে দেয়। মুকাবেলা করার জন্য দুশমনের এতটুকু কাছে চলে যাওয়া যাতে দুজনের তলোয়ারে সংঘর্ষ হয় এবং তার ছায়া মুজাহিদের শরীরে পতিত হয়। ইমাম ইবনে জাওযায়ী বলেন ঃ 'এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে জিহাদের মাধ্যমেই জান্নাত অর্জন করতে হবে।'

আল্লাহ্র প্রিয়তম আমল

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَیُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ؟ قَالَ : اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا - قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ - قُلْتُ ثُمَّ اَیٌّ ؟ قَالَ : اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলটি আল্লাহ্ বেশী পছন্দ করেন? তিনি

www.pathagar.com

বললেন ঃ ওয়াক্তমতো নামায আদায় করা। আমি বললাম ঃ তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার অবাধ্য না হওয়া। আমি বললাম ঃ তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ। (বুখারী, মুসলিম)

সমাজ সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নামাযের মাধ্যমে ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন। তারপর পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে আদর্শ সমাজ নির্মাণের ভিতকে মজবুত করা। এবং তৃতীয় পর্যায়ে সমাজ থেকে ফিতনা ফাসাদ নির্মূল করে আদর্শ সমাজ কায়েম করা। ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন হয় নামাযের মাধ্যমে এবং পরিবাররের শৃঙ্খলা বজায় থাকে পিতামাতার সাথে সদাচারণ। আর পৃথিবী থেকে ফিতনা নির্মূলের উপায় হচ্ছে জিহাদ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের ফকীহ। গোটা জীবন তিনি দাওয়াত, সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও আত্মার পবিত্রতার পেছনে কাজ করেছেন, যখন তিনি মাহ্বুবে খোদা রাসূল (সা) এর নিকট আল্লাহ্র প্রিয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র হওয়ার পর্যায়ক্রমিক আমলের বর্ণনা দিলেন। এসব ক'টি আমলই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟
قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِه -

হযরত আবুযর গিফারী (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি আস্থা এবং তাঁর পথে জিহাদ। (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান বলতে শুধু আকাইদের ব্যাপারটা বুঝানো হয়নি বরং নামায কায়েম সহ দীনের পুরোপুরি অনুসরণকে বুঝানো হয়েছে। পূর্বের হাদীসে যে লক্ষ্যে নামায, পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে এখানে আল্লাহ্র প্রতি আস্থা কথাটি দিয়ে ব্যাপকভাবে তা বুঝানো হয়েছে। ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে জিহাদ, এজন্য জিহাদকে সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

বললেন ঃ ওয়াক্তমতো নামায আদায় করা। আমি বললাম ঃ তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার অবাধ্য না হওয়া। আমি বললাম ঃ তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। (বুখারী, মুসলিম)

সমাজ সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে নামাযের মাধ্যমে ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন। তারপর পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে আদর্শ সমাজ নির্মাণের ভিতকে মজবুত করা। এবং তৃতীয় পর্যায়ে সমাজ থেকে ফিতনা ফাসাদ নির্মূল করে আদর্শ সমাজ কায়েম করা। ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন হয় নামাযের মাধ্যমে এবং পরিবাররের শৃঙ্খলা বজায় থাকে পিতামাতার সাথে সদাচারণ। আর পৃথিবী থেকে ফিতনা নির্মূলের উপায় হচ্ছে জিহাদ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের ফকীহ। গোটা জীবন তিনি দাওয়াত, সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও আত্মার পবিত্রতার পেছনে কাজ করেছেন, যখন তিনি মাহবুবে খোদা রাসূল (সা) এর নিকট আল্লাহ্‌র প্রিয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হওয়ার পর্যায়ক্রমিক আমলের বর্ণনা দিলেন। এসব ক'টি আমলই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟
قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ -

হযরত আবুযর গিফারী (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা এবং তাঁর পথে জিহাদ। (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান বলতে শুধু আকাইদের ব্যাপারটা বুঝানো হয়নি বরং নামায কায়েম সহ দীনের পুরোপুরি অনুসরণকে বুঝানো হয়েছে। পূর্বের হাদীসে যে লক্ষ্যে নামায, পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা কথাটি দিয়ে ব্যাপকভাবে তা বুঝানো হয়েছে। ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে জিহাদ, এজন্য জিহাদকে সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ মুমিন

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ الْمُؤْمِنُوْنَ فِى الدُّنْيَا عَلٰى ثَلٰثَةِ اَجْزَاءٍ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَالَّذِىْ يَاْمَنُهُ النَّاسُ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الَّذِىْ اِذَا اَشْرَفَ عَلٰى طَمَعٍ تَرَكَهٗ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে ঈমানদারগণ তিন প্রকারের। (১) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতপর কোন সন্দেহ সংশয়ে পড়েনি। এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। (২) যার প্রতি মানুষ তাদের জান মালের নিরাপত্তার ভরসা রাখে। (৩) যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে লোভ করে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা পরিত্যাগ করেছে। (মুসনাদে আহমদ)

ঈমানের প্রথম স্তর হচ্ছে, একজন ঈমানদার পৃথিবী থেকে ফিতনা ফাসাদ ও অন্যায় জুলুমের মূলোৎপাটন করে শান্তি শৃঙ্খলা ও ইনসাফ কায়েম করবে। এ উদ্দেশ্য একমাত্র জিহাদের মাধ্যমে সাধন হতে পারে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে একজন ঈমানদার ব্যক্তি পূর্ণ নিরাপত্তার আবাসস্থল হবে। তার থেকে কোন মানুষের লেশমাত্র ক্ষতি হবে না এবং তৃতীয় স্তর হচ্ছে–একজন মুমিন দুনিয়ার লোভ লালসা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি কখনো দূর্বলতা দেখা দেয় তবে তা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যাখ্যান করবে এবং আখিরাতের চাওয়া পাওয়াটাই তার মূখ্য হবে। দুনিয়ায় সে কি পেলো বা না পেলো কখনো সেই হিসেব সে করবে না।

উম্মতে মুহাম্মদীর দরবেশী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَعْبٍ فِيْهِ عَيْنٌ عَذْبَةٌ قَالَ فَاَعْجَبَتْهُ يَعْنِىْ طِيْبَ الشِّعْبِ - فَقَالَ لَوْ اَقَمْتُ هٰهُنَا وَخَلَوْتُ - ثُمَّ قَالَ لَا حَتّٰى اَسْاَلَ

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ মুমিন

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ الْمُؤْمِنُوْنَ فِى الدُّنْيَا عَلٰى ثَلٰثَةِ اَجْزَاءٍ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَالَّذِىْ يَاْمَنُهُ النَّاسُ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الَّذِىْ اِذَا اَشْرَفَ عَلٰى طَمَعٍ تَرَكَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে ঈমানদারগণ তিন প্রকারের। (১) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতপর কোন সন্দেহ সংশয়ে পড়েনি। এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। (২) যার প্রতি মানুষ তাদের জান মালের নিরাপত্তার ভরসা রাখে। (৩) যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে লোভ করে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা পরিত্যাগ করেছে। (মুসনাদে আহমদ)

ঈমানের প্রথম স্তর হচ্ছে, একজন ঈমানদার পৃথিবী থেকে ফিতনা ফাসাদ ও অন্যায় জুলুমের মূলোৎপাটন করে শান্তি শৃঙ্খলা ও ইনসাফ কায়েম করবে। এ উদ্দেশ্য একমাত্র জিহাদের মাধ্যমে সাধন হতে পারে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে একজন ঈমানদার ব্যক্তি পূর্ণ নিরাপত্তার আবাসস্থল হবে। তার থেকে কোন মানুষের লেশমাত্র ক্ষতি হবে না এবং তৃতীয় স্তর হচ্ছে–একজন মুমিন দুনিয়ার লোভ লালসা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি কখনো দূর্বলতা দেখা দেয় তবে তা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যাখ্যান করবে এবং আখিরাতের চাওয়া পাওয়াটাই তার মূখ্য হবে। দুনিয়ায় সে কি পেলো বা না পেলো কখনো সেই হিসেব সে করবে না।

উম্মতে মুহাম্মদীর দরবেশী

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنٌ عَذْبَةٌ قَالَ فَاَعْجَبَتْهُ يَعْنِىْ طِيْبَ الشِّعْبِ - فَقَالَ لَوْ اَقَمْتُ هٰهُنَا وَخَلَوْتُ - ثُمَّ قَالَ لَا حَتّٰى اَسْاَلَ

www.pathagar.com

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : مَقَامُ اَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ اَحَدِكُمْ فِيْ اَهْلِهِ سِتِّيْنَ سَنَةً - اَمَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ؟ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জনৈক সাহাবী একটি উপত্যকা অতিক্রমকালে মিষ্টি পানির এক ঝর্ণা দেখে মনে মনে ভাবলেন, আমি যদি লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে অবস্থান করে ইবাদাত বন্দেগী করি তবে কতই না ভালো হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেনঃ এরূপ করোনা। কারণ আল্লাহ্র রাস্তায় অবস্থান করা, (অর্থাৎ জিহাদে শরীক হওয়া) বাড়ীতে ষাট বৎসরের নামাযের চেয়েও উত্তম। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান? তবে তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো। যে ব্যক্তি একটি উটনী দোহনের সময়ের ন্যায় স্বল্প সময়ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ)

নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। রাস্তায় এমন এক উপত্যকা দিয়ে পথ চলছিলেন যেখানে মিষ্টি পানির ঝর্ণা ছিলো এবং গোটা এলাকা ছিলো সবুজ শ্যামল। দেখে এক সাহাবী মনে করলেন দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে এমন নির্জন জায়গায় ইবাদাত বন্দেগী করতে পারলে বেশ ভালো হতো। খৃষ্টান দরবেশগণ ঘরসংসার ও লোকালয় ত্যাগ করে এরূপ নির্জনে ইবাদাত করাটাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সহজ পথ মনে করেছিলো। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ইচ্ছের কথা জানতে পেরে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের সহজ ও সর্বোত্তম পথের কথা বলে দিলেন। আরো বললেন ঃ জিহাদের কোলাহলের মধ্যে এক ঘন্টা অবস্থান করা, লোকালয়ে থেকে ষাট বৎসর ইবাদাত বন্দেগী করার চেয়েও উত্তম। এ হাদীসে তিনি শুধু জিহাদের ফযীলত-ই বর্ণনা করেনি, বরং এমন একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, যা অনুসরণ না করলে আল্লাহ্র মার্জনা ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই দরবেশীর পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে আর আমার উম্মতের দরবেশী হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

www.pathagar.com

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : مَقَامُ اَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ اَحَدِكُمْ فِيْ اَهْلِهِ سِتِّيْنَ سَنَةً - اَمَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ؟ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জনৈক সাহাবী একটি উপত্যকা অতিক্রমকালে মিষ্টি পানির এক ঝর্ণা দেখে মনে মনে ভাবলেন, আমি যদি লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে অবস্থান করে ইবাদাত বন্দেগী করি তবে কতই না ভালো হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেনঃ এরূপ করোনা। কারণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় অবস্থান করা, (অর্থাৎ জিহাদে শরীক হওয়া) বাড়ীতে ষাট বৎসরের নামাযের চেয়েও উত্তম। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান? তবে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো। যে ব্যক্তি একটি উটনী দোহনের সময়ের ন্যায় স্বল্প সময়ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ)

নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। রাস্তায় এমন এক উপত্যকা দিয়ে পথ চলছিলেন যেখানে মিষ্টি পানির ঝর্ণা ছিলো এবং গোটা এলাকা ছিলো সবুজ শ্যামল। দেখে এক সাহাবী মনে করলেন দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে এমন নির্জন জায়গায় ইবাদাত বন্দেগী করতে পারলে বেশ ভালো হতো। খৃষ্টান দরবেশগণ ঘরসংসার ও লোকালয় ত্যাগ করে এরূপ নির্জনে ইবাদাত করাটাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সহজ পথ মনে করেছিলো। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ইচ্ছের কথা জানতে পেরে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের সহজ ও সর্বোত্তম পথের কথা বলে দিলেন। আরো বললেন ঃ জিহাদের কোলাহলের মধ্যে এক ঘন্টা অবস্থান করা, লোকালয়ে থেকে ষাট বৎসর ইবাদাত বন্দেগী করার চেয়েও উত্তম। এ হাদীসে তিনি শুধু জিহাদের ফযীলত-ই বর্ণনা করেনি, বরং এমন একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, যা অনুসরণ না করলে আল্লাহ্‌র মার্জনা ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই দরবেশীর পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে আর আমার উম্মতের দরবেশী হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

- আল্লাহ্‌র দীনের প্রতিষ্ঠা
- খ্যাতি ও নাম-যশ থেকে মুক্ত থাকা
- জিহাদের প্রথম শর্ত ঃ ইসলাম গ্রহণ
- মুনাফিকের জিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়
- পার্থিব স্বার্থ পরিত্যাগ
- পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিহাদে অংশগ্রহণ
- নিজ খরচে অপরকে জিহাদে পাঠানো
- জিহাদ উত্তর সৎকাজ অব্যাহত রাখা

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

- আল্লাহ্‌র দীনের প্রতিষ্ঠা
- খ্যাতি ও নাম-যশ থেকে মুক্ত থাকা
- জিহাদের প্রথম শর্ত ঃ ইসলাম গ্রহণ
- মুনাফিকের জিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়
- পার্থিব স্বার্থ পরিত্যাগ
- পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিহাদে অংশগ্রহণ
- নিজ খরচে অপরকে জিহাদে পাঠানো
- জিহাদ উত্তর সৎকাজ অব্যাহত রাখা

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

আল্লাহ্‌র দীনের প্রতিষ্ঠা

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো, যেরূপ জিহাদ করা উচিত। (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮)

জিহাদ খালেছ এবং পরিপূর্ণভাবে করতে হবে। আল্লাহ্‌ যে শক্তি সামর্থ দিয়েছেন তা পুরোপুরি নিয়োগ করতে হবে। চাই তা শারীরিক শক্তি হোক কিংবা আর্থিক। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা এবং কুফুরী মতবাদকে অসাড় করে আল্লাহ্‌র দীনকে পূর্ণমাত্রায় বিজয়ী করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করা।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ط) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ (ط) اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا -

যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফুরীর পথ অবলম্বন করেছে, তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। জেনে রেখো শয়তানের ষড়যন্ত্র মূলতঃ অত্যন্ত দূর্বল। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৬)

ঈমানদারদের সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা ও যুদ্ধসংগ্রাম আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার জন্য পরিচালিত হয়। তাদের জিহাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে উৎসর্গিত। সেখানে দুনিয়ার কোন স্বার্থ, নাম-যশ, খ্যাতি ইত্যাদি কোন কিছুরই ঠাঁই নেই। তাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে– বাইরের শত্রুর শিরোচ্ছেদের পূর্বে ভেতরের শত্রুর শিরোচ্ছেদ করা। ইসলামী শরীয়ার পূর্ণ পাবন্দী, জিহাদের বিধিনিষেধগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, জিহাদী সাথীদের খেদমত ইত্যাদি

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

আল্লাহ্‌র দীনের প্রতিষ্ঠা

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো, যেরূপ জিহাদ করা উচিত। (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮)

জিহাদ খালেছ এবং পরিপূর্ণভাবে করতে হবে। আল্লাহ্ যে শক্তি সামর্থ দিয়েছেন তা পুরোপুরি নিয়োগ করতে হবে। চাই তা শারীরিক শক্তি হোক কিংবা আর্থিক। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা এবং কুফুরী মতবাদকে অসাড় করে আল্লাহ্‌র দীনকে পূর্ণমাত্রায় বিজয়ী করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করা।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ط) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ (ط) اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا -

যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফুরীর পথ অবলম্বন করেছে, তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। জেনে রেখো শয়তানের ষড়যন্ত্র মূলতঃ অত্যন্ত দূর্বল। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৬)

ঈমানদারদের সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা ও যুদ্ধসংগ্রাম আল্লাহ্‌র দীনকে বিজয়ী করার জন্য পরিচালিত হয়। তাদের জিহাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে উৎসর্গিত। সেখানে দুনিয়ার কোন স্বার্থ, নাম-যশ, খ্যাতি ইত্যাদি কোন কিছুরই ঠাঁই নেই। তাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে- বাইরের শত্রুর শিরোচ্ছেদের পূর্বে ভেতরের শত্রুর শিরোচ্ছেদ করা। ইসলামী শরীয়ার পূর্ণ পাবন্দী, জিহাদের বিধিনিষেধগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, জিহাদী সাথীদের খেদমত ইত্যাদি

কাজগুলো অক্লান্ত ও আন্তরিকভাবেই তারা সম্পূর্ণ করে। পক্ষান্তরে যারা তাগুতের পথে জিহাদ করে তাদের প্রতিটি কাজকর্মে ও অন্তর্নিহিত ভাবধারায় তাগুতী শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغٰى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُّهُ وَاَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ -

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ জিহাদকারীর জিহাদ দু'ধরনের হয়। এক প্রকারের জিহাদ ঐ ব্যক্তির, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করে, সেনাপতির অনুগত থাকে, উত্তম সম্পদ ব্যয় করে, সঙ্গীদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, ঝগড়া ফাসাদ পরিহার করে, তবে ঐ ব্যক্তির নিন্দ্রা জাগরণ (সারাক্ষণ) সবই সওয়াবে পরিগণিত হবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি দাম্ভিকতার সাথে সুনাম সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে, সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করে এবং বিশৃংখলা ঘটায় তার জন্য সামান্যতম পূণ্যও নেই।

(মালিক, আবু দাউদ, নাসাঈ)

মুসলিম মুজাহিদকে সত্যিকার জিহাদ করতে হলে সর্বপ্রথম কামনা, নাম-যশ, গনিমতের লোভ লালসা, ব্যক্তিগত কিংবা গোত্রীয় আক্রশ ইত্যাদি সবকিছু অন্তর থেকে ঝাটিয়ে বিদায় করে দিতে হবে। অন্তরে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কামনা ছাড়া আর কিছুই থাকবেনা। নেতার আনুগত্য ও ইসলামের বিধি-নিষেধ অনুসরণে অমনোযোগী হবেনা। নিজের প্রিয়তম বস্তু আল্লাহ্‌র পথে আন্তরিকতার সাথে খরচ করবে। কথা, কাজে ও সমস্ত তৎপরতা পরিচালিত হবে একজন খাঁটি মুজাহিদের মতো। কাউকে বিনা কারণে মুখ অথবা হাত দিয়ে কষ্ট দেবেনা, সাথীদের জন্য সে থাকবে পূর্ণ সহানুভূতিশীল। নিজের অধিকার সে আরেক ভাইয়ের সুবিধার জন্য হাসিমুখে পরিত্যাগ করবে।

www.pathagar.com

কাজগুলো অক্লান্ত ও আন্তরিকভাবেই তারা সম্পূর্ণ করে। পক্ষান্তরে যারা তাগুতের পথে জিহাদ করে তাদের প্রতিটি কাজকর্মে ও অন্তর্নিহিত ভাবধারায় তাগুতী শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُّهُ وَاَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ -

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ জিহাদকারীর জিহাদ দু'ধরনের হয়। এক প্রকারের জিহাদ ঐ ব্যক্তির, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করে, সেনাপতির অনুগত থাকে, উত্তম সম্পদ ব্যয় করে, সঙ্গীদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, ঝগড়া ফাসাদ পরিহার করে, তবে ঐ ব্যক্তির নিদ্রা জাগরণ (সারাক্ষণ) সবই সওয়াবে পরিগণিত হবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি দাম্ভিকতার সাথে সুনাম সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে, সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করে এবং বিশৃংখলা ঘটায় তার জন্য সামান্যতম পূণ্যও নেই।

(মালিক, আবু দাউদ, নাসাঈ)

মুসলিম মুজাহিদকে সত্যিকার জিহাদ করতে হলে সর্বপ্রথম কামনা, নাম-যশ, গনিমতের লোভ লালসা, ব্যক্তিগত কিংবা গোত্রীয় আক্রশ ইত্যাদি সবকিছু অন্তর থেকে ঝাটিয়ে বিদায় করে দিতে হবে। অন্তরে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কামনা ছাড়া আর কিছুই থাকবেনা। নেতার আনুগত্য ও ইসলামের বিধি-নিষেধ অনুসরণে অমনোযোগী হবেনা। নিজের প্রিয়তম বস্তু আল্লাহ্‌র পথে আন্তরিকতার সাথে খরচ করবে। কথা, কাজে ও সমস্ত তৎপরতা পরিচালিত হবে একজন খাঁটি মুজাহিদের মতো। কাউকে বিনা কারণে মুখ অথবা হাত দিয়ে কষ্ট দেবেনা, সাথীদের জন্য সে থাকবে পূর্ণ সহানুভূতিশীল। নিজের অধিকার সে আরেক ভাইয়ের সুবিধার জন্য হাসিমুখে পরিত্যাগ করবে।

www.pathagar.com

বিজয়ী হলে সীমালংঘন করবেনা বা বিপর্যয় সৃষ্টি করে পরিবেশকে বিষিয়ে তুলবেনা। তারা বিজয়ীদের ঐ দলে শরীক হবেনা যার কথা আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً -

বাদশাহ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং জনপদের সম্মানিত লোকদেরকে অপদস্থ করে ছাড়ে। (সূরা আন নম্ল ঃ ৩৪)

বরং তাদেরকে ঐ দলে শরীক হওয়া উচিত যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ্পাক করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ -

এরাতো ঐ সমস্ত লোক, যদি আমি কোথাও তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দেই, তবে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করে। (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً - وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً - اَىُّ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ একবার নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো কেউ বীরত্বের জন্য লড়াই করে কেউ, জাতীয়তার টানে লড়াই করে, আবার কেউ লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে, এদের কার লড়াই আল্লাহ্র পথে? তিনি বললেন ঃ যে শুধুমাত্র আল্লাহ্র কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য লড়াই করে, কেবল তার লড়াই-ই আল্লাহ্র পথে বলে গণ্য হবে।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ, দারাকুতনী)

www.pathagar.com

বিজয়ী হলে সীমালংঘন করবেনা বা বিপর্যয় সৃষ্টি করে পরিবেশকে বিষিয়ে তুলবেনা। তারা বিজয়ীদের ঐ দলে শরীক হবেনা যার কথা আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً -

বাদশাহ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং জনপদের সম্মানিত লোকদেরকে অপদস্থ করে ছাড়ে। (সূরা আন নম্‌ল ঃ ৩৪)

বরং তাদেরকে ঐ দলে শরীক হওয়া উচিত যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ -

এরাতো ঐ সমস্ত লোক, যদি আমি কোথাও তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দেই, তবে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের প্রতিরোধ করে। (সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً - وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً - اَىُّ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ একবার নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো কেউ বীরত্বের জন্য লড়াই করে কেউ, জাতীয়তার টানে লড়াই করে, আবার কেউ লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে, এদের কার লড়াই আল্লাহ্‌র পথে? তিনি বললেন ঃ যে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য লড়াই করে, কেবল তার লড়াই-ই আল্লাহ্‌র পথে বলে গণ্য হবে।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ, দারাকুতনী)

www.pathagar.com

এ হাদীসটি উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ। রাসূল (সা) ইসলামী জিহাদ ও বাতিল লড়াইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়েছেন। ইসলামী জিহাদের সারকথা হচ্ছে–তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। কেবলমাত্র দেশ জয় করাই তার লক্ষ্য হবে না। যাদের লড়াই শুধু বীরত্ব কিংবা জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা, তাদের লড়াই কেবল পৃথিবীতে বিপর্যয়ের বার্তা নিয়েই আসে। যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ, কিংবা আগ্রাসনের জন্য যুদ্ধ ইসলাম সমর্থন করেনা, বরং ইসলাম চায় যুদ্ধের বিনিময়ে শান্তি এবং যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ্র কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরতে এবং অযথা রক্তপাতকে এড়িয়ে চলতে।

খ্যাতি ও নাম-যশ থেকে মুক্ত থাকা

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاشَيْئَ لَهُ - فَاَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاشَيْئَ لَهُ - ثُمَّ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا - وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ -

হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একবার নবী করীম (সা) এর খেদমতে একলোক এসে বললো ঃ যদি কোন ব্যক্তি মাল সম্পদ ও নাম-যশ অর্জনের জন্য লড়াই করে তবে সেকি কোন বিনিময় পাবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে কোন বিনিময় পাবে না। লোকটি তিনবার তার প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করলো। (তিনবারই) রাসূল (সা) বললেন, তার জন্য কোন বিনিময় নেই। তারপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্তো কেবলমাত্র ঐ আমলই গ্রহণ করেন যা একনিষ্ঠভাবে তার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। (মুসনাদে আহমদ,নাসাঈ)

জাহেলী যুগে মানুষ দুটো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতো। এক ঃ পার্থিব কল্যাণ, চাই তা ধনসম্পদ হোক, কিংবা কোন এলাকা বা দেশ দখল করা কিংবা মানুষকে

www.pathagar.com

এ হাদীসটি উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ। রাসূল (সা) ইসলামী জিহাদ ও বাতিল লড়াইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়েছেন। ইসলামী জিহাদের সারকথা হচ্ছে–তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। কেবলমাত্র দেশ জয় করাই তার লক্ষ্য হবে না। যাদের লড়াই শুধু বীরত্ব কিংবা জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা, তাদের লড়াই কেবল পৃথিবীতে বিপর্যয়ের বার্তা নিয়েই আসে। যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ, কিংবা আগ্রাসনের জন্য যুদ্ধ ইসলাম সমর্থন করেনা, বরং ইসলাম চায় যুদ্ধের বিনিময়ে শান্তি এবং যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরতে এবং অযথা রক্তপাতকে এড়িয়ে চলতে।

খ্যাতি ও নাম-যশ থেকে মুক্ত থাকা

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاشَيْئَ لَهُ - فَاعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاشَيْئَ لَهُ- ثُمَّ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا - وَابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ -

হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন ঃ একবার নবী করীম (সা) এর খেদমতে একলোক এসে বললো ঃ যদি কোন ব্যক্তি মাল সম্পদ ও নাম-যশ অর্জনের জন্য লড়াই করে তবে সেকি কোন বিনিময় পাবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে কোন বিনিময় পাবে না। লোকটি তিনবার তার প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করলো। (তিনবারই) রাসূল (সা) বললেন, তার জন্য কোন বিনিময় নেই। তারপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌তো কেবলমাত্র ঐ আমলই গ্রহণ করেন যা একনিষ্ঠভাবে তার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। (মুসনাদে আহমদ,নাসাঈ)

জাহেলী যুগে মানুষ দুটো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতো। এক ঃ পার্থিব কল্যাণ, চাই তা ধনসম্পদ হোক, কিংবা কোন এলাকা বা দেশ দখল করা কিংবা মানুষকে

www.pathagar.com

দাস দাসী বানিয়ে তার থেকে কল্যাণ লাভ করা বা জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিষ্ঠা করা। দুই ঃ নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের জন্য। মানুষ তাকে বীর, শাহান শাহ্‌, বিশ্ববিজয়ী ইত্যাদি বলবে, তার এ নাম-যশ ইতিহাস হয়ে থাকবে এজন্য।

তাই নবী করীম (সা) ঘোষণা করলেন ঃ যারা দুনিয়ার নাম-যশের জন্য কিংবা ধন সম্পদের জন্য জিহাদ করবে তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কোন বিনময় নেই। প্রশ্নকারী এমন নিঃস্বার্থ লড়াইয়ের কথা শোনে আশ্চর্য হয়ে গেছে এবং বার বার প্রশ্ন করেছে। আর রাসূল (সা) বার বার একই উত্তর দিয়েছেন। সবশেষে তিনি নিশ্চিত করার জন্য বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খালেছভাবে কোন আমল না করলে তিনি তা কবুল করেন না এবং তার কোন বিনিময়ও দেবেন না। এ কথাটিকে সংক্ষেপে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ' বলা হয়েছে। উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ করে যে জিহাদ করা হবে তা 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলে অভিহিত হবে অন্যথায় তা হবে 'জিহাদ ফী সাবীলিত তাগুত।'

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنْ قَاتَلْتَ اَنْ يُّقَالَ جَرِىْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى يُلْقٰى فِى النَّارِ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তির ফায়সালা করা হবে, যে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে। যখন তাকে আল্লাহ্‌র নিকট হাজির করা হবে, তখন আল্লাহ্‌ তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমি তোমাকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছিলাম তুমি কিভাবে তার হক আদায় করেছো? সে বলবে ঃ আপনার জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যে কথা বলছো। তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছো যে, লোকে তোমাকে সাহসী বীর বলবে; আর তোমার এ আশা তো পূরণ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে শাস্তির নির্দেশ দেবেন। তখন তাকে চুলের মুঠি ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (এরপর হাদীসের বাকী অংশ) (আহমদ, মুসলিম)।

www.pathagar.com

দাস দাসী বানিয়ে তার থেকে কল্যাণ লাভ করা বা জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিষ্ঠা করা। দুই ঃ নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের জন্য। মানুষ তাকে বীর, শাহান শাহ্, বিশ্ববিজয়ী ইত্যাদি বলবে, তার এ নাম-যশ ইতিহাস হয়ে থাকবে এজন্য।

তাই নবী করীম (সা) ঘোষণা করলেন ঃ যারা দুনিয়ার নাম-যশের জন্য কিংবা ধন সম্পদের জন্য জিহাদ করবে তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কোন বিনময় নেই। প্রশ্নকারী এমন নিঃস্বার্থ লড়াইয়ের কথা শোনে আশ্চর্য হয়ে গেছে এবং বার বার প্রশ্ন করেছে। আর রাসূল (সা) বার বার একই উত্তর দিয়েছেন। সবশেষে তিনি নিশ্চিত করার জন্য বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খালেছভাবে কোন আমল না করলে তিনি তা কবুল করেন না এবং তার কোন বিনিময়ও দেবেন না। এ কথাটিকে সংক্ষেপে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ' বলা হয়েছে। উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ করে যে জিহাদ করা হবে তা 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলে অভিহিত হবে অন্যথায় তা হবে 'জিহাদ ফী সাবীলিত তাগুত।'

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنْ قَاتَلْتَ اَنْ يُّقَالَ جَرِىْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى يُلْقٰى فِى النَّارِ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তির ফায়সালা করা হবে, যে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে। যখন তাকে আল্লাহ্‌র নিকট হাজির করা হবে, তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমি তোমাকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছিলাম তুমি কিভাবে তার হক আদায় করেছো? সে বলবে ঃ আপনার জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যে কথা বলছো। তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছো যে, লোকে তোমাকে সাহসী বীর বলবে ; আর তোমার এ আশা তো পূরণ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে শাস্তির নির্দেশ দেবেন। তখন তাকে চুলের মুঠি ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (এরপর হাদীসের বাকী অংশ) (আহমদ, মুসলিম)।

www.pathagar.com

এ হাদীসে প্রমাণ হয় যে, অনেক বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ পূণ্যের কাজও নিয়তের কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একলোক জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিলেন যার চেয়ে প্রিয় কোন বস্তু আজও পৃথিবীতে নেই। কিন্তু এতো বড়ো কুরবানীর পরও তা ব্যর্থ হয়ে গেলো। কারণ সে এজন্যই জীবন দিয়েছে যে, লোকে তাকে বীর ও অসীম সাহসী বলবে। মূলতঃ বলেছেও তাই। আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর সে বুঝলো তার ত্যাগ ও কুরবানী ব্যর্থ হয়ে গেছে। সে আরো বুঝলো, তার চাওয়া আসল মালিকের কাছে না হয়ে অন্যের কাছে হয়েছে। অর্থাৎ সে জীবন যিনি সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যই তা উৎসর্গ করা উচিত ছিলো, কিন্তু সামান্য এক বৈষয়িক স্বার্থে তা বিসর্জন দেয়া হয়েছে বিধায় সে শাস্তি পাবার যোগ্য হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْجِهَادِ - فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو اِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا - وَاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا - يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو عَلٰى اَىِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে জিহাদ সম্পর্কে বলুন। রাসূল (সা) বললেনঃ হে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর! তুমি যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্যের সাথে লড়াই করো, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে ধৈর্যশীল ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত অবস্থায় উঠাবেন। পক্ষান্তরে তুমি যদি সুনাম ও অর্থের লোভে লড়াই করো আল্লাহ্ তোমাকে রিয়াকারী ও অর্থলোভীর প্রতীকে উঠাবেন। হে আবদুল্লাহ্ জেনে রেখো, তুমি যে অভিপ্রায়ে ও যেভাবে যুদ্ধ করবে অথবা যুদ্ধে নিহত হবে, সেভাবে আল্লাহ তোমাকে উঠাবেন। (আবু দাউদ)

সবগুলো হাদীসে পাঁচটি বস্তুর কথা বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথাঃ- গণীমতের লোভ, বীরত্ব প্রকাশ, রিয়াকারী, জাতীয়বাদী শক্তিকে কায়েম করা এবং জিঘাংসা চরিতার্থ করা। এগুলো কিংবা এর কোন একটিও যদি থাকে তবে

www.pathagar.com

এ হাদীসে প্রমাণ হয় যে, অনেক বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ পূণ্যের কাজও নিয়তের কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একলোক জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিলেন যার চেয়ে প্রিয় কোন বস্তু আজও পৃথিবীতে নেই। কিন্তু এতো বড়ো কুরবানীর পরও তা ব্যর্থ হয়ে গেলো। কারণ সে এজন্যই জীবন দিয়েছে যে, লোকে তাকে বীর ও অসীম সাহসী বলবে। মূলতঃ বলেছেও তাই। আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর সে বুঝলো তার ত্যাগ ও কুরবানী ব্যর্থ হয়ে গেছে। সে আরো বুঝলো, তার চাওয়া আসল মালিকের কাছে না হয়ে অন্যের কাছে হয়েছে। অর্থাৎ সে জীবন যিনি সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যই তা উৎসর্গ করা উচিত ছিলো, কিন্তু সামান্য এক বৈষয়িক স্বার্থে তা বিসর্জন দেয়া হয়েছে বিধায় সে শাস্তি পাবার যোগ্য হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّهٗ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْجِهَادِ - فَقَالَ : يَاعَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو اِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا - وَاِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا - يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو عَلٰى اَىِّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে জিহাদ সম্পর্কে বলুন। রাসূল (সা) বললেনঃ হে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর! তুমি যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য্যের সাথে লড়াই করো, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে ধৈর্য্যশীল ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত অবস্থায় উঠাবেন। পক্ষান্তরে তুমি যদি সুনাম ও অর্থের লোভে লড়াই করো আল্লাহ্ তোমাকে রিয়াকারী ও অর্থলোভীর প্রতীকে উঠাবেন। হে আবদুল্লাহ্ জেনে রেখো, তুমি যে অভিপ্রায়ে ও যেভাবে যুদ্ধ করবে অথবা যুদ্ধে নিহত হবে, সেভাবে আল্লাহ তোমাকে উঠাবেন। (আবু দাউদ)

সবগুলো হাদীসে পাঁচটি বস্তুর কথা বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথাঃ- গণীমতের লোভ, বীরত্ব প্রকাশ, রিয়াকারী, জাতীয়বাদী শক্তিকে কায়েম করা এবং জিঘাংসা চরিতার্থ করা। এগুলো কিংবা এর কোন একটিও যদি থাকে তবে

www.pathagar.com

তা ইসলামের লড়াই নয়। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দীনের বিজয়ের জন্য যে লড়াই, তাকেই ইসলামের লড়াই বা জিহাদ বলা হয়।

ইমাম তাবারী বলেছেন ঃ মুজাহিদের মূল লক্ষ্য থাকবে আল্লাহ্‌র কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরা। কিন্তু সাথে যদি বীরত্ব প্রদর্শন কিংবা জাতি প্রীতি কিংবা কাফিরদের প্রতি জিঘাংসা ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে যায় তবে তা দূষনীয় নয়। কেননা আল্লাহতো নিজেই মুজাহিদদেরকে গণীমতের লোভ দেখিয়েছেন। স্বয়ং নবী করীম (সা) বীরত্বের প্রশংসা করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করাকে পছন্দ করেছেন, দেশ ও জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হেফাজতের জন্য তাকিদ দিয়েছেন, কাফিরদের সাথে জিঘাংসামূলক আচরণকে ঈমানের জন্য ক্ষতিকর মনে করেননি। তাই এ সমস্ত আচরণ যদি কেউ করে ফেলে তবে তা দোষের কিছু নয়। তখনই তা দোষের হবে যখন উদ্দেশ্যকেই পরিবর্তন করা হবে।

জিহাদের প্রথম শর্ত ঃ ইসলাম গ্রহণ

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ - فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ ؟ فَقَالَ : أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ - فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمِلَ قَلِيْلاً وَأُجِرَ كَثِيْرًا -

হযরত বারাআ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ লৌহবর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যুদ্ধ করবো, না ইসলাম গ্রহণ করবো? নবী করীম (সা) বললেন ঃ প্রথম ইসলাম গ্রহণ করো তারপর যুদ্ধ করো। তখন ঐ ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লো এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলো। দেখে নবী করীম (সা) বললেন ঃ এ ব্যক্তি সামান্য আমল করেছে কিন্তু বিনিময় বড়ো বেশী পেয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

জিহাদকে ইসলামীকরণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রথম শর্ত হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম গ্রহণ না করে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে পার্থিব কোন লাভ তার হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট সে কিছুই পাবেনা। এজন্য নবী করীম (সা) নবাগতকে যুদ্ধে নেবার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন। যখন সে

www.pathagar.com

তা ইসলামের লড়াই নয়। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দীনের বিজয়ের জন্য যে লড়াই, তাকেই ইসলামের লড়াই বা জিহাদ বলা হয়।

ইমাম তাবারী বলেছেন ঃ মুজাহিদের মূল লক্ষ্য থাকবে আল্লাহ্‌র কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরা। কিন্তু সাথে যদি বীরত্ব প্রদর্শন কিংবা জাতি প্রীতি কিংবা কাফিরদের প্রতি জিঘাংসা ইত্যাদি সংযুক্ত হয়ে যায় তবে তা দূষনীয় নয়। কেননা আল্লাহতো নিজেই মুজাহিদদেরকে গণীমতের লোভ দেখিয়েছেন। স্বয়ং নবী করীম (সা) বীরত্বের প্রশংসা করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করাকে পছন্দ করেছেন, দেশ ও জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হেফাজতের জন্য তাকিদ দিয়েছেন, কাফিরদের সাথে জিঘাংসামূলক আচরণকে ঈমানের জন্য ক্ষতিকর মনে করেননি। তাই এ সমস্ত আচরণ যদি কেউ করে ফেলে তবে তা দোষের কিছু নয়। তখনই তা দোষের হবে যখন উদ্দেশ্যকেই পরিবর্তন করা হবে।

জিহাদের প্রথম শর্ত ঃ ইসলাম গ্রহণ

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ - فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ ؟ فَقَالَ : أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ - فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمِلَ قَلِيْلاً وَأُجِرَ كَثِيْرًا -

হযরত বারাআ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ লৌহবর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যুদ্ধ করবো, না ইসলাম গ্রহণ করবো? নবী করীম (সা) বললেন ঃ প্রথম ইসলাম গ্রহণ করো তারপর যুদ্ধ করো। তখন ঐ ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লো এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলো। দেখে নবী করীম (সা) বললেন ঃ এ ব্যক্তি সামান্য আমল করেছে কিন্তু বিনিময় বড়ো বেশী পেয়েছে।

(বুখারী, মুসলিম)

জিহাদকে ইসলামীকরণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রথম শর্ত হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম গ্রহণ না করে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে পার্থিব কোন লাভ তার হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট সে কিছুই পাবেনা। এজন্য নবী করীম (সা) নবাগতকে যুদ্ধে নেবার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন। যখন সে

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণের পর বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হলো তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ 'সামান্য সময়ের অল্প আমলের বিনিময়ে সে অনেক বড়ো পুরস্কার পেয়ে গেলো।' অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর আর কোন আমল করারই কোন অবকাশ সে পায়নি, কেননা তার একদিকে ইসলাম গ্রহণ অন্যদিকে শাহাদাত। তবে সে শাহাদাত ছিলো খাঁটি মুসলিম হিসেবে এবং আল্লাহ্র পথে এজন্যই এতো বড়ো মর্যাদা পেয়েছে, যে মর্যাদা আল্লাহ্ প্রত্যেক শহীদের জন্য রেখেছেন।

মুনাফিকের জিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়

عَنْ عُتْبَةَ ابْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلسَّيْفُ لَا يَمْحُوا النِّفَاقِ -

হযরত উতবা বিন আবদে সুলামী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তরবারী কখনো মুনাফিকীকে মুছে ফেলতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ)

অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় শহীদদের সমস্ত গুনাহ্ মা'ফ করে দেয়া হয়, ছগিরা কিংবা কবীরা যাই হোক না কেন। হাদীসে আছে السيف محاء الخطايا। 'তলোয়ার গুনাহসমূহ মুছে দেয়। শুধু মাত্র একটি রোগের কোন প্রতিকার নেই, তা হচ্ছে মুনাফেকী।' শহীদের খুন মাটিতে পড়ার পূর্বেই মা'ফ করা হয়। কিন্তু মুনাফেকী এমন একটি রোগ যা রক্ত কেন মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে থাকলেও গুনাহ্ মা'ফ হয় না। এর একমাত্র ঔষধ খাঁটি তওবা। মুজাহিদদেরকে এ রোগ (যদি থাকে) তওবার মাধ্যমে ধুয়ে নিতে হবে, তবেই জিহাদ কবুল হবে এবং অগণিত পুরস্কার ও নেয়ামত লাভ করা সম্ভব হবে।

পার্থিব স্বার্থ পরিত্যাগ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ لَا يَنْوِىَ فِىْ غَزَاتِهِ اِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَانَوٰى -

ইসলাম গ্রহণের পর বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হলো তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ 'সামান্য সময়ের অল্প আমলের বিনিময়ে সে অনেক বড়ো পুরস্কার পেয়ে গেলো।' অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর আর কোন আমল করারই কোন অবকাশ সে পায়নি, কেননা তার একদিকে ইসলাম গ্রহণ অন্যদিকে শাহাদাত। তবে সে শাহাদাত ছিলো খাঁটি মুসলিম হিসেবে এবং আল্লাহ্র পথে এজন্যই এতো বড়ো মর্যাদা পেয়েছে, যে মর্যাদা আল্লাহ্ প্রত্যেক শহীদের জন্য রেখেছেন।

মুনাফিকের জিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়

عَنْ عُتْبَةَ ابْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلسَّيْفُ لَا يَمْحُوا النِّفَاقَ -

হযরত উতবা বিন আবদে সুলামী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তরবারী কখনো মুনাফিকীকে মুছে ফেলতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ)

অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় শহীদদের সমস্ত গুনাহ্ মা'ফ করে দেয়া হয়, ছগিরা কিংবা কবীরা যাই হোক না কেন। হাদীসে আছে السيف محاء الخطايا। 'তলোয়ার গুনাহসমূহ মুছে দেয়। শুধু মাত্র একটি রোগের কোন প্রতিকার নেই, তা হচ্ছে মুনাফেকী।' শহীদের খুন মাটিতে পড়ার পূর্বেই মা'ফ করা হয়। কিন্তু মুনাফেকী এমন একটি রোগ যা রক্ত কেন মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে থাকলেও গুনাহ্ মা'ফ হয় না। এর একমাত্র ঔষধ খাঁটি তওবা। মুজাহিদদেরকে এ রোগ (যদি থাকে) তওবার মাধ্যমে ধুয়ে নিতে হবে, তবেই জিহাদ কবুল হবে এবং অগণিত পুরস্কার ও নেয়ামত লাভ করা সম্ভব হবে।

পার্থিব স্বার্থ পরিত্যাগ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُوَ لَا يَنْوِىَ فِىْ غَزَاتِهِ اِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوٰى -

www.pathagar.com

হযরত উবাদা বিন সামিত (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উট বাধার সামান্য রশির জন্যও জিহাদ করবে, ব্যস, তার প্রাপ্য শুধু রশি। সওয়াবের কিছুই সে পাবে না। (মুসনাদে আহমদ)

ইসলামের কাজের ভিত্তি হচ্ছে- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ অর্থাৎ আমলের ফয়সালা নিয়তের উপর ভিত্তি করে করা হয়। যদি মুজাহিদের নিয়ত আল্লাহর পথে জিহাদ হয়, তবে তার একটি মুর্হূত পৃথিবী ও পার্থিব সকল কিছু থেকে উত্তম। আর যদি সামান্য তুচ্ছ কোন বস্তু হয়, তা উটের রশি-ই হোক না কেন, তার জন্য কোন সওয়াব নেই।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

খায়বার যুদ্ধের পর সাহাবাগণ ঐ দিনের নিহতদের ব্যাপারে বলতে লাগলেনঃ অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। এভাবে বলতে বলতে জনৈক নিহত ব্যক্তির পাশে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ এ ব্যক্তিও শহীদ হয়েছে। একথা শুনে নবী করীম (সা) বললেন ঃ

كَلَّا اِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا اَوْ عَبَاءَةٍ

কখনোই নয়, আমি তাকে গণিমতের মাল থেকে একটি কম্বল চুরির দায়ে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি। (মুসলিম)

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিহাদ

عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنِيْ فِيْ سَرَايَا - فَبَعَثَنِيْ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ سَرِيَّةٍ وَكَانَ رَجُلٌ يُرَكِّبُ ثِقْلِيْ فَقُلْتُ لَهُ : اِرْحَلْ فَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَثَنِيْ فِيْ سَرِيَّةٍ - فَقَالَ : مَا اَنَا بِخَارِجٍ مَعَكَ - قُلْتُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : حَتّٰى تَجْعَلَ لِيْ ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ - فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ غَزَاتِيْ ذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ غَزَاتِهِ هٰذِهِ وَمِنْ دُنْيَاهُ وَمِنْ اٰخِرَتِهِ اِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ -

হযরত উবাদা বিন সামিত (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উট বাধার সামান্য রশির জন্যও জিহাদ করবে, ব্যস, তার প্রাপ্য শুধু রশি। সওয়াবের কিছুই সে পাবে না। (মুসনাদে আহমদ)

ইসলামের কাজের ভিত্তি হচ্ছে- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ অর্থাৎ আমলের ফয়সালা নিয়তের উপর ভিত্তি করে করা হয়। যদি মুজাহিদের নিয়ত আল্লাহর পথে জিহাদ হয়, তবে তার একটি মুর্হূত পৃথিবী ও পার্থিব সকল কিছু থেকে উত্তম। আর যদি সামান্য তুচ্ছ কোন বস্তু হয়, তা উটের রশি-ই হোক না কেন, তার জন্য কোন সওয়াব নেই।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

খায়বার যুদ্ধের পর সাহাবাগণ ঐ দিনের নিহতদের ব্যাপারে বলতে লাগলেনঃ অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। এভাবে বলতে বলতে জনৈক নিহত ব্যক্তির পাশে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ এ ব্যক্তিও শহীদ হয়েছে। একথা শুনে নবী করীম (সা) বললেন ঃ

كَلَّا اِنِّىْ رَاَيْتُهُ فِى النَّارِ فِىْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا اَوْ عَبَاءَةٍ

কখনোই নয়, আমি তাকে গণিমতের মাল থেকে একটি কম্বল চুরির দায়ে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি। (মুসলিম)

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিহাদ

عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنِىْ فِىْ سَرَايَا - فَبَعَثَنِىْ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ سَرِيَّةٍ وَكَانَ رَجُلٌ يُرَكِّبُ ثِقْلِىْ فَقُلْتُ لَهُ : اِرْحَلْ فَاِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَثَنِىْ فِىْ سَرِيَّةٍ - فَقَالَ : مَا اَنَا بِخَارِجٍ مَعَكَ - قُلْتُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : حَتّٰى تَجْعَلَ لِىْ ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ - فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ غَزَاتِىْ ذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ غَزَاتِهِ هٰذِهِ وَمِنْ دُنْيَاهُ وَمِنْ اٰخِرَتِهِ اِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ -

www.pathagar.com

হযরত আবু ইয়ালা বিন উমাইয়্যা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (সা) আমাকে এক অভিযানে পাঠালেন। এক ব্যক্তি আমাকে মালপত্র উঠানোর ব্যাপারে সহযোগীতা করতে লাগলো। আমি তাকে বললাম ঃ নবী করীম (সা) আমাকে এক অভিযানে পাঠিয়েছেন, তুমি আমার সাথে চলো। সে বললোঃ আমি তোমার সাথে যাবো না। কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললোঃ যদি আমাকে তিন দিনার দাও, তবে যেতে পারি। আমি যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম তখন সমস্ত ঘটনা নবী করীম (সা) এর নিকট বর্ণনা করলাম। শোনে তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি যুদ্ধে মাত্র তিনটি দিনারই পেয়েছে কিন্তু আর কিছুই সে পাবে না। না দুনিয়ায় গনিমতের মাল থেকে কিছু, না আখিরাতে সওয়াবের কোন অংশ।
(আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْاَمْصَارُ وَسَتَكُوْنُوْنَ جُنُوْدًا مُجَنَّدَةً يَقْطَعُ عَلَيْكُمْ بُعُوْثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيْهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهٖ - ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ بَعَثَ كَذَا - اَلَا وَ ذَالِكَ لَاَجِيْرُ اِلٰى اٰخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهٖ -

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন তোমাদের হাতে বহু জনপদ বিজিত হবে এবং বহু সৈন্য সামন্তের সমাবেশ ঘটবে। এসব সমাবেশ হতে তোমাদের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা হবে। জনৈক ব্যক্তি এরূপ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে দল ছেড়ে চলে যাবে। অতঃপর সে বিভিন্ন গোত্রের নিকট অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করার জন্য নিজেকে পেশ করবে। জেনে রেখো অর্থের বিনিময়ে জিহাদকারী তার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দিলেও সে ভাড়াটে মজুর মাত্র (জিহাদের কোন সওয়াব তার ভাগ্যে জুটবে না)। (আহমদ, আবু দাউদ)।

উপরের হাদীস দুটোতে জিহাদের যে মূলনীতি পেশ করা হয়েছে তা অন্যান্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস দুটো বুঝতে হলে নিম্নোক্ত কথা কয়টি স্মরণ রাখা একান্ত কর্তব্য।

www.pathagar.com

হযরত আবু ইয়ালা বিন উমাইয়্যা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (সা) আমাকে এক অভিযানে পাঠালেন। এক ব্যক্তি আমাকে মালপত্র উঠানোর ব্যাপারে সহযোগীতা করতে লাগলো। আমি তাকে বললাম ঃ নবী করীম (সা) আমাকে এক অভিযানে পাঠিয়েছেন, তুমি আমার সাথে চলো। সে বললোঃ আমি তোমার সাথে যাবো না। কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললোঃ যদি আমাকে তিন দিনার দাও, তবে যেতে পারি। আমি যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম তখন সমস্ত ঘটনা নবী করীম (সা) এর নিকট বর্ণনা করলাম। শোনে তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি যুদ্ধে মাত্র তিনটি দিনারই পেয়েছে কিন্তু আর কিছুই সে পাবে না। না দুনিয়ায় গনিমতের মাল থেকে কিছু, না আখিরাতে সওয়াবের কোন অংশ।

(আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْاَمْصَارُ وَسَتَكُوْنُوْنَ جُنُوْدًا مُجَنَّدَةً يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ بُعُوْثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثِ فِيْهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ - ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ بَعَثَ كَذَا - اَلَا وَ ذَالِكَ لَاَجِيْرٌ اِلٰى اٰخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ -

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন তোমাদের হাতে বহু জনপদ বিজিত হবে এবং বহু সৈন্য সামন্তের সমাবেশ ঘটবে। এসব সমাবেশ হতে তোমাদের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা হবে। জনৈক ব্যক্তি এরূপ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে দল ছেড়ে চলে যাবে। অতঃপর সে বিভিন্ন গোত্রের নিকট অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করার জন্য নিজেকে পেশ করবে। জেনে রেখো অর্থের বিনিময়ে জিহাদকারী তার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দিলেও সে ভাড়াটে মজুর মাত্র (জিহাদের কোন সওয়াব তার ভাগ্যে জুটবে না)। (আহমদ, আবু দাউদ)।

উপরের হাদীস দুটোতে জিহাদের যে মূলনীতি পেশ করা হয়েছে তা অন্যান্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস দুটো বুঝতে হলে নিম্নোক্ত কথা কয়টি স্মরণ রাখা একান্ত কর্তব্য।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) এর সময়ে যতোগুলো জিহাদ পরিচালিত হয়েছে এবং যে সমস্ত মুহাজিদ সে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা কেউই বেতনভুক্ত সৈন্য ছিলেন না। তারা ছিলেন দেশের বিভিন্ন এলাকার সাধারণ জনগণ। তারা প্রত্যেকে নিজের অর্থ দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করতেন, নিজের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিতেন, যখন জিহাদের ঘোষণা আসতো তখনই তারা সমবেত হয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতেন।

জিহাদ বাবদ যে গনিমত অর্জিত হতো তা ৪/৫ অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টণ করে দেয়া হতো। তাদের মধ্যে তারাই সে বন্টণকৃত মাল পেতো যারা নিজ প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণ নিতো এবং সুযোগ পেয়ে সৈন্যদলে যোগদান করতো। তাছাড়া যাদেরকে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রদান করা হতো তারাও সমান অংশ পেতেন। এ সম্পর্কে ফিকাহ্গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে যে সমস্ত সম্পদ অর্জিত হয় সেগুলো হচ্ছে গণিমত,ফাই, উশর, খারাজ এবং জিযিয়া ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে একমাত্র গণিমতের সম্পদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে শরয়ী নিয়মে বন্টণ করা হয়।

গণিমত ঐ সম্পদকে বলা হয় যা শত্রুসৈন্যদের থেকে বিজয়ীগণ লাভ করে থাকে। পাশ্চাত্যের পরিভাষায় একে যুদ্ধলুব্ধ সম্পদ (Spoiles of war) বলা হয়। ইসলামী ও পাশ্চাত্য আইনের পার্থক্য হচ্ছে–পাশ্চাত্য আইনে যুদ্ধলুব্ধ সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দিতে হয়, আর ইসলামের আইন অনুযায়ী ৪/৫ অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সৈন্যের মধ্যে বন্টণ করে দেয়া হয়। যদি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সরকারী তত্ত্বাবধানে অস্ত্রাগার, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, সেনাবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ব্যবস্থা করা হয় তবে তা বৈধ। কাজী আবু ইয়ালা 'আহকামে সুলতানিয়া, নামক গ্রন্থে সৈন্যদের বেতন ভাতা, পেনশন, প্রশিক্ষণ, মানোন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে তার গুরুত্ব ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এক কথায় যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনাই সেখানে আছে। সেখানে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহ্বিদ একমত যে, বেতনভুক্ত সৈন্যও মুজাহিদদের অন্তর্ভূক্ত। বরং এটিতো আরো উৎকৃষ্ট যে, তাদের গোটা জেন্দেগী, সময় ও শ্রম–মেহনত সব কিছুই ইসলামের কল্যাণে নিয়োজিত করেছে।

ইসলামী সরকার পরিচালিত কোন জিহাদে যদি সাধারণ জনগণ আর্থিক ভাবে সহযোগীতা করে তবে তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করার সমতুল্য সওয়াবই পাবে।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) এর সময়ে যতোগুলো জিহাদ পরিচালিত হয়েছে এবং যে সমস্ত মুহাজিদ সে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা কেউই বেতনভুক্ত সৈন্য ছিলেন না। তারা ছিলেন দেশের বিভিন্ন এলাকার সাধারণ জনগণ। তারা প্রত্যেকে নিজের অর্থ দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করতেন, নিজের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিতেন, যখন জিহাদের ঘোষণা আসতো তখনই তারা সমবেত হয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতেন।

জিহাদ বাবদ যে গনিমত অর্জিত হতো তা ৪/৫ অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টণ করে দেয়া হতো। তাদের মধ্যে তারাই সে বন্টণকৃত মাল পেতো যারা নিজ প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণ নিতো এবং সুযোগ পেয়ে সৈন্যদলে যোগদান করতো। তাছাড়া যাদেরকে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রদান করা হতো তারাও সমান অংশ পেতেন। এ সম্পর্কে ফিকাহ্‌গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে যে সমস্ত সম্পদ অর্জিত হয় সেগুলো হচ্ছে গণিমত, ফাই, উশর, খারাজ এবং জিযিয়া ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে একমাত্র গণিমতের সম্পদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে শরয়ী নিয়মে বন্টণ করা হয়।

গণিমত ঐ সম্পদকে বলা হয় যা শত্রুসৈন্যদের থেকে বিজয়ীগণ লাভ করে থাকে। পাশ্চাত্যের পরিভাষায় একে যুদ্ধলুব্ধ সম্পদ (Spoiles of war) বলা হয়। ইসলামী ও পাশ্চাত্য আইনের পার্থক্য হচ্ছে–পাশ্চাত্য আইনে যুদ্ধলুব্ধ সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দিতে হয়, আর ইসলামের আইন অনুযায়ী $\frac{৪}{৫}$ অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সৈন্যের মধ্যে বন্টণ করে দেয়া হয়। যদি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সরকারী তত্ত্বাবধানে অস্ত্রাগার, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, সেনাবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ব্যবস্থা করা হয় তবে তা বৈধ। কাজী আবু ইয়ালা 'আহকামে সুলতানিয়া, নামক গ্রন্থে সৈন্যদের বেতন ভাতা, পেনশন, প্রশিক্ষণ, মানোন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তার গুরুত্ব ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এক কথায় যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনাই সেখানে আছে। সেখানে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহ্‌বিদ একমত যে, বেতনভুক্ত সৈন্যও মুজাহিদদের অন্তর্ভূক্ত। বরং এটিতো আরো উৎকৃষ্ট যে, তাদের গোটা জেন্দেগী, সময় ও শ্রম-মেহনত সব কিছুই ইসলামের কল্যাণে নিয়োজিত করেছে।

ইসলামী সরকার পরিচালিত কোন জিহাদে যদি সাধারণ জনগণ আর্থিক ভাবে সহযোগীতা করে তবে তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করার সমতুল্য সওয়াবই পাবে।

www.pathagar.com

কেউ যদি এই নিয়তে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো যে, সে আর্থিক, সম্পদের অথবা সরকারী কোন সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাবে । এমতাবস্থায় যদি সে জীবনও দিয়ে ফেলে তবে তা শাহাদাতের নযরানা হিসেবে কবুল হবেনা। আরেক ব্যক্তি সরকারের সহযোগীতায় ও অর্থানুকুল্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো কিন্তু তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করা বা রাখা এবং বিপর্যয় রোধ করে আল্লাহ্‌র কালিমাকে সুউচ্চে তুলে ধরা, সে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই মুজাহিদ। সে যদি সেখানে মৃত্যুবরণ করে তবে ঐ শহীদদের কাতারে শামিল হবে যার বর্ণনা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল করেছেন।

পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক লোককে জিহাদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে কিন্তু সে প্রথমেই তার পার্থিব স্বার্থের প্রসঙ্গ তুলেছে। ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তার লক্ষ তিনটি দিনার ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর হাদীসে বলা হয়েছে স্বার্থের জন্য নিজের গোত্র ও দল ছেড়ে অন্য গোত্র বা দলের অধীনে যে যুদ্ধ করবে তার জন্যও কোন বিনিময় নেই।

নিজ খরচে অপরকে জিহাদে পাঠানো

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْغَازِىْ اَجْرُهٗ وَلِلْجَاعِلِ اَجْرُ الْغَازِىْ -

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ সৈনিকের জন্য সওয়াব একগুণ এবং তাকে সমরোপকণ সরবরাহকারীর জন্য সওয়াব দ্বিগুণ, দানের সওয়াব ও যুদ্ধের সওয়াব। (আবু দাউদ)

যে ব্যক্তি একজন মুজাহিদকে তার সম্পদ দিয়ে সহযোগীতা করলো, সে তার মালের কুরবানীর বিনিময় এবং তার সহযোগীতায় যে যুদ্ধ করলো তার প্রাপ্ত সওয়াবের অনুরূপ সওয়াবও সে লাভ করবে। কেননা আল্লাহ্‌র দরবারে ধনসম্পদের কোন অভাব নেই, তাই যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো তাকে যে পরিমাণ বিনিময় দেবেন, যে সহযোগীতা করে যুদ্ধে পাঠালো তাকেও অনুরূপ বিনিময় দেবেন। কারো বিনিময় কম করা হবেনা।

জিহাদ উত্তর সৎকাজ অব্যাহত রাখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْتَمِعُ فِى النَّارِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ بَعْدَهٗ -

www.pathagar.com

কেউ যদি এই নিয়তে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো যে, সে আর্থিক, সম্পদের অথবা সরকারী কোন সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাবে । এমতাবস্থায় যদি সে জীবনও দিয়ে ফেলে তবে তা শাহাদাতের নযরানা হিসেবে কবুল হবেনা। আরেক ব্যক্তি সরকারের সহযোগীতায় ও অর্থানুকুল্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো কিন্তু তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করা বা রাখা এবং বিপর্যয় রোধ করে আল্লাহ্র কালিমাকে সুউচ্চে তুলে ধরা, সে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই মুজাহিদ। সে যদি সেখানে মৃত্যুবরণ করে তবে ঐ শহীদদের কাতারে শামিল হবে যার বর্ণনা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল করেছেন।

পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক লোককে জিহাদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে কিন্তু সে প্রথমেই তার পার্থিব স্বার্থের প্রসঙ্গ তুলেছে। ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তার লক্ষ তিনটি দিনার ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর হাদীসে বলা হয়েছে স্বার্থের জন্য নিজের গোত্র ও দল ছেড়ে অন্য গোত্র বা দলের অধীনে যে যুদ্ধ করবে তার জন্যও কোন বিনিময় নেই।

নিজ খরচে অপরকে জিহাদে পাঠানো

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْغَازِىْ اَجْرُهٗ وَلِلْجَاعِلِ اَجْرُ الْغَازِىْ -

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সৈনিকের জন্য সওয়াব একগুণ এবং তাকে সমরোপকণ সরবরাহকারীর জন্য সওয়াব দ্বিগুণ, দানের সওয়াব ও যুদ্ধের সওয়াব। (আবু দাউদ)

যে ব্যক্তি একজন মুজাহিদকে তার সম্পদ দিয়ে সহযোগীতা করলো, সে তার মালের কুরবানীর বিনিময় এবং তার সহযোগীতায় যে যুদ্ধ করলো তার প্রাপ্ত সওয়াবের অনুরূপ সওয়াবও সে লাভ করবে। কেননা আল্লাহ্র দরবারে ধনসম্পদের কোন অভাব নেই, তাই যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো তাকে যে পরিমাণ বিনিময় দেবেন, যে সহযোগীতা করে যুদ্ধে পাঠালো তাকেও অনুরূপ বিনিময় দেবেন। কারো বিনিময় কম করা হবেনা।

জিহাদ উত্তর সৎকাজ অব্যাহত রাখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْتَمِعُ فِى النَّارِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ بَعْدَهٗ -

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ করে কোন কাফিরকে হত্যা করলো এবং বাকী জীবন সৎকাজে নিয়োজিত রইলো সে ব্যক্তি এবং (নিহত) কাফির এ দুজন কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ্র পথে শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করা, জমিন থেকে ফিতনা ফাসাদ নির্মূল করা, নির্যাতনের অক্টোপাশ থেকে মজলুম মানবতাকে মুক্তি দেয়া সর্বোত্তম কাজ। আল্লাহ্পাক এ ধরনের লোকদের জন্য অগণিত রহমাত ও মাগফিরাত রেখেছেন। তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যতো বড়ো ইবাদাতই হোক না কেন এর চেয়ে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন কোন ইবাদাত নেই। তবে শর্ত হচ্ছে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পরও বাকী জীবন আল্লাহ্র দীনের উপর অটল থাকতে হবে। কবিরাহ্ গুনাহ্য় লিপ্ত হওয়া যাবেনা।

জিহাদ মানুষের গুনাহ্সমূহ ধুয়ে মুছে ফেলে। জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি গুনাহ্ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেমনিভাবে মা তার নিষ্পাপ সন্তান প্রসব করে। কাউওসার ও তাসনীমে ধৌত এ পবিত্রতা যদি আল্লাহ্র না ফরমানীর বিনিময়ে পরিবর্তন করে দেয়া হয় তবে তা হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি। নবী করীম (সা) একবার জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বলেছেন ঃ আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড়ো জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। বড়ো জিহাদ বা 'জিহাদে আকবর' বলতে নফসের সাথে জিহাদ করা বুঝানো হয়েছে। যা সর্বদা আল্লাহ্র নাফরমানীর দিকে তাড়িত করে। এ জিহাদ জীবনের এক মহূর্তের জন্যও বন্ধ হতে পারে না।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ করে কোন কাফিরকে হত্যা করলো এবং বাকী জীবন সৎকাজে নিয়োজিত রইলো সে ব্যক্তি এবং (নিহত) কাফির এ দুজন কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহ্র পথে শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করা, জমিন থেকে ফিতনা ফাসাদ নির্মূল করা, নির্যাতনের অক্টোপাশ থেকে মজলুম মানবতাকে মুক্তি দেয়া সর্বোত্তম কাজ। আল্লাহ্পাক এ ধরনের লোকদের জন্য অগণিত রহমাত ও মাগফিরাত রেখেছেন। তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যতো বড়ো ইবাদাতই হোক না কেন এর চেয়ে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন কোন ইবাদাত নেই। তবে শর্ত হচ্ছে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পরও বাকী জীবন আল্লাহ্র দীনের উপর অটল থাকতে হবে। কবিরাহ্ গুনাহ্য় লিপ্ত হওয়া যাবেনা।

জিহাদ মানুষের গুনাহ্সমূহ ধুয়ে মুছে ফেলে। জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি গুনাহ্ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেমনিভাবে মা তার নিষ্পাপ সন্তান প্রসব করে। কাউওসার ও তাসনীমে ধৌত এ পবিত্রতা যদি আল্লাহ্র না ফরমানীর বিনিময়ে পরিবর্তন করে দেয়া হয় তবে তা হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি। নবী করীম (সা) একবার জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় বলেছেন ঃ আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড়ো জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। বড়ো জিহাদ বা 'জিহাদে আকবর' বলতে নফসের সাথে জিহাদ করা বুঝানো হয়েছে। যা সর্বদা আল্লাহ্র নাফরমানীর দিকে তাড়িত করে। এ জিহাদ জীবনের এক মহূর্তের জন্যও বন্ধ হতে পারে না।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

জিহাদের অপরিহার্যতা

- *জিহাদ ফরয*
- *মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ*
- *কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ*
- *সর্বাবস্থায় জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়া*
- *অসৎ নেতার নেতৃত্বে জিহাদের অংশগ্রহণ*
- *জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে*
- *সর্বদা জিহাদের নিয়ত রাখা*
- *পরোক্ষভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ।*

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

জিহাদের অপরিহার্যতা

- *জিহাদ ফরয*
- *মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ*
- *কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ*
- *সর্বাবস্থায় জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়া*
- *অসৎ নেতার নেতৃত্বে জিহাদের অংশগ্রহণ*
- *জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে*
- *সর্বদা জিহাদের নিয়ত রাখা*
- *পরোক্ষভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ।*

www.pathagar.com

জিহাদের অপরিহার্যতা

জিহাদ ফরয

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ (ج) وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا
شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (ج) وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ (ط)
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

তোমাদেরকে যুদ্ধ করার নিদের্শ দেয়া হয়েছে কিন্তু তা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হতে পারে তোমরা কোন জিনিস পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না। বাকারাঃ ১২৬

অর্থাৎ তোমরা জিহাদকে কষ্টকর কাজ মনে করে তা অপছন্দ করো, কারণ তাতে জান ও মালের ঝুকি আছে, কিন্তু এটিই হচ্ছে তোমাদের মুক্তির রাজপথ। পক্ষান্তরে তোমরা দুনিয়ার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে জান ও মাল কোনটাই আল্লাহ্র পথে দিতে চাচ্ছো না। এগুলোকে তোমরা অত্যন্ত ভালোবাসো কিন্তু এগুলো তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। যেখান থেকে ফিরে আসা তোমাদের আর সম্ভব হবেনা।

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ
وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (ج) فَاِنْ
تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ (ط)

অতপর হারাম মাস যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদেরকে হত্যা করো। যেখানেই তাদেরকে পাও, ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রতিটি ঘাটিতে

www.pathagar.com

জিহাদের অপরিহার্যতা

জিহাদ ফরয

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ (ج) وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (ج) وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ (ط) وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

তোমাদেরকে যুদ্ধ করার নিদের্শ দেয়া হয়েছে কিন্তু তা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হতে পারে তোমরা কোন জিনিস পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না। বাকারাঃ ১২৬

অর্থাৎ তোমরা জিহাদকে কষ্টকর কাজ মনে করে তা অপছন্দ করো, কারণ তাতে জান ও মালের ঝুকি আছে, কিন্তু এটিই হচ্ছে তোমাদের মুক্তির রাজপথ। পক্ষান্তরে তোমরা দুনিয়ার আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে জান ও মাল কোনটাই আল্লাহ্র পথে দিতে চাচ্ছো না। এগুলোকে তোমরা অত্যন্ত ভালোবাসো কিন্তু এগুলো তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। যেখান থেকে ফিরে আসা তোমাদের আর সম্ভব হবেনা।

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (ج) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (ط)

অতপর হারাম মাস যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদেরকে হত্যা করো। যেখানেই তাদেরকে পাও, ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রতিটি ঘাটিতে

www.pathagar.com

তাদের খবরাখবর নেয়ার জন্য শক্ত হয়ে বসো। যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে ছেড়ে দাও। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৫)

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ -

মুশরিকদের সাথে তোমরা সকলে মিলে লড়াই করো, যেভাবে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করছে। জেনে রেখো আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথেই থাকেন। (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৬)

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (ط) وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ (ط) وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করো এবং কঠোরতা প্রয়োগ করো। তাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।
(সূরা আত্ তাওবা ঃ ১০)

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ (ط) تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

এসব শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শক্তি ও অশ্ব (অর্থাৎ যানবাহন) সংগ্রহ ও প্রস্তুত করো, যতোদুর তোমাদের সাধ্যে কুলায়। যেন তোমরা আল্লাহর এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখতে পারো। (সূরা আল্ আনফাল ঃ ৬০)

সর্বাবস্থায় জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়া

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ط) ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা বেরিয়ে পড়ো হাল্কা কিংবা ভারী অবস্থায়। আর জিহাদ করো আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৪১)

www.pathagar.com

তাদের খবরাখবর নেয়ার জন্য শক্ত হয়ে বসো। যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদেরকে ছেড়ে দাও। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৫)

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ -

মুশরিকদের সাথে তোমরা সকলে মিলে লড়াই করো, যেভাবে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করছে। জেনে রেখো আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথেই থাকেন। (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৬)

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (ط) وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمَ (ط) وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করো এবং কঠোরতা প্রয়োগ করো। তাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১০)

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ (ط) تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ -

এসব শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য শক্তি ও অশ্ব (অর্থাৎ যানবাহন) সংগ্রহ ও প্রস্তুত করো, যতোদুর তোমাদের সাধ্যে কুলায়। যেন তোমরা আল্লাহর এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখতে পারো। (সূরা আল্ আনফাল ঃ ৬০)

সর্বাবস্থায় জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়া

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ط) ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

তোমরা বেরিয়ে পড়ো হাল্কা কিংবা ভারী অবস্থায়। আর জিহাদ করো আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৪১)

www.pathagar.com

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا

হে ঈমানদারগণ! শত্রুর সাথে মুকাবেলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকো। অতপর সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে আলাদা আলাদা ভাবে কিংবা একত্রিত হয়ে বেরিয়ে পড়ো। (সূরা আন্ নিসা ঃ ৭১)

অসৎ নেতার নেতৃত্বে জিহাদ অংশগ্রহণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا اَوْ فَاجِرًا -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের উপর জিহাদ ফরয, প্রত্যেক নেতার নেতৃত্বে। চাই সে সৎ হোক কিংবা অসৎ। (আবু দাউদ)

এখানে অসৎ বলতে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের কথা বুঝানো হয়নি। ঐ সমস্ত নেতার কথা বলা হয়েছে যারা মুসলিম বটে কিন্তু মাঝে মধ্যে ইসলামের দু'একটি ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেন।

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
ثَلَاثٌ مِّنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ : اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
لَا نُكَفِّرُوْهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ - وَالْجِهَادُ مَاضٍ
مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِىَ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ
جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ - وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঈমানের ভিত্তি হচ্ছে তিনটি বস্তু, (১) যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর স্বীকৃতি দেবে তার থেকে হাত উঠিয়ে নিতে হবে এবং তার গুনাহ্র কারণে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবেনা কিংবা কোন আচরণের জন্য তাকে ইসলামের সীমার বাইরে বের করে দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا

হে ঈমানদারগণ! শত্রুর সাথে মুকাবেলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকো। অতপর সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে আলাদা আলাদা ভাবে কিংবা একত্রিত হয়ে বেরিয়ে পড়ো। (সূরা আন্ নিসা ঃ ৭১)

অসৎ নেতার নেতৃত্বে জিহাদ অংশগ্রহণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا اَوْ فَاجِرًا -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের উপর জিহাদ ফরয, প্রত্যেক নেতার নেতৃত্বে। চাই সে সৎ হোক কিংবা অসৎ। (আবু দাউদ)

এখানে অসৎ বলতে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের কথা বুঝানো হয়নি। ঐ সমস্ত নেতার কথা বলা হয়েছে যারা মুসলিম বটে কিন্তু মাঝে মধ্যে ইসলামের দু'একটি ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেন।

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مِّنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ : اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا نُكَفِّرُوْهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ - وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِىَ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ - وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঈমানের ভিত্তি হচ্ছে তিনটি বস্তু, (১) যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর স্বীকৃতি দেবে তার থেকে হাত উঠিয়ে নিতে হবে এবং তার গুনাহ্র কারণে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবেনা কিংবা কোন আচরণের জন্য তাকে ইসলামের সীমার বাইরে বের করে দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

(২) জিহাদ অব্যাহত থাকবে, আমাকে পাঠানোর পর থেকে দাজ্জালের সাথে লড়াইয়ের পূর্ব পর্যন্ত। কোন জালিমের জুলুম এবং কোন ন্যায়বানের ন্যায় নিষ্ঠাও এ জিহাদকে বন্ধ করতে পারবেনা।

(৩) তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (আবু দাউদ, আহমদ)

عَنْ عِمْرَانِ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ -

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা হকের উপর লড়াই করবে এবং হককে শত্রুর উপর বিজয়ী করবে। আমার উম্মতের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত মসীহে দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে। (আবু দাউদ)

সর্বদা জিহাদের নিয়ত রাখা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ ؟ لَاهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ - وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত করে মদীনায় আসার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ এবং জিহাদের নিয়ত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয় তখন তোমরা জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ো। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ نِفَاقٍ -

www.pathagar.com

(২) জিহাদ অব্যাহত থাকবে, আমাকে পাঠানোর পর থেকে দাজ্জালের সাথে লড়াইয়ের পূর্ব পর্যন্ত। কোন জালিমের জুলুম এবং কোন ন্যায়বানের ন্যায় নিষ্ঠাও এ জিহাদকে বন্ধ করতে পারবেনা।

(৩) তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (আবু দাউদ, আহমদ)

عَنْ عِمْرَانِ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ -

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা হকের উপর লড়াই করবে এবং হককে শত্রুর উপর বিজয়ী করবে। আমার উম্মতের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত মসীহে দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে। (আবু দাউদ)

সর্বদা জিহাদের নিয়ত রাখা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ ؟ لَاهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ - وَاِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত করে মদীনায় আসার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ এবং জিহাদের নিয়ত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয় তখন তোমরা জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ো। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ نِفَاقٍ -

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করলোনা কিংবা অংশগ্রহণ করার ইচ্ছেও পোষণ করলোনা, এমতাবস্থায় যদি মারা যায় তবে সে মুনাফেকী চরিত্রের উপর মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

পরোক্ষভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ اَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করলোনা, অথবা কোন মুজাহিদকে সমরোপকরণ দিয়ে সহযোগীতা করলোনা, এমনকি কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের খবর পর্যন্ত নিলো না, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের পূর্বেই (অর্থাৎ জীবিতাবস্থায়) কঠিন বিপদে ফেলবেন। (আবু দাউদ)

একথাগুলো বলা হয়েছে মূলতঃ যারা বিভিন্ন ওজর আপত্তির কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনা তাদেরকে। তারা শরীরিক অসুস্থতার কারণে জিহাদে যেতে পারেনা বটে, কিন্তু জিহাদে আর্থিক সহযোগীতাতো তাদের দ্বারা করা সম্ভব। যদি একাজটিও না পারে তবে মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনের খোঁজ খবর নেয়া, প্রয়োজনে টুকিটাকি কাজকর্ম করে দেয়া। যে এ ত্যাগটুকু স্বীকার করতে পারবেনা তাকে মুসলমান না বলে মুনাফিক বলাই শ্রেয়। এমনকি এটি মুনাফিকীর চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। এজন্য আল্লাহ্ তাকে আখিরাতে তো শাস্তি দেবেন-ই তবে দুনিয়া থেকেই তার সে শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। যদি না সে খালেছভাবে তওবা করে।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করলোনা কিংবা অংশগ্রহণ করার ইচ্ছেও পোষণ করলোনা, এমতাবস্থায় যদি মারা যায় তবে সে মুনাফেকী চরিত্রের উপর মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

পরোক্ষভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ اَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করলোনা, অথবা কোন মুজাহিদকে সমরোপকরণ দিয়ে সহযোগীতা করলোনা, এমনকি কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের খবর পর্যন্ত নিলো না, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের পূর্বেই (অর্থাৎ জীবিতাবস্থায়) কঠিন বিপদে ফেলবেন। (আবু দাউদ)

একথাগুলো বলা হয়েছে মূলতঃ যারা বিভিন্ন ওজর আপত্তির কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনা তাদেরকে। তারা শরীরিক অসুস্থতার কারণে জিহাদে যেতে পারেনা বটে, কিন্তু জিহাদে আর্থিক সহযোগীতাতো তাদের দ্বারা করা সম্ভব। যদি একাজটিও না পারে তবে মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনের খোঁজ খবর নেয়া, প্রয়োজনে টুকিটাকি কাজকর্ম করে দেয়া। যে এ ত্যাগটুকু স্বীকার করতে পারবেনা তাকে মুসলমান না বলে মুনাফিক বলাই শ্রেয়। এমনকি এটি মুনাফিকীর চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। এজন্য আল্লাহ্ তাকে আখিরাতে তো শাস্তি দেবেন-ই তবে দুনিয়া থেকেই তার সে শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। যদি না সে খালেছভাবে তওবা করে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পরিনাম

- লাঞ্ছনা ও সমূহ ক্ষতি
- কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া
- সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পরিনাম

- ০ লাঞ্ছনা ও সমূহ ক্ষতি
- ০ কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া
- ০ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন

www.pathagar.com

জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পরিনাম

লাঞ্ছনা ও সমূহ ক্ষতি

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (ط) وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -

হে নবী বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের সেই ধনসম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছো, সেই ব্যবসা যা তোমরা ক্ষতি হওয়াকে ভয় করো, আর তোমাদের সেই ঘর যা তোমরা খুবই পছন্দ করো, তা যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের চেয়েও অধিকতর প্রিয় হয়, তাহ্লে তোমরা অপেক্ষা করো যতোক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ফাসিক লোকদেরকে কখনো হেদায়েত করেন না।

(সূরা আত্ তাওবা ঃ ২৪)

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا (ط) وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

তোমরা যদি যুদ্ধ যাত্রা না করো তবে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেয়া হবে এবং তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হবে। আর তোমরা আল্লাহ্র কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা। কেননা তিনিতো সর্বশক্তিমান। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৩৯)

জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পরিনাম

লাঞ্ছনা ও সমূহ ক্ষতি

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (ط) وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -

হে নবী বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের সেই ধনসম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছো, সেই ব্যবসা যা তোমরা ক্ষতি হওয়াকে ভয় করো, আর তোমাদের সেই ঘর যা তোমরা খুবই পছন্দ করো, তা যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের চেয়েও অধিকতর প্রিয় হয়, তাহ্লে তোমরা অপেক্ষা করো যতোক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ফাসিক লোকদেরকে কখনো হেদায়েত করেন না।

(সূরা আত্ তাওবা ঃ ২৪)

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا (ط) وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

তোমরা যদি যুদ্ধ যাত্রা না করো তবে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেয়া হবে এবং তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হবে। আর তোমরা আল্লাহ্র কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা। কেননা তিনিতো সর্বশক্তিমান। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৩৯)

www.pathagar.com

কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوْا بِالْعِيْنَةِ وَاتَّبَعُوْا اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتّٰى يُرَاجِعُوْا دِيْنَهُمْ -

হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন ঃ যখন মানুষ টাকা পয়সার (দিনার দিরহামের) পেছনে দৌড়াবে, জিনিসপত্র বাজারে পৌছার পূর্বেই ক্রয় বিক্রয় করবে, কৃষি কাজে ব্যস্ত হয়ে পরবে এবং জিহাদকে পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ্‌ তাদের উপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তারা সে শাস্তি থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাবেনা যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা দীনের পথে ফিরে না আসবে (এবং জিহাদ কায়েম না করবে)। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَلَا تُبَالُوْا فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - وَاَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ - وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيْمٌ - يُنْجِى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهٖ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ -

হযরত উবাদাতা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেনঃ তোমরা সকলে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিকট ও দুরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করো এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তোমরা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে বিন্দুমাত্র ভয় করোনা। তোমরা দেশে বিদেশে যখন যেখানে থাকো না কেন, আল্লাহ্‌র আইন ও দণ্ড বিধানকে কার্যকরী করে তোল। তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়া

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوْا بِالْعِيْنَةِ وَاتَّبَعُوْا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتّٰى يُرَاجِعُوْا دِيْنَهُمْ -

হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন ঃ যখন মানুষ টাকা পয়সার (দিনার দিরহামের) পেছনে দৌড়াবে, জিনিসপত্র বাজারে পৌছার পূর্বেই ক্রয় বিক্রয় করবে, কৃষি কাজে ব্যস্ত হয়ে পরবে এবং জিহাদকে পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তারা সে শাস্তি থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি পাবেনা যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা দীনের পথে ফিরে না আসবে (এবং জিহাদ কায়েম না করবে)। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَلَا تُبَالُوْا فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - وَاَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ - وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيْمٌ - يُنْجِيَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ -

হযরত উবাদাতা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ তোমরা সকলে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিকট ও দুরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করো এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে তোমরা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে বিন্দুমাত্র ভয় করোনা। তোমরা দেশে বিদেশে যখন যেখানে থাকো না কেন, আল্লাহ্র আইন ও দণ্ড বিধানকে কার্যকরী করে তোল। তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্র

www.pathagar.com

পথে জিহাদ করবে, কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের অসংখ্য স্তরের মধ্যে একটি অতি বড়ো স্তর। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (জিহাদকারী লোকদেরকে) সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও ভয়ভীতি হতে নাজাত দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِثَوْبَانِ : كَيْفَ اَنْتَ يَا ثَوْبَانُ اِذَا تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الْاُمَمُ كَتَدَاعِيْكُمْ عَلٰى قَصْعَةِ الطَّعَامِ تُصِيْبُوْنَ مِنْهُ ؟ قَالَ ثَوْبَانُ : بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا ؟ قَالَ لَا- اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنْ يُلْقٰى فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنُ - قَالُوْا : وَمَا الْوَهْنُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : حُبُّكُمُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتُكُمْ لِلْقِتَالِ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে হযরত সাওবানের দিকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি ঃ হে সাওবান! তখন কেমন হবে যখন অন্যান্য জাতিগুলো তোমাদের উপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়বে, যেভাবে ক্ষুধার্ত মানুষ তার খাদ্যের দিকে ঝুকে পড়ে। সাওবান বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, তখন কি আমরা সংখ্যায় খুব কম থাকবো? তিনি বললেন ঃ না, সেদিন তোমাদের সংখ্যা কম হবেনা বরং তোমরাই থাকবে বেশী সংখ্যক কিন্তু তোমাদের অন্তরে কাপুরুষতা ঢুকে যাবে। সবাই জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কাপুরুষতা কি? তিনি বললেন, তোমরা দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে যাবে এবং জিহাদকে অপছন্দ করবে।

(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

www.pathagar.com

পথে জিহাদ করবে, কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের অসংখ্য স্তরের মধ্যে একটি অতি বড়ো স্তর। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা (জিহাদকারী লোকদেরকে) সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও ভয়ভীতি হতে নাজাত দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِثَوْبَانِ : كَيْفَ اَنْتَ يَا ثَوْبَانُ اِذَا تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الْاُمَمُ كَتَدَاعِيْكُمْ عَلٰى قَصْعَةِ الطَّعَامِ تُصِيْبُوْنَ مِنْهُ ؟ قَالَ ثَوْبَانُ : بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا ؟ قَالَ لَا- اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنْ يُلْقٰى فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنُ - قَالُوْا : وَمَا الْوَهْنُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : حُبُّكُمُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتُكُمْ لِلْقِتَالِ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে হযরত সাওবানের দিকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি ঃ হে সাওবান! তখন কেমন হবে যখন অন্যান্য জাতিগুলো তোমাদের উপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়বে, যেভাবে ক্ষুধার্ত মানুষ তার খাদ্যের দিকে ঝুকে পড়ে। সাওবান বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, তখন কি আমরা সংখ্যায় খুব কম থাকবো? তিনি বললেন ঃ না, সেদিন তোমাদের সংখ্যা কম হবেনা বরং তোমরাই থাকবে বেশী সংখ্যক কিন্তু তোমাদের অন্তরে কাপুরুষতা ঢুকে যাবে। সবাই জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কাপুরুষতা কি? তিনি বললেন, তোমরা দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে যাবে এবং জিহাদকে অপছন্দ করবে।

(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ)

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

জিহাদের জন্য শপথ

- *ইসলাম ও জিহাদের জন্য শপথ গ্রহণ*
- *যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করার শপথ*
- *প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করার জন্য শপথ*
- *আল্লাহর সাথে চুক্তি*
- *বাইয়াতে রিদওয়ান*

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

জিহাদের জন্য শপথ

- *ইসলাম ও জিহাদের জন্য শপথ গ্রহণ*
- *যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করার শপথ*
- *প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করার জন্য শপথ*
- *আল্লাহর সাথে চুক্তি*
- *বাইয়াতে রিদওয়ান*

www.pathagar.com

জিহাদের জন্য শপথ

ইসলাম ও জিহাদের শপথ

عَنْ مُجَاشِعٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَاَخِىْ فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِاَهْلِهَا - قُلْتُ :عَلَامَ تُبَايِعُنَا ؟ قَالَ: عَلَى الْاِسْلَامِ وَالْجِهَادِ -

হযরত মুজাশি' (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি এবং আমার ভাই নবী করীম (সা) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম ঃ আমাদের থেকে হিজরতের বাইয়াত নিন। তিনি বললেন ঃ হিজতের ধারা মক্কা বিজয়ের পর শেষ হয়ে গেছে। আমি বললাম ঃ তাহলে কিসের উপর আমাদের বাইয়াত নেবেন? তিনি বললেন ঃ ইসলাম এবং জিহাদের জন্য বাইয়াত নেবো। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের উপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন তারা নানামুখী নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলো। তখন নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হলো। নির্দেশ পেয়ে মুসলমানগণ যে যেভাবে পারলো হিজরত করে মদীনায় চলে গেলো। শুধুমাত্র তারাই রয়ে গেলো, যাদের বিশ্বাসের অভাব ছিলো এবং যারা দুশমনদের অক্টোপাশে বন্দী ছিলো। যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেলো তখন ইসলাম অজেয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। ফলে নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হিজরতের কোন প্রায়াজন আর রইলোনা। সবাই স্বস্থানে ও স্বগোত্রে বসবাস করতে লাগলো। তখন নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لا هجره بعد الفتح (মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আবশ্যকতা নেই)। এজন্য তিনি তাদেরকে হিজরতের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেননি। বরং ইসলাম ও জিহাদের জন্য বাইয়াতের ধারা অব্যাহত রাখলেন। নবী করীম (সা) এর

www.pathagar.com

জিহাদের জন্য শপথ

ইসলাম ও জিহাদের শপথ

عَنْ مُجَاشِعٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَاَخِيْ فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِاَهْلِهَا - قُلْتُ :عَلَامَ تُبَايِعُنَا ؟ قَالَ: عَلَى الْاِسْلَامِ وَالْجِهَادِ -

হযরত মুজাশি' (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি এবং আমার ভাই নবী করীম (সা) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম ঃ আমাদের থেকে হিজরতের বাইয়াত নিন। তিনি বললেন ঃ হিজতের ধারা মক্কা বিজয়ের পর শেষ হয়ে গেছে। আমি বললাম ঃ তাহলে কিসের উপর আমাদের বাইয়াত নেবেন? তিনি বললেন ঃ ইসলাম এবং জিহাদের জন্য বাইয়াত নেবো। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানদের উপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন তারা নানামুখী নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলো। তখন নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হলো। নির্দেশ পেয়ে মুসলমানগণ যে যেভাবে পারলো হিজরত করে মদীনায় চলে গেলো। শুধুমাত্র তারাই রয়ে গেলো, যাদের বিশ্বাসের অভাব ছিলো এবং যারা দুশমনদের অক্টোপাশে বন্দী ছিলো। যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেলো তখন ইসলাম অজেয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। ফলে নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হিজরতের কোন প্রায়াজন আর রইলোনা। সবাই স্বস্থানে ও স্বগোত্রে বসবাস করতে লাগলো। তখন নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لا هجره بعد الفتح (মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আবশ্যকতা নেই)। এজন্য তিনি তাদেরকে হিজরতের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেননি। বরং ইসলাম ও জিহাদের জন্য বাইয়াতের ধারা অব্যাহত রাখলেন। নবী করীম (সা) এর

www.pathagar.com

ইন্তেকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও এ ধারা জারী ছিলো। তাঁরা প্রয়োজনের মহূর্তে এ দুটো বিষয়ে জনগণের বাইয়াত নিতেন। মুসলমানের উপর বাইয়াতের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয়, যখন তারা নতুন করে খলিফা নির্বাচন করে। খলিফার পক্ষ থেকে ইসলামী বিধিবিধান বহাল রাখা ও তার প্রয়োগ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে শপথ নেয়া হয় এবং মুসলমানগণ সৎকাজে খলিফার আনুগত্য করবে এ কথার উপর তারা বাইয়াত (শপথ) নেয়। যদি কোন শক্তি দারুল ইসলামের উপর আক্রমণ করে তবে খলিফা জিহাদের জন্য গোটা জাতির বাইয়াত গ্রহণ করতে পারেন। এমনিভাবে সেনাপতিও তাঁর অধীনস্থদের মাঝে বাইয়াত গ্রহণ করতে পারেন। বরং এতে মুজাহিদদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা বৃদ্ধি পাবে এবং গোটা জিহাদে পুরো ইসলামের ছাপ লেগে যাবে।

যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার শপথ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ نُبَايِعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ اِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى اَنْ لَا نَفِرَّ -

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা নবী করীম (সা) এর নিকট জীবন দেয়ার বাইয়াত করিনি বরং এ কথার বাইয়াত করেছি যে, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবো না। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করার জন্য শপথ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ سُئِلَ عَلَى اَيِّ شَيْئٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ -

হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হুদায়বিয়ায় আপনাদের থেকে নবী করীম (সা) কোন বিষয়ে বাইয়াত নিয়েছিলেন? তিনি বললেন ঃ আমাদের বাইয়াত ছিলো-আমরা যেন প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করি।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

www.pathagar.com

ইন্তেকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও এ ধারা জারী ছিলো। তাঁরা প্রয়োজনের মহূর্তে এ দুটো বিষয়ে জনগণের বাইয়াত নিতেন। মুসলমানের উপর বাইয়াতের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয়, যখন তারা নতুন করে খলিফা নির্বাচন করে। খলিফার পক্ষ থেকে ইসলামী বিধিবিধান বহাল রাখা ও তার প্রয়োগ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে শপথ নেয়া হয় এবং মুসলমানগণ সৎকাজে খলিফার আনুগত্য করবে এ কথার উপর তারা বাইয়াত (শপথ) নেয়। যদি কোন শক্তি দারুল ইসলামের উপর আক্রমণ করে তবে খলিফা জিহাদের জন্য গোটা জাতির বাইয়াত গ্রহণ করতে পারেন। এমনিভাবে সেনাপতিও তাঁর অধীনস্থদের মাঝে বাইয়াত গ্রহণ করতে পারেন। বরং এতে মুজাহিদদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা বৃদ্ধি পাবে এবং গোটা জিহাদে পুরো ইসলামের ছাপ লেগে যাবে।

যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার শপথ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ نُبَايِعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ اِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لَا نَفِرَّ -

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা নবী করীম (সা) এর নিকট জীবন দেয়ার বাইয়াত করিনি বরং এ কথার বাইয়াত করেছি যে, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবো না। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করার জন্য শপথ

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ سُئِلَ عَلٰى اَىِّ شَيْئٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ -

হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হুদায়বিয়ায় আপনাদের থেকে নবী করীম (সা) কোন বিষয়ে বাইয়াত নিয়েছিলেন? তিনি বললেন ঃ আমাদের বাইয়াত ছিলো–আমরা যেন প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করি।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

www.pathagar.com

হযরত জাবির (রা) ও হযরত সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে মূলতঃ কোন দ্বন্ধ নেই। কারণ হযরত জাবির (রা) বলেছেন ঃ আমরা যে বিষয়ে বাইয়াত করেছি তার অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে জীবন দিতেই হবে, না দিলে বাইয়াতের উদ্দেশ্য সফল হবে না। বরং আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো আমরা ময়দানে দৃঢ়ভাবে শত্রুর মুকাবেলা করবো, এতে যদি আমাদের জীবন চলে যায়, যাবে। নবী করীম (সা) যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদেরকে ভয় দেখানোর জন্য যতো রকম ব্যবস্থা আছে তার প্রদর্শন করার শিক্ষা দিয়েছেন।

এক যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি যুদ্ধে মরে যাই তবে কোথায় যাবো? তিনি বললেন ঃ জান্নাতে যাবে। একথা শুনে তার হাতে খাওয়ার জন্য কিছু খেজুর ছিলো তা ছুড়ে ফেলে দিলো এবং শত্রুদলের মধ্যে ঢুকে বহু সৈন্যকে হত্যা করে নিজে শহীদ হয়ে গেলো।

যুদ্ধে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন এ রকম সিংহদিল মুজাহিদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে যেন কাফিরদের বুহ্য ভেদ করে শহীদি আকাংখায় বীর বিক্রমে লাড়াই করতে পারে। নবী করীম (সা) এর বাইয়াত মূলতঃ শুধু মৃত্যুর জন্য ছিলোনা বরং তা ছিল মৃত্যুকে বাজী রেখে জীবনপণ লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি। জীবনপণ লড়াইয়ে দুটো দিকই আছে, হয় বিজয় না হয় মৃত্যু। হুদাইবিয়ার সময় নবী করীম (সা) যে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন তার প্রেক্ষাপট ছিলো একটু ভিন্ন ধরনের। সে বাইয়াতে মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিলো প্রবল তাই মৃত্যুর ব্যাপারেই বাইয়াত নিয়েছেন। কিন্তু ঐ নবীপ্রেমিকগণ মৃত্যুকেও পরওয়া করেননি। তাই তারা সাথে সাথে নবীর হাতের উপর হাত রেখেছিলেন (বাইয়াতের জন্য)। আর আল্লাহ্ তা'আলাও এর পুরস্কারস্বরূপ ঘোষণা করেছেনঃ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ 'ঐ ঈমানদারদের উপর আল্লাহ্ রাজী হয়ে গিয়েছেন।'

হযরত জাবির (রা) ও হযরত সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে মূলতঃ কোন দ্বন্ধ নেই। কারণ হযরত জাবির (রা) বলেছেন ঃ আমরা যে বিষয়ে বাইয়াত করেছি তার অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে জীবন দিতেই হবে, না দিলে বাইয়াতের উদ্দেশ্য সফল হবে না। বরং আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো আমরা ময়দানে দৃঢ়ভাবে শত্রুর মুকাবেলা করবো, এতে যদি আমাদের জীবন চলে যায়, যাবে। নবী করীম (সা) যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদেরকে ভয় দেখানোর জন্য যতো রকম ব্যবস্থা আছে তার প্রদর্শন করার শিক্ষা দিয়েছেন।

এক যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি যুদ্ধে মরে যাই তবে কোথায় যাবো? তিনি বললেন ঃ জান্নাতে যাবে। একথা শুনে তার হাতে খাওয়ার জন্য কিছু খেজুর ছিলো তা ছুড়ে ফেলে দিলো এবং শত্রুদলের মধ্যে ঢুকে বহু সৈন্যকে হত্যা করে নিজে শহীদ হয়ে গেলো।

যুদ্ধে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন এ রকম সিংহদিল মুজাহিদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে যেন কাফিরদের বুহ্য ভেদ করে শহীদি আকাংখায় বীর বিক্রমে লাড়াই করতে পারে। নবী করীম (সা) এর বাইয়াত মূলতঃ শুধু মৃত্যুর জন্য ছিলোনা বরং তা ছিল মৃত্যুকে বাজী রেখে জীবনপণ লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি। জীবনপণ লড়াইয়ে দুটো দিকই আছে, হয় বিজয় না হয় মৃত্যু। হুদাইবিয়ার সময় নবী করীম (সা) যে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন তার প্রেক্ষাপট ছিলো একটু ভিন্ন ধরনের। সে বাইয়াতে মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিলো প্রবল তাই মৃত্যুর ব্যাপারেই বাইয়াত নিয়েছেন। কিন্তু ঐ নবীপ্রেমিকগণ মৃত্যুকেও পরওয়া করেননি। তাই তারা সাথে সাথে নবীর হাতের উপর হাত রেখেছিলেন (বাইয়াতের জন্য)। আর আল্লাহ্ তা'আলাও এর পুরস্কারস্বরূপ ঘোষণা করেছেনঃ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ 'ঐ ঈমানদারদের উপর আল্লাহ্ রাজী হয়ে গিয়েছেন।'

www.pathagar.com

আল্লাহ্র সাথে চুক্তি

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ - وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ - وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ - ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের দেহমন এবং তাদের মাল সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে মারে এবং মরে। তাদের প্রতি (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহ্র একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা, যা তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে করা হয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া নিজের ওয়াদা বেশী পূরণের ব্যাপারে আর কে আছে? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে যা তোমরা আল্লাহ্ সাথে করেছো.। এটিই সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১১১)

এটি আল্লাহ্ ও বান্দার সাথে এক প্রকার লেনদেন। যা ক্রয়বিক্রয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঈমানটাই একটি চুক্তি, যার ফলে বান্দা নিজের জীবন ও মালসম্পদ আল্লাহ্র (কুদরতী) হাতে দিয়ে দেয়। তখন আল্লাহ্ তা গ্রহণ করে ঐ বান্দার (মৃত্যুর পর) জান্নাতের জিম্মাদারী নেন। এ চুক্তি পূর্ণকারীদের আলামত হচ্ছে, যখন পরীক্ষার সময় এসে উপস্থিত হয় এবং জীবন ও মাল কুরবানীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন তারা বিনা দ্বিধায় তা দিয়ে দেয়। তারা তাদের ওয়াদা শুধু মৌখিকভাবেই স্বীকৃতি দেয়না বরং তা বাস্তবায়িত করে সত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু যারা পরীক্ষার মুহূর্তে পেছনে পড়ে থাকে—তা অবজ্ঞা করেই হোক, কিংবা ইখলাসের অভাবেই হোক কিংবা মুনাফিকীর কারণেই হোক। তারা আল্লাহ্র ওয়াদার হকদার নয়। তবে যদি তারা তওবা করে এবং পরবর্তী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, তার কথা স্বতন্ত্র।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সাথে চুক্তি

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ - وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ - وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ - ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের দেহমন এবং তাদের মাল সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে মারে এবং মরে। তাদের প্রতি (জান্নাতের ওয়াদা) আল্লাহ্‌র একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা, যা তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে করা হয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া নিজের ওয়াদা বেশী পূরণের ব্যাপারে আর কে আছে? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে যা তোমরা আল্লাহ্ সাথে করেছো.। এটিই সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১১১)

এটি আল্লাহ্ ও বান্দার সাথে এক প্রকার লেনদেন। যা ক্রয়বিক্রয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঈমানটাই একটি চুক্তি, যার ফলে বান্দা নিজের জীবন ও মালসম্পদ আল্লাহ্‌র (কুদরতী) হাতে দিয়ে দেয়। তখন আল্লাহ্ তা গ্রহণ করে ঐ বান্দার (মৃত্যুর পর) জান্নাতের জিম্মাদারী নেন। এ চুক্তি পূর্ণকারীদের আলামত হচ্ছে, যখন পরীক্ষার সময় এসে উপস্থিত হয় এবং জীবন ও মাল কুরবানীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন তারা বিনা দ্বিধায় তা দিয়ে দেয়। তারা তাদের ওয়াদা শুধু মৌখিকভাবেই স্বীকৃতি দেয়না বরং তা বাস্তবায়িত করে সত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু যারা পরীক্ষার মুহূর্তে পেছনে পড়ে থাকে—তা অবজ্ঞা করেই হোক, কিংবা ইখলাসের অভাবেই হোক কিংবা মুনাফিকীর কারণেই হোক। তারা আল্লাহ্‌র ওয়াদার হকদার নয়। তবে যদি তারা তওবা করে এবং পরবর্তী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, তার কথা স্বতন্ত্র।

www.pathagar.com

বাইয়াতে রিদওয়ান

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا
قَرِيْبًا وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَاْخُذُوْنَهَا (ط) وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا
وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ
اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ (ج) وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ
صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا (ط)
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا (ط)

অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনদের উপর খুশী হয়ে গেছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছিলো। তাদের অন্তরে যা কিছু ছিলো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দিলেন, তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন– যাতে এটি মুমিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আরো একটি বিজয় রয়েছে, যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন, আল্লাহ্ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান। (সূরা আল ফাত্হ ঃ ১৮ - ২১)।

হিজরী ৬ষ্ঠ বৎসর নবী করীম (সা) স্বপ্নে দেখে মক্কায় উমরা পালনের জন্য রওয়ানা দিলেন। যখন তিনি আসফান নামক স্থানে পৌছুলেন তখন বশীর বিন সুফিয়ানের মাধ্যমে খবর পেলেন তাঁর আগমণী সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। খবর শোনে তিনি সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন ঃ যদি কুরাইশগণ বাধা দেয় তবে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে হলেও মক্কায় প্রবেশ করবে। তাই প্রত্যেক সাহাবীর কাছে যুদ্ধ করে প্রয়োজনে মৃত্যুর জন্য বাইয়াত বা শপথ গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু এ শপথের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের উপর রাজী হয়ে গেছেন তাই একে বাইয়াতে রিদওয়ান বা সন্তুষ্টির শপথ বলে। পরে অবশ্য কুরাইশদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে সে যাত্রা বিরোধের সাময়িক নিষ্পত্তি হয়।

বাইয়াতে রিদওয়ান

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا
قَرِيْبًا وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا (ط) وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا
وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ
اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ (ج) وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ
صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا (ط)
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا (ط)

অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনদের উপর খুশী হয়ে গেছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছিলো। তাদের অন্তরে যা কিছু ছিলো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দিলেন, তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন– যাতে এটি মুমিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আরো একটি বিজয় রয়েছে, যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন, আল্লাহ্ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান। (সূরা আল ফাত্হ ঃ ১৮ - ২১)।

হিজরী ৬ষ্ঠ বৎসর নবী করীম (সা) স্বপ্নে দেখে মক্কায় উমরা পালনের জন্য রওয়ানা দিলেন। যখন তিনি আসফান নামক স্থানে পৌছুলেন তখন বশীর বিন সুফিয়ানের মাধ্যমে খবর পেলেন তাঁর আগমণী সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। খবর শোনে তিনি সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন ঃ যদি কুরাইশগণ বাধা দেয় তবে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে হলেও মক্কায় প্রবেশ করবে। তাই প্রত্যেক সাহাবীর কাছে যুদ্ধ করে প্রয়োজনে মৃত্যুর জন্য বাইয়াত বা শপথ গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু এ শপথের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের উপর রাজী হয়ে গেছেন তাই একে বাইয়াতে রিদওয়ান বা সন্তুষ্টির শপথ বলে। পরে অবশ্য কুরাইশদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে সে যাত্রা বিরোধের সাময়িক নিষ্পত্তি হয়।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সম্পদের জিহাদ

- কৃপণতার পরিণতি
- সম্পদ জমা করার শাস্তি
- আল্লাহ্‌র পথে দানের মহিমা
- দান ক্ষমা ও মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়
- আল্লাহ্‌র পথে দানে সাতশ' গুণ সওয়াব
- উত্তম দান
- জিহাদ ও দানের সমন্বয়
- নবী করীম (সা) এর দানের আগ্রহ
- দান সাদকা উন্নতি ও মুক্তির সোপান

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সম্পদের জিহাদ

- কৃপণতার পরিণতি
- সম্পদ জমা করার শাস্তি
- আল্লাহ্র পথে দানের মহিমা
- দান ক্ষমা ও মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়
- আল্লাহ্র পথে দানে সাতশ' গুণ সওয়াব
- উত্তম দান
- জিহাদ ও দানের সমন্বয়
- নবী করীম (সা) এর দানের আগ্রহ
- দান সাদকা উন্নতি ও মুক্তির সোপান

www.pathagar.com

সম্পদের জিহাদ

কৃপণতার পরিণতি

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ج) فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ (ج) وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ (ط) وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (ج) وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ (لا) ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ -

শোন, তোমরাতো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত আর তোমরা অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অবশ্য তারা তোমাদের মতো হবে না। (সূরা মুহাম্মদ : ৩৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ - يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ - كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ - وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ - الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ -

(আল্লাহ্‌র পথে খরচ না করে) যে লোক ধনসম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে (হিসেব) রাখে। সে মনে করে তার ধনসম্পদ চিরদিন তার নিকট থাকবে। কক্ষনো নয়। সে ব্যক্তিতো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জানো,

www.pathagar.com

সম্পদের জিহাদ

কৃপণতার পরিণতি

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ج) فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ (ج) وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ (ط) وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (ج) وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ (لا) ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ -

শোন, তোমরাতো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত আর তোমরা অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অবশ্য তারা তোমাদের মতো হবে না। (সূরা মুহাম্মদ : ৩৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ - يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ - كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ - وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ - الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ -

(আল্লাহ্‌র পথে খরচ না করে) যে লোক ধনসম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে (হিসেব) রাখে। সে মনে করে তার ধনসম্পদ চিরদিন তার নিকট থাকবে। কক্ষনো নয়। সে ব্যক্তিতো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জানো,

www.pathagar.com

সেই চূর্ণ বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? আল্লাহ্‌র আগুন। প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত যা কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (সূরা অল্ হুমাযা ঃ ২ - ৭)

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ -

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো, কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে। আর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা কৃপণতার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আর তারা অন্যায়ভাবে নরহত্যা করতো এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছিলো। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبٍ قَالَ: اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فِيْنَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ وَاَظْهَرَ الْاِسْلَامَ- قُلْنَا هَلْ تَقِيْمُ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا ؟ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ - فَالْاِلْقَاءُ بِاَيْدِيْنَا اِلَى التَّهْلُكَةِ اَنْ نُقِيْمَ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحِهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ -

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ....اَلْخَ আয়াতটি আমাদের অর্থাৎ আনসারদের উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সফলতা ও

www.pathagar.com

সেই চূর্ণ বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? আল্লাহ্‌র আগুন। প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত যা কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (সূরা অল্‌ হুমাযা ঃ ২ - ৭)

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ -

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো, কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে। আর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা কৃপণতার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আর তারা অন্যায়ভাবে নরহত্যা করতো এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছিলো। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبٍ قَالَ: اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهٗ وَاَظْهَرَ الْاِسْلَامَ- قُلْنَا هَلْ تَقِيْمُ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا ؟ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ - فَالْاِلْقَاءُ بِاَيْدِيْنَا اِلَى التَّهْلُكَةِ اَنْ نُقِيْمَ فِىْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحِهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ -

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ ....اَلْخ আয়াতটি আমাদের অর্থাৎ আনসারদের উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সফলতা ও

www.pathagar.com

বিজয় দান করলেন, তখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ (এখনতো আমরা জিহাদ থেকে অবসর হয়েছি) আমরা কি আমাদের ব্যবসায় লেগে যাবো? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করে বলে দিলেন ঃ তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা এবং আল্লাহ্র পথে খরচ করো। আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া মানে আমরা আমাদের ব্যবসায়ে জড়িয়ে যাবো এবং সারাক্ষণ তা নিয়েই ব্যস্ত থাকবো আর আমরা জিহাদ ত্যাগ করবো। (এ জন্যই সতর্ক করা হয়েছে)।

(আবু দাউদ)

সম্পদ জমা করার শাস্তি

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ(لا) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (ط) يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে খরচ করেনা, তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন। জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পিঠ ও পার্শ্বদেশ ছ্যাকা দেয়া হবে। (আর বলা হবেঃ) এগুলোতো তোমরা যা জমা করে রেখেছিলে তাই, অতএব, এর স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৩৬৫)

আল্লাহ্র পথে দানের মহিমা

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

www.pathagar.com

বিজয় দান করলেন, তখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ (এখনতো আমরা জিহাদ থেকে অবসর হয়েছি) আমরা কি আমাদের ব্যবসায় লেগে যাবো? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করে বলে দিলেন ঃ তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা এবং আল্লাহ্র পথে খরচ করো। আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া মানে আমরা আমাদের ব্যবসায়ে জড়িয়ে যাবো এবং সারাক্ষণ তা নিয়েই ব্যস্ত থাকবো আর আমরা জিহাদ ত্যাগ করবো। (এ জন্যই সতর্ক করা হয়েছে)।

(আবু দাউদ)

সম্পদ জমা করার শাস্তি

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (لا) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (ط) يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে খরচ করেনা, তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন। জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পিঠ ও পার্শ্বদেশ ছ্যাকা দেয়া হবে। (আর বলা হবেঃ) এগুলোতো তোমরা যা জমা করে রেখেছিলে তাই, অতএব, এর স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৩৬৫)

আল্লাহ্র পথে দানের মহিমা

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

www.pathagar.com

আর তারা অল্প বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, (জিহাদের উদ্দেশ্যে) যতো প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তার সব কিছুই তাদের নামে লিখা হয়, যেনো আল্লাহ্ তাদের উত্তম বিনিময় প্রদান করতে পারেন। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১২১)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ -

তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যা কিছুই খরচ করোনা কেন, তার পুরোপুরি বিনিময় তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের উপর একটুও জুলুম করা হবে না।

(সূরা আল আনফাল ঃ ৬০)

আরো বলা হয়েছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ (ط) وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ (ط) وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— এমন একটি বীজ, যা থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রতিটি শীষে একশ' করে দানা হয়। তবে আল্লাহ্ যাকে চান (এর চেয়েও) বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। কেননা আল্লাহ্‌তো প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা ৬২)

وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ (ط) أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ (ط) سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

আর তারা নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং রাসূলের দু'আ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনে রাখো, অবশ্যই তা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভূক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৯৯)

www.pathagar.com

আর তারা অল্প বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, (জিহাদের উদ্দেশ্যে) যতো প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তার সব কিছুই তাদের নামে লিখা হয়, যেনো আল্লাহ্ তাদের উত্তম বিনিময় প্রদান করতে পারেন। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১২১)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ -

তোমরা আল্লাহ্র পথে যা কিছুই খরচ করোনা কেন, তার পুরোপুরি বিনিময় তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের উপর একটুও জুলুম করা হবে না।

(সূরা আল আনফাল ঃ ৬০)

আরো বলা হয়েছে ঃ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ (ط) وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (ط) وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

যারা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— এমন একটি বীজ, যা থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রতিটি শীষে একশ' করে দানা হয়। তবে আল্লাহ্ যাকে চান (এর চেয়েও) বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। কেননা আল্লাহ্তো প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা ৬২)

وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ (ط) أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ (ط) سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

আর তারা নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য এবং রাসূলের দু'আ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনে রাখো, অবশ্যই তা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভূক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৯৯)

www.pathagar.com

দান মর্যাদা ও রিযিক বৃদ্ধি করে

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا (ط) لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

সে সমস্ত লোক, যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই হলো সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

(সূরা আল আনফাল ঃ ৪)

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ -

দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না এবং ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের ইজ্জত সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উন্নত করেন। (মুসলিম)

আল্লাহ্র পথে দানে সাতশ' গুণ সওয়াব

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ بِسَبْعِ مِاَةِ ضِعْفٍ -

হযরত খুরাইম বিন ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে আল্লাহ্র পথে খরচ করবে, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট সাতশ' গুণ (বৃদ্ধি করে) সওয়াব লিখা হবে। (অর্থাৎ সওয়াবের অনুপাত হবে ১ ঃ ৭০০)।

(তিরমিযি, নাসাঈ)

www.pathagar.com

দান মর্যাদা ও রিযিক বৃদ্ধি করে

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ- اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا (ط) لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

সে সমস্ত লোক, যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই হলো সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

(সূরা আল আনফাল ঃ ৪)

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ-

দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না এবং ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের ইজ্জত সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উন্নত করেন। (মুসলিম)

আল্লাহ্র পথে দানে সাতশ' গুণ সওয়াব

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ بِسَبْعِ مِاَةِ ضِعْفٍ -

হযরত খুরাইম বিন ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে আল্লাহ্র পথে খরচ করবে, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট সাতশ' গুণ (বৃদ্ধি করে) সওয়াব লিখা হবে। (অর্থাৎ সওয়াবের অনুপাত হবে ১ ঃ ৭০০)।

(তিরমিযি, নাসাঈ)

www.pathagar.com

عَنْ اَبِى مَسْعُوْدِ الْبَدْرِىِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هٰذِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِاٰةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ -

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত আবু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট লাগাম পরানো একটি উট নিয়ে হাজির হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এটি আল্লাহ্র পথে দিয়ে দিলাম।

রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার এ একটি লাগাম পরানো উটনীর বিনিময়ে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সাতশ' উটনী দান করবেন, যার প্রত্যেকটি লাগাম পরিহিত হবে। (মুসলিম, নাসাঈ, আহমদ)

উত্তম দান

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ সমস্ত দানের মধ্যে উত্তম দান হচ্ছে আল্লাহ্র পথে ছায়ার জন্য তাবু করে দেয়া এবং আল্লাহ্র পথে খাদেম উপহার দেয়া অথবা আল্লাহ্র পথে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত উট প্রদান করা। (তিরমিযি)

এ হাদীসে সম্পদ দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মুজাহিদদের জন্য রস্তায় রাস্তায় ছায়ার ব্যবস্থা করা রাস্তায় রাস্তায় তাঁবু খাটিয়ে

www.pathagar.com

عَنْ اَبِى مَسْعُوْدِ الْبَدْرِىِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هٰذِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِاَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةً -

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত আবু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট লাগাম পরানো একটি উট নিয়ে হাজির হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এটি আল্লাহ্র পথে দিয়ে দিলাম।

রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমার এ একটি লাগাম পরানো উটনীর বিনিময়ে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সাতশ' উটনী দান করবেন, যার প্রত্যেকটি লাগাম পরিহিত হবে। (মুসলিম, নাসাঈ, আহমদ)

উত্তম দান

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ সমস্ত দানের মধ্যে উত্তম দান হচ্ছে আল্লাহ্র পথে ছায়ার জন্য তাবু করে দেয়া এবং আল্লাহ্র পথে খাদেম উপহার দেয়া অথবা আল্লাহ্র পথে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত উট প্রদান করা। (তিরমিযি)

এ হাদীসে সম্পদ দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মুজাহিদদের জন্য রস্তায় রাস্তায় ছায়ার ব্যবস্থা করা রাস্তায় রাস্তায় তাঁবু খাটিয়ে

www.pathagar.com

কিংবা অন্য কোনভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করা। যদি গ্রীষ্মকাল হয় হবে তাদের জন্য পান করার পানির ব্যবস্থা করা, শীতকাল হলে গরম দুধ বা চা এর ব্যবস্থা করা। সৈন্যদের খানা পাকানো, মালামাল সংরক্ষণ, কাপড় চোপড় ধুয়া ইত্যাদি কাজ কর্মের জন্য লোক সরবরাহ করা। হাদীসে উটের কথা বলা হয়েছে কারণ তখন উট ও ঘোড়াই ছিলো জিহাদের একমাত্র বাহন কিন্তু আধুনিক যুগে যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রচালিত যান ব্যবহৃত হয় যেমন বাস,ট্রাক, লরি, মোটরগাড়ী, বিমান ইত্যাদি। তাই হাদীসে উট বলতে প্রচলিত যানকেই বুঝানো হয়েছে।

জিহাদ ও দানের সমন্বয়

عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَرْسَلَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقَامَ فِىْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِاَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْفَقَ فِىْ وَجْهِهِ ذَالِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِاَةِ اَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ: وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ-

নবী করীম (সা) থেকে হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (ওজর বশতঃ নিজে অংশগ্রহণ না করে) আল্লাহর পথে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে অর্থ সম্পদ প্রেরণ করে, সে প্রতিটি টাকার বিনিময়ে সাতশ' টাকা ব্যয়ের সওয়াব লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করলো এবং তাতে অর্থ ব্যয় করলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায়, তার প্রতি টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ের সওয়াব দেয়া হবে। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ আল্লাহ্ যাকে চান আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। (ইবনে মাজা)

www.pathagar.com

কিংবা অন্য কোনভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করা। যদি গ্রীষ্মকাল হয় হবে তাদের জন্য পান করার পানির ব্যবস্থা করা, শীতকাল হলে গরম দুধ বা চা এর ব্যবস্থা করা। সৈন্যদের খানা পাকানো, মালামাল সংরক্ষণ, কাপড় চোপড় ধুয়া ইত্যাদি কাজ কর্মের জন্য লোক সরবরাহ করা। হাদীসে উটের কথা বলা হয়েছে কারণ তখন উট ও ঘোড়াই ছিলো জিহাদের একমাত্র বাহন কিন্তু আধুনিক যুগে যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রচালিত যান ব্যবহৃত হয় যেমন বাস,ট্রাক, লরি, মোটরগাড়ী, বিমান ইত্যাদি। তাই হাদীসে উট বলতে প্রচলিত যানকেই বুঝানো হয়েছে।

জিহাদ ও দানের সমন্বয়

عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ
مَنْ اَرْسَلَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقَامَ فِىْ بَيْتِهٖ فَلَهٗ بِكُلِّ
دِرْهَمٍ سَبْعُ مِاَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَاَنْفَقَ فِىْ وَجْهِهٖ ذَالِكَ فَلَهٗ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِاَةِ اَلْفِ دِرْهَمٍ
ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ: وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ-

নবী করীম (সা) থেকে হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (ওজর বশতঃ নিজে অংশগ্রহণ না করে) আল্লাহর পথে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে অর্থ সম্পদ প্রেরণ করে, সে প্রতিটি টাকার বিনিময়ে সাতশ' টাকা ব্যয়ের সওয়াব লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করলো এবং তাতে অর্থ ব্যয় করলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায়, তার প্রতি টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ের সওয়াব দেয়া হবে। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ আল্লাহ্ যাকে চান আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। (ইবনে মাজা)

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) এর দানের আগ্রহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ اَحَدٌ عِنْدِىْ ذَهَبًا لَسَرَّنِىْ اَنْ اُنْفِقَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْ لَاَيَأْتِىْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِلَّا شَيْئٌ اَرْصِدُهُ فِىْ دَيْنٍ يَكُوْنُ عَلَىَّ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আবুল কাসেম (সা) বলেছেন ঃ যদি ওহুদ পাহাড়কে আল্লাহ্ আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তর করে দিতেন। তবে আমার ইচ্ছে হয় আমি তার সবটুকু আল্লাহ্র পথে দান করে দেই। তিনদিন পর আমার কাছে একটি দিনার বা দিরহামও যেনো না থাকে। শুধু তা ছাড়া যা আমার নিকট ঋণ বাবদ কেউ পায়। (মুসনাদে আহমদ)

দান সাদকা উন্নতি ও মুক্তির সোপান

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا - وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ اعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ মানুষের এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয়না যেদিন দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না। তাদের একজন বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ্ যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায়

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) এর দানের আগ্রহ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ اَحَدٌ عِنْدِىْ ذَهَبًا لَسَرَّنِىْ اَنْ اُنْفِقَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْ لَاَيَاْتِىْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِلَّا شَيْئٌ اَرْصِدُهُ فِىْ دَيْنٍ يَكُوْنُ عَلَىَّ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আবুল কাসেম (সা) বলেছেন ঃ যদি ওহুদ পাহাড়কে আল্লাহ্ আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তর করে দিতেন। তবে আমার ইচ্ছে হয় আমি তার সবটুকু আল্লাহ্র পথে দান করে দেই। তিনদিন পর আমার কাছে একটি দিনার বা দিরহামও যেনো না থাকে। শুধু তা ছাড়া যা আমার নিকট ঋণ বাবদ কেউ পায়। (মুসনাদে আহমদ)

দান সাদকা উন্নতি ও মুক্তির সোপান

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا - وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ মানুষের এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয়না যেদিন দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না। তাদের একজন বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ্ যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায়

www.pathagar.com

খরচ করে তার জন্য উত্তম বিনিময় দাও। দ্বিতীয় ফেরেশতা বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ্ যে ব্যক্তি দানে বিরত রইলো তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ -

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। যদিও খেজুরের একটি টুকরা দিয়ে হয়। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

খরচ করে তার জন্য উত্তম বিনিময় দাও। দ্বিতীয় ফেরেশতা বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ্ যে ব্যক্তি দানে বিরত রইলো তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ -

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। যদিও খেজুরের একটি টুকরা দিয়ে হয়। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মৌখিক জিহাদ

- *জিহাদের জন্য উৎসাহ*
- *জিহাদের উপাদান তিনটি*
- *কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে জিহাদ*
- *তীর্যক বাণী তীরের চেয়েও মারাত্মক*
- *কাব্য জিহাদে মনের প্রশান্তি*

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মৌখিক জিহাদ

- *জিহাদের জন্য উৎসাহ*
- *জিহাদের উপাদান তিনটি*
- *কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে জিহাদ*
- *তীর্যক বাণী তীরের চেয়েও মারাত্মক*
- *কাব্য জিহাদে মনের প্রশান্তি*

www.pathagar.com

মৌখিক জিহাদ

জিহাদের জন্য উৎসাহ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ -

হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে তুলুন।

(সূরা আল আনফাল ঃ ৬৫)

এর পূর্ববর্তী আয়াতে শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখার জন্য বিভিন্ন কলা কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপরও এখানে বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে লোকদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদা সহ পরবর্তী যুগে একটি সিলসিলা হয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে মুজাহিদদেরকে একত্রিত করে হৃদয়গ্রাহী ও তেজদীপ্ত বক্তৃতা দেয়া হতো। যাতে তাদের ঈমানী চেতনা বেড়ে যায় এবং আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামতের জন্য দুনিয়ার তুচ্ছ সুযোগ সুবিধাকে পদদলিত করে অমিত বিক্রমে জিহাদ করতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে জিহাদের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা বিবৃতিও এক প্রকার জিহাদ।

জিহাদের উপাদান তিনটি

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো ধন-সম্পদ দিয়ে, জীবন দিয়ে এবং মৌখিকভাবে।

(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

আলোচ্য হাদীসে তিনটি বস্তুকে জিহাদের উপাদান বলা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম দুটো উপাদানের আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এখন আলোচনা করা হবে তৃতীয় উপাদানটি নিয়ে। মৌখিকভাবে জিহাদ বলতে এখানে কাফির,

www.pathagar.com

মৌখিক জিহাদ

জিহাদের জন্য উৎসাহ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ -

হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে তুলুন।

(সূরা আল আনফাল ঃ ৬৫)

এর পূর্ববর্তী আয়াতে শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখার জন্য বিভিন্ন কলা কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপরও এখানে বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে লোকদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদা সহ পরবর্তী যুগে একটি সিলসিলা হয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে মুজাহিদদেরকে একত্রিত করে হৃদয়গ্রাহী ও তেজদীপ্ত বক্তৃতা দেয়া হতো। যাতে তাদের ঈমানী চেতনা বেড়ে যায় এবং আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামতের জন্য দুনিয়ার তুচ্ছ সুযোগ সুবিধাকে পদদলিত করে অমিত বিক্রমে জিহাদ করতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে জিহাদের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা বিবৃতিও এক প্রকার জিহাদ।

জিহাদের উপাদান তিনটি

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো ধন-সম্পদ দিয়ে, জীবন দিয়ে এবং মৌখিকভাবে।

(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

আলোচ্য হাদীসে তিনটি বস্তুকে জিহাদের উপাদান বলা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম দুটো উপাদানের আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এখন আলোচনা করা হবে তৃতীয় উপাদানটি নিয়ে। মৌখিকভাবে জিহাদ বলতে এখানে কাফির,

www.pathagar.com

মুশরিক, নাস্তিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও তথ্যসন্ত্রাসের মুকাবেলায় বক্তৃতা, বিবৃতি, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত শক্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া এবং জনসাধারণকে তাদের ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক করে দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধরনের প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়ে সে দেশের কতিপয় লোককে নিজেদের মানসপুত্র হিসেবে গড়ে তোলে এবং তাদের মাধ্যমেই দেশীয় সংস্কৃতির ধ্বংসস্তুপের উপর বিদেশী ও বিজাতীয় সংস্কৃতির পতাকা উত্তোলন করে। আর ঐ বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদেরকে দিয়েই তারা বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসন পরিচালনা করে। বর্তমানে ইহুদী-খৃষ্ট ও ব্রাহ্মন্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি তাই অসির চেয়ে মসির যুদ্ধকে প্রাধান্য দিচ্ছে। কাজেই বর্তমানে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে দিয়ে এবং মুখোশকে উম্মোচন করে তাদের মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বীভৎস চেহারাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে। আর একাজের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাটাই হচ্ছে অন্যতম জিহাদ। আর এ ধরনের জিহাদ অব্যাহত রাখতে হলে তাদের প্রচার মিডিয়ার বিপরীতে শক্তিশালী প্রচার মিডিয়া, তাদের সংস্কৃতির বিপরীতে দেশীয় সংস্কৃতিকে শক্তিশালী ভিতরে উপর দাঁড় করানো এবং তাদের যাবতীয় কলাকৌশলের মুকাবেলায় শক্তিশালী কলাকৌশল ও প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হবে।

কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে জিহাদ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ يُفَاخِرُ - أَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانًا بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَفَحَ أَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

www.pathagar.com

মুশরিক, নাস্তিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও তথ্যসন্ত্রাসের মুকাবেলায় বক্তৃতা, বিবৃতি, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত শক্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া এবং জনসাধারণকে তাদের ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক করে দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধরনের প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়ে সে দেশের কতিপয় লোককে নিজেদের মানসপুত্র হিসেবে গড়ে তোলে এবং তাদের মাধ্যমেই দেশীয় সংস্কৃতির ধ্বংসস্তুপের উপর বিদেশী ও বিজাতীয় সংস্কৃতির পতাকা উত্তোলন করে। আর ঐ বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদেরকে দিয়েই তারা বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসন পরিচালনা করে। বর্তমানে ইহুদী-খৃষ্ট ও ব্রাহ্মন্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি তাই অসির চেয়ে মসির যুদ্ধকে প্রাধান্য দিচ্ছে। কাজেই বর্তমানে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে দিয়ে এবং মুখোশকে উম্মোচন করে তাদের মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বীভৎস চেহারাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে। আর একাজের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাটাই হচ্ছে অন্যতম জিহাদ। আর এ ধরনের জিহাদ অব্যাহত রাখতে হলে তাদের প্রচার মিডিয়ার বিপরীতে শক্তিশালী প্রচার মিডিয়া, তাদের সংস্কৃতির বিপরীতে দেশীয় সংস্কৃতিকে শক্তিশালী ভিতরে উপর দাঁড় করানো এবং তাদের যাবতীয় কলাকৌশলের মুকাবেলায় শক্তিশালী কলাকৌশল ও প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হবে।

কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে জিহাদ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِى الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ يُفَاخِرُ - اَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَا بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَانَفَحَ اَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) কবি হাস্‌সানের জন্য মসজিদে মিম্বার স্থাপন করেছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে কবি হাস্‌সান কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে রচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং মুশরিকদের রচিত কবিতার উত্তর প্রদান করতেন। রাসূল (সা) হাস্‌সানের এ তৎপরতা দেখে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ জিব্রাঈল (আ) কে দিয়ে তার সাহায্য করেছে যতোক্ষণ সে এই গৌরবজনক কাজে নিয়োজিত ছিলো। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযি)

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : أُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ مَعَكَ -

হযরত বারা' (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (সা) বানু কুরাইযার যুদ্ধের সময় হযরত হাস্‌সান বিন সাবিতকে বললেন ঃ তুমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপপূর্ণ কবিতা বলতে থাকো। যতোক্ষণ তুমি এ কাজে নিয়োজিত থাকবে ততোক্ষণ জিব্রাঈল (আ) তোমার সাথে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)

তীর্যক বাণী তীরের চেয়েও মারাত্মক

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِيْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ :

خَلُّوْا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهٖ

اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهٖ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهٖ

وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهٖ

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) কবি হাস্‌সানের জন্য মসজিদে মিম্বার স্থাপন করেছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে কবি হাস্‌সান কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে রচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং মুশরিকদের রচিত কবিতার উত্তর প্রদান করতেন। রাসূল (সা) হাস্‌সানের এ তৎপরতা দেখে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ জিব্রাঈল (আ) কে দিয়ে তার সাহায্য করেছে যতোক্ষণ সে এই গৌরবজনক কাজে নিয়োজিত ছিলো। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযি)

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : أُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ مَعَكَ -

হযরত বারা' (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (সা) বানু কুরাইযার যুদ্ধের সময় হযরত হাস্‌সান বিন সাবিতকে বললেন ঃ তুমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপপূর্ণ কবিতা বলতে থাকো। যতোক্ষণ তুমি এ কাজে নিয়োজিত থাকবে ততোক্ষণ জিব্রাঈল (আ) তোমার সাথে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)

তীর্যক বাণী তীরের চেয়েও মারাত্মক

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِيْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ :

خَلُّوْا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهٖ
اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهٖ
ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهٖ
وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهٖ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِىْ حَرَمِ اللّٰهِ تَقُوْلُ الشِّعْرَ. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَلِّ عَنْهُ يَاعُمَرُ - فَلَهِىَ اَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) যখন হুদাইবিয়ার পরের বৎসর উমরা পালনের জন্য মক্কা শরীফ প্রবেশ করেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা নবী করীম (সা) এর আগে আগে চলছিলেন এবং নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ

কাফিরের বাচ্চারা! রাসূলের (সা) রাস্তা থেকে যা সরিয়া
আজ তোদের জন্য আছে লাঞ্ছনার দরিয়া।
(তোদের আযাব আজ) মাথা থেকে ফারাক করা হবে দেহ,
ভুলে যাবে বন্ধুকে বন্ধু মনে করিবেনা কেহ॥

এ কবিতা শুনে হযরত উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র ঘরের সামনে এবং রাসূল (সা) এর সামনেও তুমি কবিতা আবৃত্তি থেকে বিরত রইলে না! রাসূল (সা) বললেন ঃ উমর! তাকে নিষেধ করোনা। ওর কবিতা দুশমনের কলিজার মধ্যে তীরের চেয়েও বেশী আঘাত করছে। (তিরমিযি, নাসাঈ)

হযরত হাস্সান বিন সাবিত যে সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন, তার একটি নমুনা নিচে দেয়া হলো ঃ

هَجَرْتَ مُحَمَّدًا فَاَجَبْتُ عَنْهُ
وَعِنْدَ اللّٰهِ نِىْ ذَاكَ الْجَزَاءُ
هَجَرْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا
رَسُوْلَ اللّٰهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ
اَتَهْجُوْهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ
فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ
فَاِنَّ اَبِىْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِى
لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ

www.pathagar.com

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِىْ حَرَمِ اللّٰهِ تَقُوْلُ الشِّعْرَ. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَلِّ عَنْهُ يَاعُمَرُ - فَلَهِىَ اَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) যখন হুদাইবিয়ার পরের বৎসর উমরা পালনের জন্য মক্কা শরীফ প্রবেশ করেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা নবী করীম (সা) এর আগে আগে চলছিলেন এবং নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ

কাফিরের বাচ্চারা! রাসূলের (সা) রাস্তা থেকে যা সরিয়া
আজ তোদের জন্য আছে লাঞ্ছনার দরিয়া।
(তোদের আযাব আজ) মাথা থেকে ফারাক করা হবে দেহ,
ভুলে যাবে বন্ধুকে বন্ধু মনে করিবেনা কেহ॥

এ কবিতা শুনে হযরত উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র ঘরের সামনে এবং রাসূল (সা) এর সামনেও তুমি কবিতা আবৃত্তি থেকে বিরত রইলে না! রাসূল (সা) বললেন ঃ উমর! তাকে নিষেধ করোনা। ওর কবিতা দুশমনের কলিজার মধ্যে তীরের চেয়েও বেশী আঘাত করছে। (তিরমিযি, নাসাঈ)

হযরত হাস্সান বিন সাবিত যে সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন, তার একটি নমুনা নিচে দেয়া হলো ঃ

هَجَرْتَ مُحَمَّدًا فَاَجَبْتُ عَنْهُ
وَعِنْدَ اللّٰهِ نِىْ ذَاكَ الْجَزَاءُ
هَجَرْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيًّا
رَسُوْلَ اللّٰهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ
اَتَهْجُوْهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ
فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ
فَاِنَّ اَبِىْ وَ وَالِدَهُ وَ عِرْضِىْ
لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ

www.pathagar.com

ওহে মুশরিক!
তোরা মুহাম্মদকে (সা) করিস যতো তিরস্কার
তোদের ধিক!
দিচ্ছি জবাব, খোদার নিকট যে মোর পুরস্কার।
মুহাম্মদকে তিরস্কার করে, করেছিস বড়ো ভুল
অথচ তিনি নেককার, ক্ষমাশীল, আল্লাহ্‌তে মশগুল।
যে পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধে খুলেছো জবান
মনে রেখো কখনো হতে পারবে না তার সমান,
চিরকাল তোরা তার চেয়ে নিচু।
আমার পিতা, দাদা ও সকল সম্মান,
লুটিয়ে দিয়েছি চরণ তলে, মুহাম্মদ যার নাম[১]

(সীরাতে ইবনে হিশাম)

কাব্য জিহাদে মনের প্রশান্তি

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : هَجَاهُمْ - يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى -

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি– হাস্‌সান মুশরিকদের ব্যঙ্গ কাব্যের জবাব দিয়ে সে তার নিজের মনের এবং আমার মনের প্রশান্তি এনে দিয়েছে। (জিহাদে ইসলামী -খলিল হামেদী)

১. উপরোক্ত কবিতা দুটোর পদ্যানুবাদ করেছেন– জনাব মুশফিকুর রহমান, কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

www.pathagar.com

ওহে মুশরিক!
তোরা মুহাম্মদকে (সা) করিস যতো তিরস্কার
তোদের ধিক!
দিচ্ছি জবাব, খোদার নিকট যে মোর পুরস্কার।
মুহাম্মদকে তিরস্কার করে, করেছিস বড়ো ভুল
অথচ তিনি নেককার, ক্ষমাশীল, আল্লাহ্তে মশগুল।
যে পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধে খুলেছো জবান
মনে রেখো কখনো হতে পারবে না তার সমান,
চিরকাল তোরা তার চেয়ে নিচু।
আমার পিতা, দাদা ও সকল সম্মান,
লুটিয়ে দিয়েছি চরণ তলে, মুহাম্মদ যার নাম[১]

(সীরাতে ইবনে হিশাম)

কাব্য জিহাদে মনের প্রশান্তি

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : هَجَاهُمْ - يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى -

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি- হাস্সান মুশরিকদের ব্যঙ্গ কাব্যের জবাব দিয়ে সে তার নিজের মনের এবং আমার মনের প্রশান্তি এনে দিয়েছে। (জিহাদে ইসলামী -খলিল হামেদী)

১. উপরোক্ত কবিতা দুটোর পদ্মানুবাদ করেছেন- জনাব মুশফিকুর রহমান, কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِى بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهَا فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি উহুদ যুদ্ধের ময়দানে হযরত আয়শা বিনতে আবু বকর (রা) ও হযরত উম্মে সুলাইম (বর্ণনাকারীর মা) কে কামিসের দু'হাতা কব্জির উপর গুটানো এবং তাদের সালোয়ার পায়ের টাখনুর উপরে তুলে গুটিয়ে রাখা অবস্থায় দেখেছি। তাদের পায়ের টাখনুর উপরেও কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। তারা উভয়ে পিঠে করে পানির পাত্র বহন করছিলেন এবং আহত সৈন্যদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। যখন তাদের পানির পাত্র খালি হয়ে যেতো তখন আবার তা ভর্তি করে আনতেন এবং পান করাতে থাকতেন।
(বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْا بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ مَعَهُ فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে যুদ্ধে উম্মে সুলাইম ও অন্যান্য মহিলাগণ অংশগ্রহণ করতেন। পুরুষেরা যুদ্ধ করতেন আর মহিলাগণ পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতেন।
(মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি)

www.pathagar.com

মহিলাদের জিহাদে অংশগ্রহণ

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ اُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى سُوْقِهِمَا تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهَا فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَاٰنِهَا ثُمَّ تَجِيْبَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি উহুদ যুদ্ধের ময়দানে হযরত আয়শা বিনতে আবু বকর (রা) ও হযরত উম্মে সুলাইম (বর্ণনাকারীর মা) কে কামিসের দু'হাতা কব্জির উপর গুটানো এবং তাদের সালোয়ার পায়ের টাখনুর উপরে তুলে গুটিয়ে রাখা অবস্থায় দেখেছি। তাদের পায়ের টাখনুর উপরেও কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। তারা উভয়ে পিঠে করে পানির পাত্র বহন করছিলেন এবং আহত সৈন্যদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। যখন তাদের পানির পাত্র খালি হয়ে যেতো তখন আবার তা ভর্তি করে আনতেন এবং পান করাতে থাকতেন। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْا بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ مَعَهُ فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে যুদ্ধে উম্মে সুলাইম ও অন্যান্য মহিলাগণ অংশগ্রহণ করতেন। পুরুষেরা যুদ্ধ করতেন আর মহিলাগণ পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা শুশ্রুষা করতেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি)

www.pathagar.com

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : كُنَّا نَغْزُوا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخْدِمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحٰى وَالْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

হযরত রুবাইয়ি' বিনতে মুত্তয়াওবিজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম। আমরা সৈন্যদেরকে পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতাম এবং আহত ও নিহতদেরকে মদীনায় পৌঁছে দিতাম। (বুখারী, মুসনাদে আহমদ)

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا غَزَوْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَخْلُفُهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ فَاَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَاُدَاوِى الْجَرْحٰى وَاَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى -

হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ আমি ৭টি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছি। পুরুষগণ যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলে আমি তাবুতে তাদের মাল সামানার দেখাশুনা করতাম, খাদ্য পাকাতাম, আহত সৈনিকের পরিচর্যা ও রোগীর সেবা করতাম। (মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِتَّخَذَتْ خَنْجَرًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَتْ اِتَّخَذْتُهُ اِنْ دَنَا مِنِّىْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بَقَرْتُ بَطْنَهُ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন (বর্ণনাকারীর মা) উম্মে সুলাইম একটি বড়ো ছুরি নিয়ে ঘুরাফেরা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

www.pathagar.com

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : كُنَّا نَغْزُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدِمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحٰى وَالْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

হযরত রুবাইয়ি' বিনতে মুত্তয়াওবিজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম। আমরা সৈন্যদেরকে পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা শুশ্রুষা করতাম এবং আহত ও নিহতদেরকে মদীনায় পৌঁছে দিতাম। (বুখারী, মুসনাদে আহমদ)

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَخْلُفُهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ فَاَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَ اُدَاوِى الْجَرْحٰى وَ اَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى -

হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ আমি ৭টি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছি। পুরুষগণ যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলে আমি তাবুতে তাদের মাল সামানার দেখাশুনা করতাম, খাদ্য পাকাতাম, আহত সৈনিকের পরিচর্যা ও রোগীর সেবা করতাম। (মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِتَّخَذَتْ خَنْجَرًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَتْ اِتَّخَذْتُهُ اِنْ دَنَا مِنِّىْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بَقَرْتُ بَطْنَهُ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন (বর্ণনাকারীর মা) উম্মে সুলাইম একটি বড়ো ছুরি নিয়ে ঘুরাফেরা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটি কেন রেখেছো? তিনি বললেন ঃ এটি আমি এজন্যই রেখেছি, যদি কোন মুশরিক আমার নিকটবর্তী হয়, তবে আমি এ ছুরি দিয়ে তার পেট ফুঁড়ে দেবো। (মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসসমূহে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে মহিলারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে। এবং যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের পর্দার ব্যাপারও কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। নবী করীম (সা) এর সাথে যে সমস্ত মহিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন, অবশ্য তাদের স্বামীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। আর গণি-মতের মালে তাদের কোন অংশ নির্ধারিত নেই। তবে রাসূল (সা) এমনিই তাদেরকে উপহার স্বরূপ কিছু দিয়ে দিতেন। উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আরো একটি কথা বুঝা যায় যে, সে সমাজে শুধুমাত্র পুরুষগণই জিহাদের জন্য এবং শাহাদাতের জন্য পাগল থাকতেন না। মহিলাগণও জিহাদে যোগদানের জন্য পেরেশান থাকতেন।

www.pathagar.com

তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটি কেন রেখেছো? তিনি বললেন ঃ এটি আমি এজন্যই রেখেছি, যদি কোন মুশরিক আমার নিকটবর্তী হয়, তবে আমি এ ছুরি দিয়ে তার পেট ফুঁড়ে দেবো। (মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসসমূহে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে মহিলারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে। এবং যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের পর্দার ব্যাপারও কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। নবী করীম (সা) এর সাথে যে সমস্ত মহিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন, অবশ্য তাদের স্বামীগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। আর গণিমতের মালে তাদের কোন অংশ নির্ধারিত নেই। তবে রাসূল (সা) এমনিই তাদেরকে উপহার স্বরূপ কিছু দিয়ে দিতেন। উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আরো একটি কথা বুঝা যায় যে, সে সমাজে শুধুমাত্র পুরুষগণই জিহাদের জন্য এবং শাহাদাতের জন্য পাগল থাকতেন না। মহিলাগণও জিহাদে যোগদানের জন্য পেরেশান থাকতেন।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

মুজাহিদকে সাহায্য করা

- *মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশুনা করা*
- *মুজাহিদকে সাহায্য করা*
- *মুজাহিদ পরিবারের মহিলাদেরকে সম্মান প্রদর্শন*

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

মুজাহিদকে সাহায্য করা

০ মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশুনা করা

০ মুজাহিদকে সাহায্য করা

০ মুজাহিদ পরিবারের মহিলাদেরকে সম্মান প্রদর্শন

www.pathagar.com

মুজাহিদকে সাহায্য সহযোগীতা করা

মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশুনা করা

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا - وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِه بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا -

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) হতে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করে দিলো সে যেনো স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার পরিজনের দেখাশুনা করলো সেও যেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো।
(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ)

মুজাহিদকে সাহায্য করা

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ اَظَلَّ رَأْس غَازٍ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتّٰى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِه حَتّٰى يَمُوْتَ - قَالَ قَالَ يُوْنُسُ حَتّٰى يَرْجِعَ -

মুজাহিদকে সাহায্য সহযোগীতা করা

মুজাহিদ পরিবারকে দেখাশুনা করা

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا - وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِه بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا -

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করে দিলো সে যেনো স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার পরিজনের দেখাশুনা করলো সেও যেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ)

মুজাহিদকে সাহায্য করা

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ اَظَلَّ رَأْس غَازٍ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتّٰى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِه حَتّٰى يَمُوتَ - قَالَ قَالَ يُوْنُسُ حَتّٰى يَرْجِعُ -

www.pathagar.com

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের মাথার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার মাথার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাজিদকে এমন পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ দেবে যে, সে স্বয়ং সম্পন্ন হয়ে যাবে। তখন তার (দাতার) আমলনামায় মুজাহিদের সমতুল্য সওয়াব লিখা হতে থাকবে যতোক্ষণ সে শহীদ না হয়।

হযরত ইউনুস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- যতোক্ষণ সে বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করে। (মুসনাদে আহমদ)

মুজাহিদ পরিবারের মহিলাদেরকে সম্মান প্রদর্শন

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِّنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ اَهْلِهٖ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ اِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَاْخُذُ مِنْ عَمَلِهٖ مَاشَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ -

হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ গৃহে অবস্থানকারী পুরুষগণের নিকট মুজাহিদের স্ত্রীদের মর্যাদা মায়ের মতো। যদি কেউ কোন মুজাহিদ পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে (সতীত্ব নাশ কিংবা অন্য কোনভাবে) খিয়ানত করে, তবে খিয়ানতকারীকে কিয়ামতের দিন আটকে রেখে মুজাহিদকে বলা হবে ঃ তুমি তার নেক আমলসমূহ ইচ্ছেমতো গ্রহণ করো। রাসূল (সা) বললেন ঃ এ ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা?

www.pathagar.com

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের মাথার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার মাথার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাজিদকে এমন পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ দেবে যে, সে স্বয়ং সম্পন্ন হয়ে যাবে। তখন তার (দাতার) আমলনামায় মুজাহিদের সমতুল্য সওয়াব লিখা হতে থাকবে যতোক্ষণ সে শহীদ না হয়।

হযরত ইউনুস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- যতোক্ষণ সে বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করে। (মুসনাদে আহমদ)

মুজাহিদ পরিবারের মহিলাদেরকে সম্মান প্রদর্শন

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ اَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ اِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَاْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ -

হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ গৃহে অবস্থানকারী পুরুষগণের নিকট মুজাহিদের স্ত্রীদের মর্যাদা মায়ের মতো। যদি কেউ কোন মুজাহিদ পরিবারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে (সতীত্ব নাশ কিংবা অন্য কোনভাবে) খিয়ানত করে, তবে খিয়ানতকারীকে কিয়ামতের দিন আটকে রেখে মুজাহিদকে বলা হবে ঃ তুমি তার নেক আমলসমূহ ইচ্ছেমতো গ্রহণ করো। রাসূল (সা) বললেন ঃ এ ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা?

www.pathagar.com

(মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

তোমাদের কি ধারণা? এ বাক্য দিয়ে নবী করীম (সা) কি বলতে চেয়েছেন, সে ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন – তোমরা কি মনে করো সে কোন নেকী অবশিষ্ট রাখবে? অথবা এ অপরাধের শাস্তি কি এরূপ হওয়া উচিত নয়? ইত্যাদি।

'তাদেরকে মায়ের মতো মনে করতে হবে', বলে বুঝানো হয়েছে যে, কোন মানুষ সে যতোই খারাপ ও ভ্রষ্ট হোক না কেন, সে যেমন তার মায়ের দিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে তাকায়, কখনো মাকে নিয়ে খারাপ ও রুচিবিরুদ্ধ কোন কল্পণাও করেনা। ঠিক তেমনিভাবে মুজাহিদ পরিবারের প্রতিটি স্ত্রীলোককেই মায়ের মতো সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

www.pathagar.com

(মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

তোমাদের কি ধারণা? এ বাক্য দিয়ে নবী করীম (সা) কি বলতে চেয়েছেন, সে ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন - তোমরা কি মনে করো সে কোন নেকী অবশিষ্ট রাখবে? অথবা এ অপরাধের শাস্তি কি এরূপ হওয়া উচিত নয়? ইত্যাদি।

'তাদেরকে মায়ের মতো মনে করতে হবে', বলে বুঝানো হয়েছে যে, কোন মানুষ সে যতোই খারাপ ও ভ্রষ্ট হোক না কেন, সে যেমন তার মায়ের দিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে তাকায়, কখনো মাকে নিয়ে খারাপ ও রুচিবিরুদ্ধ কোন কল্পণাও করেনা। ঠিক তেমনিভাবে মুজাহিদ পরিবারের প্রতিটি স্ত্রীলোককেই মায়ের মতো সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

শাহাদাত এবং শহীদ

- শাহাদাত ঃ ক্ষমা ও রহ্মতের গ্যারাণ্টি
- শহীদগণ অমর
- শহীদগণ বারবার শহীদ হবার আকাঙ্খা পোষণ করবে
- শহীদগণ প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে
- শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার
- আল্লাহ্র পথে নিবেদিত দুটো ফোটা
- শহীদ চার প্রকার
- আল্লাহ্র পথে নিহত তিন শ্রেণীর লোক
- শহীদগণ নবীগণের ভাই
- শহীদি মৃত্যু যন্ত্রণা বিহীন

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

শাহাদাত এবং শহীদ

- শাহাদাত ঃ ক্ষমা ও রহ্মতের গ্যারাণ্টি
- শহীদগণ অমর
- শহীদগণ বারবার শহীদ হবার আকাঙ্খা পোষণ করবে
- শহীদগণ প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে
- শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার
- আল্লাহ্র পথে নিবেদিত দুটো ফোটা
- শহীদ চার প্রকার
- আল্লাহ্র পথে নিহত তিন শ্রেণীর লোক
- শহীদগণ নবীগণের ভাই
- শহীদি মৃত্যু যন্ত্রণা বিহীন

www.pathagar.com

শাহাদাত এবং শহীদ

শাহাদাত ঃ ক্ষমা ও রহমতের গ্যারান্টি

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ -

যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাত বরণ করো কিংবা মরে যাও, তবে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের জন্য থাকবে অজস্র ক্ষমা ও রহমত। লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করে তার থেকে এটি (অধিকতর) উত্তম। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৭)

শহীদগণ অমর

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ (ط) بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لاَّ تَشْعُرُوْنَ -

যারা আল্লাহ্‌র পথে জীবন দেয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা এ ব্যাপারটি বুঝতে পারো না : (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا (ط) بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

যারা আল্লাহ্‌র পথে জীবন বিলিয়ে দেয় তাদেরকে মৃত মনে করোনা। বরং তারা জীবিত এবং তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তারা রিযিক পাচ্ছে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭০)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ اِنَّهُ لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ يَوْمَ اُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ

www.pathagar.com

শাহাদাত এবং শহীদ

শাহাদাত ঃ ক্ষমা ও রহমতের গ্যারান্টি

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ
رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ -

যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে শাহাদাত বরণ করো কিংবা মরে যাও, তবে আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদের জন্য থাকবে অজস্র ক্ষমা ও রহমত। লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করে তার থেকে এটি (অধিকতর) উত্তম। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৭)

শহীদগণ অমর

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ (ط)
بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ -

যারা আল্লাহ্র পথে জীবন দেয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা এ ব্যাপারটি বুঝতে পারো না : (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا (ط) بَلْ
اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

যারা আল্লাহ্র পথে জীবন বিলিয়ে দেয় তাদেরকে মৃত মনে করোনা। বরং তারা জীবিত এবং তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তারা রিযিক পাচ্ছে।
(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭০)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِاَصْحَابِهِ اِنَّهُ لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ يَوْمَ اُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ

www.pathagar.com

فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَاوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا مَاكَلَهُمْ وَمَشْرَبَهُمْ وَمَقِيْلَهُمْ قَالُوْا مَنْ يُّبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا اَنَّنَا اَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِى الْجَنَّةِ وَلَا يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا (ط) بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথীদের সম্বোধন করে বললেন– তোমাদের যে সমস্ত ভাইয়েরা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রুহ্গুলোকে সবুজপাখীর অভ্যন্তরে স্থাপন করে দিয়েছেন। তারা জান্নাতের নদী-নালার উপর উড়ে বেড়ায় এবং জান্নাতের ফলমূল ভক্ষণ করে। আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত স্বর্ণের ঝাড়বাতিতে গিয়ে অবস্থান করে। যখন তারা এরূপ সুমিষ্ট পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য ও আরামদায়ক মনোরম শয্যা লাভ করলো, তখন তারা স্বতঃই বলতে লাগলো ঃ আহ! কে আমাদের ভাইদের নিকট এ সংবাদ পৌছে দেবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত (ও পরমানন্দে) আছি। যেনো তারা জান্নাত লাভে অনীহা প্রকাশ না করে এবং জিহাদের ময়দানে পশ্চাতপদ না হয়। তাদের এ আকাংখার উত্তরে আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি তোমাদের পক্ষ থেকে সংবাদ পৌছে দেবো। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ যারা আল্লাহ্র পথে জীবন দিয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করোনা, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকা পাচ্ছে।

(আবু দাউদ, আহমদ)

যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে তখন শূণ্যে বিচরণের জন্য কোন যান নির্মিত হয়নি। তবে পাখি যেহেতু শূণ্যে বিচরণ করে তাই বুঝানোর জন্য পাখীর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। হাদীসের আধুনিক ব্যাখাতাগণ বলেন ঃ এটি রকেট অথবা প্লেন ধরনের কোন দ্রুতগতি সম্পন্ন যান হবে। যাতে চড়ে গোটা জান্নাতে নির্বিঘ্নেই পরিভ্রমন করা যায়। (তানবীরুল মিশকাত)

www.pathagar.com

فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَاْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَاْوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا مَاكَلَهُمْ وَمَشْرَبَهُمْ وَمَقِيْلَهُمْ قَالُوْا مَنْ يُّبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا اَنَّنَا اَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِى الْجَنَّةِ وَلَا يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا (ط) بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথীদের সম্বোধন করে বললেন– তোমাদের যে সমস্ত ভাইয়েরা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রুহ্গুলোকে সবুজপাখীর অভ্যন্তরে স্থাপন করে দিয়েছেন। তারা জান্নাতের নদী-নালার উপর উড়ে বেড়ায় এবং জান্নাতের ফলমূল ভক্ষণ করে। আরশের ছায়ায় ঝুলন্ত স্বর্ণের ঝাড়বাতিতে গিয়ে অবস্থান করে। যখন তারা এরূপ সুমিষ্ট পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য ও আরামদায়ক মনোরম শয্যা লাভ করলো, তখন তারা স্বতঃই বলতে লাগলো ঃ আহ! কে আমাদের ভাইদের নিকট এ সংবাদ পৌছে দেবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত (ও পরমানন্দে) আছি। যেনো তারা জান্নাত লাভে অনীহা প্রকাশ না করে এবং জিহাদের ময়দানে পশ্চাতপদ না হয়। তাদের এ আকাংখার উত্তরে আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি তোমাদের পক্ষ থেকে সংবাদ পৌছে দেবো। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ যারা আল্লাহ্র পথে জীবন দিয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করোনা, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে জীবিকা পাচ্ছে।

(আবু দাউদ, আহ্মদ)

যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে তখন শূণ্যে বিচরণের জন্য কোন যান নির্মিত হয়নি। তবে পাখি যেহেতু শূণ্যে বিচরণ করে তাই বুঝানোর জন্য পাখীর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। হাদীসের আধুনিক ব্যাখাতাগণ বলেন ঃ এটি রকেট অথবা প্লেন ধরনের কোন দ্রুতগতি সম্পন্ন যান হবে। যাতে চড়ে গোটা জান্নাতে নির্মিষেই পরিভ্রমন করা যায়। (তানবীরুল মিশকাত)

www.pathagar.com

শহীদগণ বার বার শহীদ হবার আকাংখা পোষণ করবে

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ اٰدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَّ مَنْزِلَكَ ؟ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُوْلُ: سَلْ وَتَمَنَّهْ - فَيَقُوْلُ : مَا اَسْاَلُ وَ اَتَمَنّٰى اِلَّا اَنْ تَرُدَّنِىْ اِلَى الدُّنْيَا فَاُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ - لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ হে আদমের সন্তান! তোমরা কেমন আবাসস্থল পেয়েছো? তারা বলবে ঃ আমরা অতিউত্তম আবাসস্থল পেয়েছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের কি আর কিছু চাওয়া পাওয়ার আছে? তারা বলবে ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আর কিছুই চাওয়া পাওয়ার নেই। শুধু একটি বাসনা আছে। তা হলো তুমি আমাদেরকে দশবার জীবিত করে পৃথিবীতে পাঠাও এবং দশবারই তোমার পথে জীবন দিয়ে আসি। তারা শহীদের মর্যাদা দেখে একরম বাসনা করবে। (নাসাঈ. আহমদ)

শহীদগণ প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَ عَلَىَّ اَوَّلُ ثَلٰثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : شَهِيْدٌ وَعَفِيْفٌ وَمُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী তিন প্রকার লোককে আমার নিকট উপস্থিত করা হয়েছে। (ঐ তিন প্রকার লোক যথাক্রমে) (১) শহীদ (২) সংযমী ও উত্তমরূপে আল্লাহ্র ইবাদাতকারী এবং (৩) মালিকের হিতাকাংখী ক্রীতদাস। (তিরমিযি)

www.pathagar.com

শহীদগণ বার বার শহীদ হবার আকাংখা পোষণ করবে

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ اٰدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَّ مَنْزِلَكَ ؟ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُوْلُ: سَلْ وَتَمَنَّهْ - فَيَقُوْلُ : مَا اَسْاَلُ وَاَتَمَنّٰى اِلَّا اَنْ تَرُدَّنِىْ اِلَى الدُّنْيَا فَاُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ - لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ হে আদমের সন্তান! তোমরা কেমন আবাসস্থল পেয়েছো? তারা বলবে ঃ আমরা অতিউত্তম আবাসস্থল পেয়েছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের কি আর কিছু চাওয়া পাওয়ার আছে? তারা বলবে ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আর কিছুই চাওয়া পাওয়ার নেই। শুধু একটি বাসনা আছে। তা হলো তুমি আমাদেরকে দশবার জীবিত করে পৃথিবীতে পাঠাও এবং দশবারই তোমার পথে জীবন দিয়ে আসি। তারা শহীদের মর্যাদা দেখে একরম বাসনা করবে। (নাসাঈ. আহমদ)

শহীদগণ প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَ عَلَىَّ اَوَّلُ ثَلٰثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : شَهِيْدٌ وَعَفِيْفٌ وَمُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী তিন প্রকার লোককে আমার নিকট উপস্থিত করা হয়েছে। (ঐ তিন প্রকার লোক যথাক্রমে) (১) শহীদ (২) সংযমী ও উত্তমরূপে আল্লাহ্র ইবাদাতকারী এবং (৩) মালিকের হিতাকাংখী ক্রীতদাস। (তিরমিযি)

www.pathagar.com

শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُلَهُ فِىْ اَوَّلِ رَفْعَةٍ مِنْ دَمِهٖ- وَيُرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ - وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - وَيَاْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ - وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَافِيْهَا - وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ - وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرِبَائِهٖ -

হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ শহীদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ছয়টি পুরস্কার সংরক্ষিত আছে। যথা ঃ

(১) তার রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার পূর্বেই তাকে মা'ফ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতে তার আবাসস্থল দেখানো হয়।

(২) তাকে কবর আযাব থেকে নিরাপত্তা দান করা হয়।

(৩) মহাভীতি থেকে নিঃশংক রাখা হবে।

(৪) তার মাথায় ইয়াকুতের মুকুট পরানো হবে, তার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তার যাবতীয় সম্পদ থেকে উত্তম।

(৫) ৭২ জন হুরকে তার স্ত্রী হিসেবে দেয়া হবে।

(৬) তার নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ৭০ জনের সুপারিশ কবুল করা হবে।

(তিরমিযি, ইবনে মাজা, আহমদ)

www.pathagar.com

শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُلَهُ فِيْ اَوَّلِ رَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ- وَيَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ - وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - وَيَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ - وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا - وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ - وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرِبَائِهِ -

হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ শহীদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ছয়টি পুরস্কার সংরক্ষিত আছে। যথা ঃ

(১) তার রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার পূর্বেই তাকে মা'ফ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতে তার আবাসস্থল দেখানো হয়।

(২) তাকে কবর আযাব থেকে নিরাপত্তা দান করা হয়।

(৩) মহাভীতি থেকে নিঃশংক রাখা হবে।

(৪) তার মাথায় ইয়াকুতের মুকুট পরানো হবে, তার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তার যাবতীয় সম্পদ থেকে উত্তম।

(৫) ৭২ জন হুরকে তার স্ত্রী হিসেবে দেয়া হবে।

(৬) তার নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ৭০ জনের সুপারিশ কবুল করা হবে।

(তিরমিযি, ইবনে মাজা, আহমদ)

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত দুটো ফোটা

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاثَرَيْنِ : قَطْرَةٍ مِنْ دُمُوْعٍ فِىْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةِ دَمٍ تُهْرَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَاَمَّا الْاَثَرَانِ فَاَثَرٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَثَرٌ فِىْ فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ -

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ দুটো ফোটা এবং দুটো চিহ্ন ছাড়া আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় আর কিছু নেই। ফোটা দুটোর একটি আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দনে অশ্রুর ফোটা, অপরটি আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত রক্তের ফোটা। চিহ্ন দুটোর একটি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে ক্ষতস্থানের চিহ্ন এবং অপরটি ফরয ইবাদত আদায়ের চিহ্ন। (তিরমিযি)

শহীদ চার প্রকার

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلشُّهَدَاءُ اَرْبَعَةٌ : رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ جَيِّدُ الْاِيْمَانِ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهُ تَعَالَى حَتّٰى قُتِلَ فَذَالِكَ الَّذِىْ يَرْفَعُ النَّاسُ اَعْيُنَهُمْ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا - وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ - فَلَا اَدْرِىْ قَلَنْسُوَةُ عُمَرَ اَرَادَ اَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَجُلٌ مُّؤْمِنٌ جَيِّدُ

আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত দুটো ফোটা

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ
شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَاَثَرَيْنِ : قَطْرَةٍ مِنْ دُمُوْعٍ فِىْ
خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةِ دَمٍ تُهْرَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَاَمَّا الْاَثَرَانِ
فَاَثَرٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَثَرٌ فِىْ فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ -

হযরত আবু উমামা (রা) ~~থেকে বর্ণিত, নবী করী~~ম (সা) বলেছেন ঃ দুটো ফোটা এবং দুটো চিহ্ন ছাড়া আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় আর কিছু নেই। ফোটা দুটোর একটি আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দনে অশ্রুর ফোটা, অপরটি আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত রক্তের ফোটা। চিহ্ন দুটোর একটি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে ক্ষতস্থানের চিহ্ন এবং অপরটি ফরয ইবাদত আদায়ের চিহ্ন। (তিরমিযি)

শহীদ চার প্রকার

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ :
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلشُّهَدَاءُ اَرْبَعَةٌ :
رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ جَيِّدُ الْاِيْمَانِ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ تَعَالٰى حَتّٰى
قُتِلَ فَذَالِكَ الَّذِىْ يَرْفَعُ النَّاسُ اَعْيُنَهُمْ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا -
وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ - فَلَا اَدْرِىْ قَلَنْسُوَةَ عُمَرَ
اَرَادَ اَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجُلٌ مُّؤْمِنٌ جَيِّدُ

الْاِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَاَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهٗ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ اَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٍ فَقَتَلَهٗ فَهُوَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ - وَرَجُلٌ مُّؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُّؤْمِنٌ اَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهٖ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذَالِكَ فِى الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ -

হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ (রা) বলেন ঃ আমি হযরত উমর (রা) কে বলতে শুনেছি এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শোনেছেন ঃ শহীদ চার প্রকারের হবে। যেমন (১) পূর্ণ মুমিন ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হয়ে সত্যতার প্রমাণ দিলো এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলো। কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তির দিকে মানুষ এভাবে মাথা তুলে তাকাবে। একথা বলতে গিয়ে তিনি এতদূর মাথা উঠালেন যে, মাথা থেকে তাঁর টুপি পড়ে গেলো। (ফুযালা থেকে হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ঃ) ফুযালা এ বাক্যের দ্বারা উমর (রা) এর টুপী না রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর টুপী পড়ে যাবার কথা উল্লেখ করেছেন তা আমার স্মরণ নেই।

(২) ঐ মুমিন ব্যক্তি যে শত্রুর সামনাসামনি হয়ে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করলো বটে, কিন্তু বীরত্বের অভাবে তার শরীর যেনো ক্ষতবিক্ষত হয়ে (আহত হয়ে) গিয়েছে, এমতাবস্থায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির তীরের আঘাতে সে নিহত হলো।

(৩) ঐ মুমিন ব্যক্তি যে জীবনে পুণ্যের সাথে পাপের মিশ্রন ঘটিয়েছে, সে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যথার্থ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে নিহত হলো।

(৪) ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে জীবনে বহু পাপ করেছে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হলো। (এরা প্রত্যেকেই শহীদ)।

(তিরমিযি)

www.pathagar.com

الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٍ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ - وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذَالِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ -

হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ (রা) বলেন ঃ আমি হযরত উমর (রা) কে বলতে শুনেছি এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শোনেছেন ঃ শহীদ চার প্রকারের হবে। যেমন (১) পূর্ণ মুমিন ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হয়ে সত্যতার প্রমাণ দিলো এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলো। কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তির দিকে মানুষ এভাবে মাথা তুলে তাকাবে। একথা বলতে গিয়ে তিনি এতদূর মাথা উঠালেন যে, মাথা থেকে তাঁর টুপি পড়ে গেলো। (ফুযালা থেকে হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ঃ) ফুযালা এ বাক্যের দ্বারা উমর (রা) এর টুপী না রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর টুপী পড়ে যাবার কথা উল্লেখ করেছেন তা আমার স্মরণ নেই।

(২) ঐ মুমিন ব্যক্তি যে শত্রুর সামনাসামনি হয়ে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করলো বটে, কিন্তু বীরত্বের অভাবে তার শরীর যেনো ক্ষতবিক্ষত হয়ে (আহত হয়ে) গিয়েছে, এমতাবস্থায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির তীরের আঘাতে সে নিহত হলো।

(৩) ঐ মুমিন ব্যক্তি যে জীবনে পুণ্যের সাথে পাপের মিশ্রন ঘটিয়েছে, সে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যথার্থ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে নিহত হলো।

(৪) ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে জীবনে বহু পাপ করেছে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হলো। (এরা প্রত্যেকেই শহীদ)।

(তিরমিযি)

www.pathagar.com

আলোচ্য হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ হাদীসটিকে আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এখানে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন যে শহীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা পূর্ণ মুমিন এবং পূণ্যবান। তারা আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত। তাদের জীবনের যাবাতীয় কর্মতৎপরতা আবির্তত হয় একটি মূলনীতির ভিত্তিতে তা হচ্ছে –

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

(আমার নামায, আমার যাবতীয় তৎপরতা, আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গিত।)

তাই যখনই তারা জিহাদের আহবান শুনে তখন ই তাদের ঈমানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় (فزدهم ايمنا)। ফলে আল্লাহ্‌র সাথে জানমালের বিনিময়ে জান্নাতের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা তারা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেয়।

প্রথম শ্রেণীর শহীদ কারা? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ يَلْقَوْا فِى الصَّفِّ لَا يَلْفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا
–اُولٰئِكَ يَنْطَلِقُوْنَ فِى الْغُرَفِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ وَيَضْحَكُ
اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَاِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ اِلٰى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ
عَلَيْهِ (مسند احمد)

প্রথম শ্রেণীর শহীদ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে শত্রুর মুকাবেলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করলো কিন্তু শত্রু থেকে (একবারের জন্যও) মুখ ফিরালো না। এরা জান্নাতের সর্বোচ্চ বালাখানার মধ্যে অবস্থান করবে। তার দৃঢ়তা দেখে আল্লাহ্‌ও খুশী হয়ে হেসে দেন। আর যখন তোমাদের প্রতিপালক দুনিয়ায় কারো উপর হেসে দেন তখন আখিরাতে ঐ বান্দার আর কোন হিসেব নেই। (বিনা হিসেবে জান্নাত)। (মুসনাদে আহমদ)

www.pathagar.com

আলোচ্য হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ হাদীসটিকে আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এখানে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন যে শহীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা পূর্ণ মুমিন এবং পূণ্যবান। তারা আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত। তাদের জীবনের যাবাতীয় কর্মতৎপরতা আবির্তত হয় একটি মূলনীতির ভিত্তিতে তা হচ্ছে –

إِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

(আমার নামায. আমার যাবতীয় তৎপরতা. আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গিত।)

তাই যখনই তারা জিহাদের আহবান শুনে তখন ই তাদের ঈমানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় (فزدهم ايمنا)। ফলে আল্লাহ্‌র সাথে জানমালের বিনিময়ে জান্নাতের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা তারা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেয়।

প্রথম শ্রেণীর শহীদ কারা? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ يَلْقَوْا فِى الصَّفِّ لَا يَلْفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا -اُولٰئِكَ يَنْطَلِقُوْنَ فِى الْغُرَفِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَاِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ اِلٰى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ (مسند احمد)

প্রথম শ্রেণীর শহীদ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে শত্রুর মুকাবেলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করলো কিন্তু শত্রু থেকে (একবারের জন্যও) মুখ ফিরালো না। এরা জান্নাতের সর্বোচ্চ বালাখানার মধ্যে অবস্থান করবে। তার দৃঢ়তা দেখে আল্লাহ্‌ও খুশী হয়ে হেসে দেন। আর যখন তোমাদের প্রতিপালক দুনিয়ায় কারো উপর হেসে দেন তখন আখিরাতে ঐ বান্দার আর কোন হিসেব নেই। (বিনা হিসেবে জান্নাত)। (মুসনাদে আহমদ)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় স্তরের শহীদগণ ঈমান ও আমলের দিকে প্রথম স্তরের শহদীদের মতোই তবে বাস্তব ময়দানে নানামুখী দূর্বলতার কারণে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে না বটে, কিন্তু দীনের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও লড়তে প্রস্তুত থাকে। এমতাবস্থায় কোন অজ্ঞাত শত্রুর আক্রমণে শাহাদাত বরণ করে।

তৃতীয় স্তরের শহীদগণ হচ্ছে তারা, যাদের ঈমানে কোন দূর্বলতা নেই তবে আমলে কিছুটা দূর্বলতা আছে।

অর্থাৎ পাপপূর্ণ উভয়ই সমান কিন্তু জিহাদের ময়দানে অত্যন্ত বীরত্ব ও কৌশলপূর্ণ অবদান রেখে কাফেরদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করতে করতে সাহাদাত বরণ করে। তাদের রক্তের প্রথম ফোটাটি মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়ে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন।

চতুর্থ স্তরের শহীদ হচ্ছে সে সব লোক যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু দুনিয়ার মোহে পড়ে পাপের দিকে ঝুকে পড়েছে। এমন কি তার আমলনামায় পাপের পরিমাণও বেশী রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্, রাসূল ও দীনের মহব্বতে ও জিহাদের আহবানে স্বতস্ফুর্ত সাড়া দিয়ে প্রথম স্তরের শহীদদের মতো বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে জীবন দিয়ে দেয়, আল্লাহ্ সাথে সাথে তার সমস্ত পাপরাশি মাফ করে দেন এবং তাকে শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

এ তারতম্য শুধু শহীদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেননা চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ হচ্ছে শহীদদের মধ্যে নিম্নস্তরের শহীদ। তবুও এরা যে সব নেয়ামত ও সুযোগ সুবিধা লাভ করবে, যারা শহীদ নয় এমন একজন জান্নাতী চেয়ে তা হবে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কাজেই যারা প্রথম শ্রেণীর শহীদ হিসেবে গণ্য হবে তাদের মর্যাদা ও নেয়ামতের কথা কল্পনাও করা যায় না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় স্তরের শহীদগণ ঈমান ও আমলের দিকে প্রথম স্তরের শহদীদের মতোই তবে বাস্তব ময়দানে নানামুখী দূর্বলতার কারণে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে না বটে, কিন্তু দীনের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও লড়তে প্রস্তুত থাকে। এমতাবস্থায় কোন অজ্ঞাত শত্রুর আক্রমণে শাহাদাত বরণ করে।

তৃতীয় স্তরের শহীদগণ হচ্ছে তারা, যাদের ঈমানে কোন দূর্বলতা নেই তবে আমলে কিছুটা দূর্বলতা আছে।

অর্থাৎ পাপপূর্ণ উভয়ই সমান কিন্তু জিহাদের ময়দানে অত্যন্ত বীরত্ব ও কৌশলপূর্ণ অবদান রেখে কাফেরদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করতে করতে সাহাদাত বরণ করে। তাদের রক্তের প্রথম ফোটাটি মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়ে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন।

চতুর্থ স্তরের শহীদ হচ্ছে সে সব লোক যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু দুনিয়ার মোহে পড়ে পাপের দিকে ঝুকে পড়েছে। এমন কি তার আমলনামায় পাপের পরিমাণও বেশী রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্, রাসূল ও দীনের মহব্বতে ও জিহাদের আহবানে স্বতস্ফুর্ত সাড়া দিয়ে প্রথম স্তরের শহীদদের মতো বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে জীবন দিয়ে দেয়, আল্লাহ্ সাথে সাথে তার সমস্ত পাপরাশি মাফ করে দেন এবং তাকে শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

এ তারতম্য শুধু শহীদদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেননা চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ হচ্ছে শহীদদের মধ্যে নিম্নস্তরের শহীদ। তবুও এরা যে সব নেয়ামত ও সুযোগ সুবিধা লাভ করবে, যারা শহীদ নয় এমন একজন জান্নাতী চেয়ে তা হবে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কাজেই যারা প্রথম শ্রেণীর শহীদ হিসেবে গণ্য হবে তাদের মর্যাদা ও নেয়ামতের কথা কল্পনাও করা যায় না।

www.pathagar.com

আল্লাহর পথে নিহত তিন শ্রেণীর লোক

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْقَتْلٰى ثَلَاثَةٌ - رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ قَاتَلَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى اِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلَ - فَذَالِكَ الشَّهِيْدُ الْمُفْتَخَرُ - فِىْ خَيْمَةِ اللّٰهِ تَحْتَ عَرْشِهٖ لَايَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ اِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ - وَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ قَرَفَ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنَ الذُّنُوْبِ وَ الْخَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى اِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ مُحِيَتْ ذُنُوْبُهٗ وَخَطَايَاهُ - اِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا وَاُدْخِلَ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ فَاِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ اَبْوَابٍ وَ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ وَبَعْضُهَا اَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ - وَ رَجُلٌ مُّنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالَهٗ حَتّٰى اِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يُقْتَلَ فَاِنَّ ذَالِكَ فِى النَّارِ - اَلسَّيْفُ لَايَمْحُوا النِّفَاقَ -

হযরত উতবা ইবনে আবদুস সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যুদ্ধে নিহত লোক তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। যেমন ঃ

(১) ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বীরত্বের সাথে লড়ে শহীদ হয়, এ ব্যক্তি পরীক্ষিত শহীদ। আল্লাহ্র আরশের তাবুর নীচে তারা অবস্থান করবে। তাদের থেকে নবীগণ মাত্র নবুওয়তের মর্যাদায় অধিক মর্যাদাবান।

www.pathagar.com

আল্লাহর পথে নিহত তিন শ্রেণীর লোক

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْقَتْلٰى ثَلَاثَةٌ - رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ قَاتَلَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلَ - فَذَالِكَ الشَّهِيْدُ الْمُفْتَخَرُ - فِيْ خَيْمَةِ اللّٰهِ تَحْتَ عَرْشِهٖ لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ - وَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ قَرَفَ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنَ الذُّنُوْبِ وَ الْخَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ مُحِيَتْ ذُنُوْبُهٗ وَخَطَايَاهُ - إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ وَ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ وَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ - وَ رَجُلٌ مُّنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ حَتّٰى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يُقْتَلَ فَإِنَّ ذَالِكَ فِي النَّارِ - اَلسَّيْفُ لَا يَمْحُوا النِّفَاقَ -

হযরত উতবা ইবনে আবদুস সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যুদ্ধে নিহত লোক তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। যেমন ঃ

(১) ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বীরত্বের সাথে লড়ে শহীদ হয়, এ ব্যক্তি পরীক্ষিত শহীদ। আল্লাহ্র আরশের তাবুর নীচে তারা অবস্থান করবে। তাদের থেকে নবীগণ মাত্র নবুওয়তের মর্যাদায় অধিক মর্যাদাবান।

www.pathagar.com

(২) ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে জীবনে পাপ পুণ্যের মিশ্রন ঘটিয়েছে, তবুও নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে এবং শত্রুর মুকাবেলা করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। সে পাপরাশি ধৌতকারী। তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। কারণ তরবারী সকল অপরাধ মোচনকারী। সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশী অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। জান্নাতের আটটি এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে।

(৩) ঐ মুনাফিক, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে এবং শত্রুর সাথে মুকাবেলা করে মারা যায় বটে, কিন্তু সে জাহান্নামী। কারণ তরবারী মুনাফেকীকে মুছে দিতে পারেনা। (একমাত্র খাটি তওবা ছাড়া)। (মুসনাদে আহমদ, দায়েমী)

শহীদগণ নবীগণের ভাই

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ - قَالَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلٰى حَرَّةٍ وَاقِمٍ فَدَنَوْنَا مِنْهَا فَاِذَا قُبُوْرٌ بِمَحْنِيَةٍ - قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قُبُوْرُ اِخْوَانِنَا هٰذِهِ - قَالَ : قُبُوْرُ اَصْحَابِنَا - ثُمَّ خَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا جِئْنَا قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ قُبُوْرُ اِخْوَانِنَا -

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন ঃ একবার আমরা নবী করীম (সা) এর সাথে (এক সফরে) বের হলাম। যখন আমরা হাররাতে ওয়াকীম পৌঁছলাম, তখন আমরা একটি পাহাড়ের উপত্যকায় কিছু কবর দেখতে পেলাম। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এগুলো কি আমাদের ভাইয়ের কবর? তিনি বললেন ঃ এগুলো আমাদের সাথী বন্ধুদের কবর। যখন আমরা

www.pathagar.com

(২) ঐ মুমিন ব্যক্তি, যে জীবনে পাপ পুণ্যের মিশ্রন ঘটিয়েছে, তবুও নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে এবং শত্রুর মুকাবেলা করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। সে পাপরাশি ধৌতকারী। তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। কারণ তরবারী সকল অপরাধ মোচনকারী। সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশী অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। জান্নাতের আটটি এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে।

(৩) ঐ মুনাফিক, যে নিজের জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে এবং শত্রুর সাথে মুকাবেলা করে মারা যায় বটে, কিন্তু সে জাহান্নামী। কারণ তরবারী মুনাফেকীকে মুছে দিতে পারেনা। (একমাত্র খাটি তওবা ছাড়া)। (মুসনাদে আহমদ, দায়েমী)

শহীদগণ নবীগণের ভাই

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ - قَالَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلٰى حَرَّةٍ وَاقِمٍ فَدَنَوْنَا مِنْهَا فَاِذَا قُبُوْرٌ بِمَحْنِيَةٍ - قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قُبُوْرُ اِخْوَانِنَا هٰذِهِ - قَالَ : قُبُوْرُ اَصْحَابِنَا - ثُمَّ خَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا جِئْنَا قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ قُبُوْرُ اِخْوَانِنَا -

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন ঃ একবার আমরা নবী করীম (সা) এর সাথে (এক সফরে) বের হলাম। যখন আমরা হাররাতে ওয়াকীম পৌছলাম, তখন আমরা একটি পাহাড়ের উপত্যকায় কিছু কবর দেখতে পেলাম। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এগুলো কি আমাদের ভাইয়ের কবর? তিনি বললেন ঃ এগুলো আমাদের সাথী বন্ধুদের কবর। যখন আমরা

www.pathagar.com

আরো অগ্রসর হয়ে শহীদদের কবরের নিকটতর হলাম তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ এগুলো আমাদের ভাইদের কবর। (মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে শহীদগণকে নবী করীম (সা) নবী রাসূলদের ভাই সম্বোধন করেছেন।

শহিদী মৃত্যু যন্ত্রণা বিহীন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ তোমরা পিঁপড়ার কামড়ে যতোটুকু কষ্ট পাও, শহীদগণ মৃত্যুর সময় ততোটুকু কষ্ট অনুভব করে (অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হয় যন্ত্রণাবিহীন)।

(তিরমিযি, নাসাঈ, দারেমী)

www.pathagar.com

আরো অগ্রসর হয়ে শহীদদের কবরের নিকটতর হলাম তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ এগুলো আমাদের ভাইদের কবর। (মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে শহীদগণকে নবী করীম (সা) নবী রাসূলদের ভাই সম্বোধন করেছেন।

শহিদী মৃত্যু যন্ত্রণা বিহীন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ তোমরা পিঁপড়ার কামড়ে যতোটুকু কষ্ট পাও, শহীদগণ মৃত্যুর সময় ততোটুকু কষ্ট অনুভব করে (অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হয় যন্ত্রণাবিহীন)।

(তিরমিযি, নাসাঈ, দারেমী)

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

জিহাদের আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ

- সর্বদা যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা
- যুদ্ধের প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

জিহাদের আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ

- ০ সর্বদা যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা
- ০ যুদ্ধের প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

জিহাদের আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ

সর্বদা যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তত রাখা

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ (ج) لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ (ج) اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ (ط)

আর প্রস্তত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য, যা কিছু নিজের শক্তি সামর্থ ও পালিত ঘোড়া থেকে সংগ্রহ করতে পারো। যেনো আল্লাহ্‌র ও তোমাদের শত্রুদের উপর তার প্রভাব পড়ে। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জাননা তবে আল্লাহ্ চিনেন। (সূরা আল আনফাল ঃ ৬০)

প্রথমত ঃ আয়াতে واعدوا لكم (কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও) এর সাথে সাথে مااستطعتم (যতোটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব) কথাটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ সফলতা অর্জনের জন্য প্রতিপক্ষের সমমানের ও সমপরিমাণের উপকরণের প্রয়োজন নেই। শুধু ততোটুকু সংগ্রহ করার কথাই বলা হয়েছে আপ্রাণ চেষ্টার পর যতোটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব। বাকী দায়িত্ব আল্লাহ্‌র।

দ্বিতীয়তঃ দুভাবে তা করার কথা বলা হয়েছে। শক্তি ও বাহন। শক্তি বলতে আধুনিক সমস্ত উপায় উপকরণকে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে। কারণ স্থান কাল পাত্র ভেদে শক্তির বিভিন্নতা হতে পারে। যেমন আগে যেখানে ঢাল তরবারী ও তীর ধনুক ছিলো যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। আজ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ও দূর পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র সে স্থান দখল করেছে। একমাত্র দূতের মাধ্যমে যেখানে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হতো আজ সেখানে রেডিও, টি, ভি, পত্র পত্রিকা, ওয়াকিটকি সহ প্রচার ও যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম বেরিয়েছে। এর সবগুলো সুযোগ সুবিধা লাভ ও ব্যবহার করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাহন বলতে আগে শুধুমাত্র উট, ঘোড়া ও হাতিকে বুঝানো হতো। তবে তার মধ্যে সহজলভ্য ও দ্রুতগতি সম্পন্ন যান ছিলো ঘোড়া। কিন্তু বর্তমানে জেট বিমান. প্লেন, নৌবহর, বাস,ট্রাক, মোটরগাড়ী ইত্যাদি সব কিছুই হাদীসে এবং

www.pathagar.com

জিহাদের আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ

সর্বদা যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তত রাখা

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ (ج) لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ (ج) اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ (ط)

আর প্রস্তত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য, যা কিছু নিজের শক্তি সামর্থ ও পালিত ঘোড়া থেকে সংগ্রহ করতে পারো। যেনো আল্লাহ্‌র ও তোমাদের শত্রুদের উপর তার প্রভাব পড়ে। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জাননা তবে আল্লাহ্‌ চিনেন। (সূরা আল আনফাল ঃ ৬০)

প্রথমত ঃ আয়াতে واعدوا لكم (কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও) এর সাথে সাথে مااستطعتم (যতোটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব) কথাটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ সফলতা অর্জনের জন্য প্রতিপক্ষের সমমানের ও সমপরিমাণের উপকরণের প্রয়োজন নেই। শুধু ততোটুকু সংগ্রহ করার কথাই বলা হয়েছে আপ্রাণ চেষ্টার পর যতোটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব। বাকী দায়িত্ব আল্লাহ্‌র।

দ্বিতীয়তঃ দুভাবে তা করার কথা বলা হয়েছে। শক্তি ও বাহন। শক্তি বলতে আধুনিক সমস্ত উপায় উপকরণকে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে। কারণ স্থান কাল পাত্র ভেদে শক্তির বিভিন্নতা হতে পারে। যেমন আগে যেখানে ঢাল তরবারী ও তীর ধনুক ছিলো যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। আজ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ও দূর পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র সে স্থান দখল করেছে। একমাত্র দূতের মাধ্যমে যেখানে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হতো আজ সেখানে রেডিও, টি, ভি, পত্র পত্রিকা, ওয়াকিটকি সহ প্রচার ও যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম বেরিয়েছে। এর সবগুলো সুযোগ সুবিধা লাভ ও ব্যবহার করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাহন বলতে আগে শুধুমাত্র উট, ঘোড়া ও হাতিকে বুঝানো হতো। তবে তার মধ্যে সহজলভ্য ও দ্রুতগতি সম্পন্ন যান ছিলো ঘোড়া। কিন্তু বর্তমানে জেট বিমান. প্লেন, নৌবহর, বাস,ট্রাক, মোটরগাড়ী ইত্যাদি সব কিছুই হাদীসে এবং

www.pathagar.com

আয়াতে বর্ণিত ঘোড়ার স্থলাভিষিক্ত। তাই হাদীসে যেখানে ঘোড়ার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে বর্তমানে সেখানে আধুনিক যানবাহনের কথা ধরে নিতে হবে। যেমন নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ- اَلاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ-

ঘোড়ার কপালের লোমে শুধু কল্যাণই কল্যাণ। আখিরাতে (জিহাদের) সওয়াব এবং দুনিয়ায় গণিমতের মাল (যুদ্ধলব্দ সম্পদ)। (মুসনাদে আহমদ)

যুদ্ধের প্রশিক্ষণ

عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الاَكْوَعِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ - فَقَالَ : اِرْمُوْا بَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلاَنٍ لاَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَاَمْسَكُوْا بِاَيْدِيْكُمْ - فَقَالَ : مَالَكُمْ ؟ فَقَالُوْا : كَيْفَ نَرْمِىْ وَاَنْتَ بَنِىْ فُلاَنٍ ؟ قَالَ : اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ -

হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাজারে গিয়ে দেখলেন, আসলাম গোত্রের কতিপয় যুবক তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করছে। তাদেরকে দেখে নবী করীম (সা) বললেনঃ হে ইসামাঈলের বংশধরেরা! তোমরা তীর চালনার প্রশিক্ষণ চালু রাখো। কেননা তোমাদের পিতামহ [ইসমাইল (আ)] বড়ো তীরন্দাজ ছিলেন। তারপর তিনি বললেন আমি অমুক দলের পক্ষে রইলাম। একথা শোনে অন্য দল হাত গুটিয়ে বসে রইলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কি হলো? তারা উত্তর দিলো ঃ আপনিতো তাদের পক্ষে আমরা কিভাবে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করবো? তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাও আমি উভয়ের পক্ষে আছি। (বুখারী)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ قَدْ عَصٰى -

www.pathagar.com

আয়াতে বর্ণিত ঘোড়ার স্থলাভিষিক্ত। তাই হাদীসে যেখানে ঘোড়ার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে বর্তমানে সেখানে আধুনিক যানবাহনের কথা ধরে নিতে হবে। যেমন নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ- اَلاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ-

ঘোড়ার কপালের লোমে শুধু কল্যাণই কল্যাণ। আখিরাতে (জিহাদের) সওয়াব এবং দুনিয়ায় গণিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)। (মুসনাদে আহমদ)

যুদ্ধের প্রশিক্ষণ

عَنْ سَلْمَةَ ابْنِ الاَكْوَعِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ - فَقَالَ : اِرْمُوْا بَنِىْ اِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلاَنٍ لاَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَاَمْسَكُوْا بِاَيْدِيْكُمْ - فَقَالَ : مَالَكُمْ ؟ فَقَالُوْا : كَيْفَ نَرْمِىْ وَاَنْتَ بَنِىْ فُلاَنٍ ؟ قَالَ : اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ -

হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাজারে গিয়ে দেখলেন, আসলাম গোত্রের কতিপয় যুবক তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করছে। তাদেরকে দেখে নবী করীম (সা) বললেনঃ হে ইসামাঈলের বংশধরেরা! তোমরা তীর চালনার প্রশিক্ষণ চালু রাখো। কেননা তোমাদের পিতামহ [ইসমাইল (আ)] বড়ো তীরন্দাজ ছিলেন। তারপর তিনি বললেন আমি অমুক দলের পক্ষে রইলাম। একথা শোনে অন্য দল হাত গুটিয়ে বসে রইলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কি হলো? তারা উত্তর দিলো ঃ আপনিতো তাদের পক্ষে আমরা কিভাবে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করবো? তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাও আমি উভয়ের পক্ষে আছি। (বুখারী)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ قَدْ عَصٰى -

www.pathagar.com

হযরত উকবা বিন আমের (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শিখে (চর্চার অভাবে) ভুলে গেলো সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা তিনি বললেন ঃ সে নাফরমানী করলো। (মুসলিম)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ الثَّلاَثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ - صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ - وَالْمُمِدَّ بِهِ وَالرَّمِىْ بِهِ - وَقَالَ ارْمُوْا وَارْكَبُوْا - وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا - وَاَنْ كُلَّ شَىْءٍ يَلْهُوْا بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ اِلاَّ رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَادِيْبُهُ فَرَسَهُ - وَمُلَ عَبَثَهُ امْرَأَتَهُ - فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ - وَمَنْ نَسِىَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِىْ عَلِمَهُ -

হযরত উকরা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ মহান ও পরাক্রমশীল আল্লাহ্ একটি তীরের বিনিময়ে তিনজন লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তীর প্রস্তুতকারী যদি সে তা সৎ নিয়তে তৈরী করে। তীর নিক্ষেপকারী এবং কাউকে তীর দিয়ে সাহায্যকারী। তোমরা তীর ও অশ্ব চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। অবশ্য তীরের চেয়ে ঘোড়ার প্রশিক্ষণ উত্তম। মানুষের সকল খেলা অনর্থক কিন্তু তীর ধনুকের খেলা, অশ্বারোহণের প্রশিক্ষণ ও স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া কৌতুক করা, এর সব ক'টি ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর।

আর যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শিক্ষা করার পর অবহেলা করে তা পরিত্যাগ করে সে এক নিয়ামত পেয়ে তার অমর্যাদা করলো।

(তিরমিযি, ইবনেমাজা, আবু দাউদ, দারেমী)

উপরোক্ত হাদীসকটির আলোকে বুঝা যায় যে, সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ। হাদীসের ভাষা হচ্ছে رمى অর্থ নিক্ষেপ করা। আধুনিক যুগের মুহাদ্দিসগণের ভাষ্য হচ্ছে-যুদ্ধে ব্যবহৃত সকল অস্ত্র বিশেষ করে আগ্নেয়াস্ত্র ও ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ বুঝানোই এর উদ্দেশ্য। এ সমস্ত হাদীস থেকে রাসূল (সা) এর জ্ঞানের প্রসারতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা رمى কথাটি বলে ব্যাপকতা বুঝিয়েছেন سهم শব্দের দ্বারা তার অর্থকে সীমাবদ্ধ করে দেননি।

www.pathagar.com

হযরত উকবা বিন আমের (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শিখে (চর্চার অভাবে) ভুলে গেলো সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা তিনি বললেন ঃ সে নাফরমানী করলো। (মুসলিম)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ - صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ - وَالْمُمِدُّ بِهِ وَالرَّمِيُّ بِهِ - وَقَالَ ارْمُوْا وَارْكَبُوْا - وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا - وَاَنْ كُلَّ شَيْئٍ يَلْهُوْا بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ اِلاَّ رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَادِيْبَهُ فَرَسَهُ - وَمُلَ عَبَثَهُ امْرَاَتَهُ - فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ - وَمَنْ نَسِيَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْ عَلِمَهُ -

হযরত উকরা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ মহান ও পরাক্রমশীল আল্লাহ্ একটি তীরের বিনিময়ে তিনজন লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তীর প্রস্তুতকারী যদি সে তা সৎ নিয়তে তৈরী করে। তীর নিক্ষেপকারী এবং কাউকে তীর দিয়ে সাহায্যকারী। তোমরা তীর ও অশ্ব চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। অবশ্য তীরের চেয়ে ঘোড়ার প্রশিক্ষণ উত্তম। মানুষের সকল খেলা অনর্থক কিন্তু তীর ধনুকের খেলা, অশ্বারোহণের প্রশিক্ষণ ও স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া কৌতুক করা, এর সব ক'টি ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর।

আর যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শিক্ষা করার পর অবহেলা করে তা পরিত্যাগ করে সে এক নিয়ামত পেয়ে তার অমর্যাদা করলো।

(তিরমিযি, ইবনেমাজা, আবু দাউদ, দারেমী)

উপরোক্ত হাদীসকটির আলোকে বুঝা যায় যে, সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ। হাদীসের ভাষা হচ্ছে رمى অর্থ নিক্ষেপ করা। আধুনিক যুগের মুহাদ্দিসগণের ভাষ্য হচ্ছে–যুদ্ধে ব্যবহৃত সকল অস্ত্র বিশেষ করে আগ্নেয়াস্ত্র ও ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ বুঝানোই এর উদ্দেশ্য। এ সমস্ত হাদীস থেকে রাসূল (সা) এর জ্ঞানের প্রসারতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা رمى কথাটি বলে ব্যাপকতা বুঝিয়েছেন سهم শব্দের দ্বারা তার অর্থকে সীমাবদ্ধ করে দেননি।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলামী সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য

- শৃঙ্খলা ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা
- অকুতোভয় বীর
- যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ্‌র দরবারে ধরণা
- সংখ্যাধিক্যের গৌরব থেকে মুক্ত
- নৈতিকতার সীমা লংঘন না করা
- সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা
- পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- দূর্বল সৈনিককে সহায়তা প্রদান
- অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ
- পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা
- বিক্ষিপ্তাবস্থায় না থাকা
- যুদ্ধের ময়দানে চীৎকার না করা
- গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শোকর আদায় করা

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলামী সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য

- শৃঙ্খলা ও আল্লাহ্র উপর ভরসা
- অকুতোভয় বীর
- যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ্র দরবারে ধরণা
- সংখ্যাধিক্যের গৌরব থেকে মুক্ত
- নৈতিকতার সীমা লংঘন না করা
- সর্বদা আল্লাহ্কে স্মরণ করা
- পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- দূর্বল সৈনিককে সহায়তা প্রদান
- অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ
- পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা
- বিক্ষিপ্তাবস্থায় না থাকা
- যুদ্ধের ময়দানে চীৎকার না করা
- গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শোকর আদায় করা

www.pathagar.com

ইসলামী সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য

শৃঙ্খল ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا (ط) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে জিহাদে লিপ্ত হও তখন তোমরা সুদৃঢ় থাকো এবং আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করতে থাকো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে চলো এবং তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়োনা, তাহলে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে ও (দুশমনের উপর থেকে) তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। তোমরা ধৈর্য্যধারণ করো, অবশ্যই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে থাকেন।

(সূরা আল আনফাল : ৪৫-৪৬)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا (قف) وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য্যধারণ করো, শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো যাতে তোমরা উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হতে পারো। (সূরা আলে ইমরান : ২০০)

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (ط) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অতপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন। কেননা আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।

(সূরা আলে ইমরান : ১৫৭)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

www.pathagar.com

ইসলামী সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য

শৃঙ্খল ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا (ط) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে জিহাদে লিপ্ত হও তখন তোমরা সুদৃঢ় থাকো এবং আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করতে থাকো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে চলো এবং তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়োনা, তাহলে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে ও (দুশমনের উপর থেকে) তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। তোমরা ধৈর্য্যধারণ করো, অবশ্যই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে থাকেন।

(সূরা আল আনফাল ঃ ৪৫-৪৬)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا (قف) وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য্যধারণ করো, শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো যাতে তোমরা উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হতে পারো। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (ط) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অতপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন। কেননা আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৭)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে যেনো সীসা গলানো প্রাচীর। (সূরা আস সফ ঃ ৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে ইসলামী সেনাবাহিনীর তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যেমন (১) তারা সর্বদা সুশৃঙ্খল থাকে। নিজেরা অন্তর্দ্বন্দ্বে কিংবা আত্ম কলহে লিপ্ত হয়না। (২) শত্রুর মুকাবেলায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। কাপুরুষোচিত কোন আচরণ তাদের দ্বারা প্রকাশ পায়না। এবং (৩) তারা প্রতিটি মহূর্ত আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে। 'নিজেদের বাহুবলে কিছু হয়না যদি না আল্লাহ্র সাহায্য থাকে', সর্বদা একথায় বিশ্বাসী হয়েই আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তারা জিহাদ করতে থাকে।

অকুতোভয় বীর

عَنْ نَعِيْمِ ابْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَنِيِّ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الشُّهَدَاءِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : اَلَّذِيْنَ اِنْ يَلْقَوْا فِى الصَّفِّ لَايَلْفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا - اُولٰئِكَ يَنْطَلِقُوْنَ فِى الْغُرَفِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَاِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ اِلٰى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ -

গাতফান গোত্রের অধিবাসী হযরত নাঈম ইবনে হাম্মার (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, উত্তম শহীদ কে? তিনি বললেনঃ উত্তম শহীদতো সেই ব্যক্তি, যে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করে তবু পিছু হটে না। সে জান্নাতে সবচেয়ে উচু অট্টালিকায় অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তার বীরত্ব দেখে হেসে ফেলেন। আর তোমার রব যার উপর পৃথিবীতে হেসে দেবেন, তার আর কোন হিসেব নেই। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ مَا فِى الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ -

আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে যেনো সীসা গলানো প্রাচীর। (সূরা আস সফ ঃ ৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে ইসলামী সেনাবাহিনীর তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যেমন (১) তারা সর্বদা সুশৃঙ্খল থাকে। নিজেরা অন্তর্দ্বন্দ্বে কিংবা আত্ম কলহে লিপ্ত হয়না। (২) শত্রুর মুকাবেলায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। কাপুরুষোচিত কোন আচরণ তাদের দ্বারা প্রকাশ পায়না। এবং (৩) তারা প্রতিটি মহূর্ত আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে। 'নিজেদের বাহুবলে কিছু হয়না যদি না আল্লাহ্র সাহায্য থাকে', সর্বদা একথায় বিশ্বাসী হয়েই আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তারা জিহাদ করতে থাকে।

অকুতোভয় বীর

عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ هَمَّارٍ الْغَطْفَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الشُّهَدَاءِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : اَلَّذِيْنَ اِنْ يَلْقَوْا فِى الصَّفِّ لاَيَلْفِتُوْنَ وُجُوْهَهُمْ حَتّٰى يُقْتَلُوْا - اُولٰئِكَ يَنْطَلِقُوْنَ فِى الْغُرَفِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ وَيَضْحَكُ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَاِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ اِلٰى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا فَلاَ حِسَابَ عَلَيْهِ -

গাতফান গোত্রের অধিবাসী হযরত নাঈম ইবনে হাম্মার (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, উত্তম শহীদ কে? তিনি বললেনঃ উত্তম শহীদতো সেই ব্যক্তি, যে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করে তবু পিছু হটে না। সে জান্নাতে সবচেয়ে উচু অট্টালিকায় অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তার বীরত্ব দেখে হেসে ফেলেন। আর তোমার রব যার উপর পৃথিবীতে হেসে দেবেন, তার আর কোন হিসেব নেই। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ مَا فِى الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ -

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দোষ দুটো। একটি হচ্ছে হাড় কৃপণতা ও অপরটি হচ্ছে অত্যাধিক ভীরুতা।

যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর দরবারে ধরণা

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَزَا قَالَ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) যখন যুদ্ধের ময়দানে পৌছতেন তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার শক্তি ও সাহায্যের আধার। তোমার দরবারে ধারনা দিচ্ছি। তুমি শক্তি ও সাহায্যের আধার। তোমার সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তোমার দরবারে ধর্না দিচ্ছি। তোমার শক্তি ও সাহায্য দিয়েই দুশমনের মুকাবিলা করবো। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

আহযাব যুদ্ধের সময় তিনি দুআ করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

হে আল্লাহ্! কিতাব অবতীর্ণকারী, ক্ষিপ্রতার সাথে হিসেব গ্রহণকারী! হে আল্লাহ্! তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে দাও এবং তাদের দৃঢ়তাকে নষ্ট করে দাও। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

সংখ্যাধিক্যের গৌরব থেকে মুক্ত

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ (لا) وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ (لا) اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ - ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দোষ দুটো। একটি হচ্ছে হাড় কৃপণতা ও অপরটি হচ্ছে অত্যাধিক ভীরুতা।

যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর দরবারে ধরণা

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَزَا قَالَ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) যখন যুদ্ধের ময়দানে পৌছতেন তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার শক্তি ও সাহায্যের আধার। তোমার দরবারে ধারনা দিচ্ছি। তুমি শক্তি ও সাহায্যের আধার। তোমার সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তোমার দরবারে ধর্না দিচ্ছি। তোমার শক্তি ও সাহায্য দিয়েই দুশমনের মুকাবিলা করবো। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

আহযাব যুদ্ধের সময় তিনি দুআ করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

হে আল্লাহ্! কিতাব অবতীর্ণকারী, ক্ষিপ্রতার সাথে হিসেব গ্রহণকারী! হে আল্লাহ্! তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে দাও এবং তাদের দৃঢ়তাকে নষ্ট করে দাও। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি)

সংখ্যাধিক্যের গৌরব থেকে মুক্ত

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ (لا) وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ (لا) اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ- ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

www.pathagar.com

وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (ط) وَذَالِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِيْنَ -

আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে হুনাইনের দিনে। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমরা গর্ব করছিলে কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও সেদিন তোমাদের জন্য তা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো। ফলে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে চেয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন এবং এমন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এটি হচ্ছে তাদের কর্মফল।

(সূরা আত্ তাওবা ঃ ২৫-২৬)

৮ম হিজরীতে তায়েফের অদূরে হুনাইন নামক স্থানে যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ১২ হাজার। ইতোপূর্বে এতো বেশী সৈন্য সমাবেশ মুসলমানদের কোন জিহাদেই হয়নি। ফলে মুসলমানগণ একটু গর্ব অনুভব করেছিলো যে, আজ আমরা সামান্য যুদ্ধেই বিজয় লাভ করবো। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের চাক্ষুস দেখিয়ে দিলেন বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। সংখ্যাধিক্য হলেই বিজয় লাভ করা যায় না। তাই ইসলামী সেনাবাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা জনবল ও অস্ত্রবলে বলিয়ান হয়েও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেনা।

নৈতিকতার সীমা লংঘন না করা

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ط) وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ -

আর তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়োনা, যারা নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। তারা আল্লাহ্র পথে বাধা দান করতো। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আয়ত্বে আছে সে সমস্ত বিষয়ও যা তারা করে।

(সূরা আল আনফাল ঃ ৪৭)

www.pathagar.com

وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (ط)
وَذَالِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِيْنَ -

আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে হুনাইনের দিনে। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমরা গর্ব করছিলে কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্বেও সেদিন তোমাদের জন্য তা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো। ফলে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে চেয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন এবং এমন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এটি হচ্ছে তাদের কর্মফল।

(সূরা আত্ তাওবা ঃ ২৫-২৬)

৮ম হিজরীতে তায়েফের অদূরে হুনাইন নামক স্থানে যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ১২ হাজার। ইতোপূর্বে এতো বেশী সৈন্য সমাবেশ মুসলমানদের কোন জিহাদেই হয়নি। ফলে মুসলমানগণ একটু গর্ব অনুভব করেছিলো যে, আজ আমরা সামান্য যুদ্ধেই বিজয় লাভ করবো। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের চাক্ষুস দেখিয়ে দিলেন বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। সংখ্যাধিক্য হলেই বিজয় লাভ করা যায় না। তাই ইসলামী সেনাবাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা জনবল ও অস্ত্রবলে বলিয়ান হয়েও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেনা।

নৈতিকতার সীমা লংঘন না করা

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ
وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ط) وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ -

আর তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়োনা, যারা নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। তারা আল্লাহ্র পথে বাধা দান করতো। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আয়ত্বে আছে সে সমস্ত বিষয়ও যা তারা করে।

(সূরা আল আনফাল ঃ ৪৭)

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে কাফির ও মুশরিকরা নীতি নৈতিকতার সীমা চরমভাবে লংঘন করেছিলো। এ আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন তারা মক্কা থেকে বদর অভিমুখে রওয়ানা হলো তখন তাদের সাথে বাদ্যযন্ত্র, নর্তকী, কবি মদ ইত্যাদি ছিলো। তারা খুব ধুমধামের সাথে অগ্রসর হচ্ছিলো। নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের কারণে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছিলো। এমনকি বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের পূর্বরাতে মুশরিক শিবিরে রীতিমতো উৎসব পালিত হয়। নর্তকীদের নাচ, গায়কদের গান, সুন্দরী ললনাদের বাহু বেষ্টনী, মদের সয়লাব ইত্যাদি ছিলো তাদের চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপকরণ।

পক্ষান্তরে মুসলিম শিবিরে সৈন্য সংখ্যা অল্প, তারমধ্যে যুদ্ধাস্ত্রতো দূরের কথা অনেকের নিকট আত্মরক্ষার অস্ত্রটুকুও ছিলোনা। তবুও তারা অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে মুশরিকদের মুকাবেলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ভরসা কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র মদদ ও সাহায্য। প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কতিপয় সৈন্য ছাড়া বাকীরা জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র দরবারে ধরণা দিচ্ছেন। সেনাপতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) করুণার আধার মহামহিম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট সাহায্য চেয়ে সিজদায় গিয়ে কেঁদে চলছেন। এমনিভাবে সারা রাত অতিবাহিত করার পর সুবহে সাদিকের সময় তারা ফজর নামায আদায় করে যুদ্ধের জন্য সরিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইতিহাস সাক্ষী দাম্ভিক মুশরিকদেরকে শোচণীয় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিলো এবং মুসলিমগণ সংখ্যালঘু হয়েও বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

সর্বদা আল্লাহ্কে স্মরণ করা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هُوَ وَجُيُوْشُهُ اِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا - وَاِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (সা) ও তার সঙ্গী যুদ্ধারা যখন কোন উঁচুস্থানে উঠতে থাকতেন তখন তারা 'আল্লাহ্ আকবার' বলতে থাকতেন। আবার যখন নিম্নভূমির দিকে নামতেন তখন তারা 'সুবাহানাল্লাহ্' বলতে থাকতেন। (তাইছীরুল উছুল)

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে কাফির ও মুশরিকরা নীতি নৈতিকতার সীমা চরমভাবে লংঘন করেছিলো। এ আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন তারা মক্কা থেকে বদর অভিমুখে রওয়ানা হলো তখন তাদের সাথে বাদ্যযন্ত্র, নর্তকী, কবি মদ ইত্যাদি ছিলো। তারা খুব ধুমধামের সাথে অগ্রসর হচ্ছিলো। নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের কারণে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছিলো। এমনকি বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের পূর্বরাতে মুশরিক শিবিরে রীতিমতো উৎসব পালিত হয়। নর্তকীদের নাচ, গায়কদের গান, সুন্দরী ললনাদের বাহু বেষ্টনী, মদের সয়লাব ইত্যাদি ছিলো তাদের চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপকরণ।

পক্ষান্তরে মুসলিম শিবিরে সৈন্য সংখ্যা অল্প, তারমধ্যে যুদ্ধাস্ত্রতো দূরের কথা অনেকের নিকট আত্মরক্ষার অস্ত্রটুকুও ছিলোনা। তবুও তারা অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে মুশরিকদের মুকাবেলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ভরসা কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র মদদ ও সাহায্য। প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কতিপয় সৈন্য ছাড়া বাকীরা জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ধরণা দিচ্ছেন। সেনাপতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) করুণার আধার মহামহিম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট সাহায্য চেয়ে সিজদায় গিয়ে কেঁদে চলছেন। এমনিভাবে সারা রাত অতিবাহিত করার পর সুবহে সাদিকের সময় তারা ফজর নামায আদায় করে যুদ্ধের জন্য সরিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইতিহাস সাক্ষী দাম্ভিক মুশরিকদেরকে শোচণীয় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিলো এবং মুসলিমগণ সংখ্যালঘু হয়েও বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هُوَ وَجُيُوْشُهُ اِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا - وَاِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (সা) ও তার সঙ্গী যুদ্ধারা যখন কোন উঁচুস্থানে উঠতে থাকতেন তখন তারা 'আল্লাহ্ আকবার' বলতে থাকতেন। আবার যখন নিম্নভূমির দিকে নামতেন তখন তারা 'সুবাহানাল্লাহ্' বলতে থাকতেন। (তাইছীরুল উছুল)

www.pathagar.com

পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামী সেনাবাহিনীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা সর্বদা পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারো উর্বর মস্তিকের হটকারী সিদ্ধান্তকে পাত্তা দেয়না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ -

হে নবী! আপনি আপনার সঙ্গী সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিন।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

ঈমানদারদের সমস্ত কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

(সূরা আশ শুরা ঃ ৩৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَاَيْتُ اَحَدًا قَطُّ كَانَ اَكْثَرَ مَشُوْرَةً لِاَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ অধিক পরামর্শ করে কাজ করতে আমি নবী করীম (সা) কে ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। (মুসনাদে আহমদ, শাফেয়ী)

দূর্বল সৈনিককে সহায়তা করা

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِى الْمَسِيْرِ فَيُزْجِى الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ -

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নীতি ছিলো অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও পিছে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে তিনি সহায়তা করতেন এবং যদি কেউ (বাহন ছাড়া) পায়ে হেটে চলতেন তবে তাঁকে তার সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিতেন। এজন্য তিনি সবসময় কাফেলার পেছনে থাকতেন। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামী সেনাবাহিনীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা সর্বদা পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারো উর্বর মস্তিকের হটকারী সিদ্ধান্তকে পাত্তা দেয়না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ -

হে নবী! আপনি আপনার সঙ্গী সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিন।

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

ঈমানদারদের সমস্ত কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পদিত হয়।

(সূরা আশ শুরা ঃ ৩৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ অধিক পরামর্শ করে কাজ করতে আমি নবী করীম (সা) কে ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। (মুসনাদে আহমদ, শাফেয়ী)

দূর্বল সৈনিককে সহায়তা করা

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ -

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নীতি ছিলো অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও পিছে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে তিনি সহায়তা করতেন এবং যদি কেউ (বাহন ছাড়া) পায়ে হেটে চলতেন তবে তাঁকে তার সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিতেন। এজন্য তিনি সবসময় কাফেলার পেছনে থাকতেন। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ - وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَّ زَادَ لَهُ - قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى رَاَيْنَا اَنَّهُ لاَحَقَّ لِاَحَدٍ مِنَّا فِىْ فَضْلٍ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমরা একবার নবী করীম (সা) এর সাথে সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি (তার কৃশ এক উটে) সওয়ার হয়ে এলো এবং তার উটকে ডানে বামে চালাতে চেষ্টা করতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে নবী করীম (সা) বললেন ঃ যার নিকট অতিরিক্ত বাহন আছে এবং যার নিকট কোন বাহন নেই সে তাকে সাহায্য করুক, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাথেয় আছে সে পাথেয়হীনকে তা সাহায্য করুক। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এভাবে তিনি বিভিন্ন মালের ব্যাপারে বলতে লাগলেন। আমাদের ধারণা হলো যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদে আমাদের কোন অধিকার নেই। (মুসলিম)

অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ - وَمَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْبِهٖ عَلٰى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهٗ - وَمَنْ كَانَ لَهٗ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْبِهٖ عَلٰى مَنْ لاَّ زَادَ لَهٗ - قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى رَأَيْنَا اَنَّهٗ لاَحَقَّ لِاَحَدٍ مِنَّا فِىْ فَضْلٍ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমরা একবার নবী করীম (সা) এর সাথে সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি (তার কৃশ এক উটে) সওয়ার হয়ে এলো এবং তার উটকে ডানে বামে চালাতে চেষ্টা করতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে নবী করীম (সা) বললেন ঃ যার নিকট অতিরিক্ত বাহন আছে এবং যার নিকট কোন বাহন নেই সে তাকে সাহায্য করুক, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাথেয় আছে সে পাথেয়হীনকে তা সাহায্য করুক। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এভাবে তিনি বিভিন্ন মালের ব্যাপারে বলতে লাগলেন। আমাদের ধারণা হলো যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদে আমাদের কোন অধিকার নেই। (মুসলিম)

অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ - وَمَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهٖ-

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ্! যে ব্যাক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল নির্বাচিত হলো কিন্তু অধিনস্তদের সাথে কঠোর ব্যবহার করলো। তুমিও তার সাথে কঠোর আচরণ করো। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল নির্বাচিত হলো বটে, কিন্তু সে তার অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ করলো, তুমিও তার সাথে কোমল আচরণ করো। (আহমদ, মুসলিম)

পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ (ه) وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ (ط) وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। অবশ্য যে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে বা নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসা ব্যতীত অন্য কোন কারণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে যেনো আল্লাহ্র গযব নিয়েই প্রত্যাবর্তন করবে। তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর তা প্রকৃতপক্ষেই নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আল আনফাল ঃ ১৫-১৬)

অর্থাৎ মুসলিম সেনাবহিনীর নিকট মাত্র তিনটি রাস্তা খুলা আছে। যথা (১) তারা বীর বিক্রমে জিহাদ করে বিজয় লাভ করবে। অথবা (২) যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করবে। কিংবা (৩) যদি শত্রুপক্ষ প্রস্তাব দেয় তবে সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতি করবে। তাছাড়া অন্য কোন কারণে যুদ্ধ থেকে পিছুটান দেয়া হারাম।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ্! যে ব্যাক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল নির্বাচিত হলো কিন্তু অধিনস্তদের সাথে কঠোর ব্যবহার করলো। তুমিও তার সাথে কঠোর আচরণ করো। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল নির্বাচিত হলো বটে, কিন্তু সে তার অধিনস্তদের সাথে কোমল আচরণ করলো, তুমিও তার সাথে কোমল আচরণ করো। (আহমদ, মুসলিম)

পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا
تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ (ه) وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا
لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ (ط) وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা। অবশ্য যে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে বা নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসা ব্যতীত অন্য কোন কারণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে যেনো আল্লাহ্র গযব নিয়েই প্রত্যাবর্তন করবে। তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর তা প্রকৃতপক্ষেই নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আল আনফাল ঃ ১৫-১৬)

অর্থাৎ মুসলিম সেনাবহিনীর নিকট মাত্র তিনটি রাস্তা খুলা আছে। যথা (১) তারা বীর বিক্রমে জিহাদ করে বিজয় লাভ করবে। অথবা (২) যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করবে। কিংবা (৩) যদি শত্রুপক্ষ প্রস্তাব দেয় তবে সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতি করবে। তাছাড়া অন্য কোন কারণে যুদ্ধ থেকে পিছুটান দেয়া হারাম।

www.pathagar.com

বিক্ষিপ্তাবস্থায় না থাকা

عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىْ قَالَ : كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً فَعَسْكَرَ تَفَرَّقُوْا عَنْهُ فِىْ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ - قَالَ : بَعْدَ ذَالِكَ اِذَا نَزَلُوْا مُنْزِلاَ اَنْضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى اِنَّكَ لِتَقُوْلُ لَوْ بَسَطْتَ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَلَّهُمْ اَوْ نَحْوَ ذَالِكَ -

হযরত আবু শা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন কোন মনজিলে অবতরণ করতেন তখন লোকজন বিভিন্ন ঘাটিতে ও পাহাড়ের উপত্যকায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করতেন। ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি বললেন ঃ এরকম বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ঘুরাফেরা করা শয়তানী কাজ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর থেকে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, যদি কোথাও সোনাবাহিনী যাত্রা বিরতি করতেন তখন তারা পরস্পর মিলে মিশে এমনভাবে বসতেন মনে হতো একটি চাদর দ্বারা তাদের সবাইকে ঢেকে দেয়া হলে সবাই ঢাকা পড়ে যাবে।

(আবু দাউদ, আহমদ, হাকিম)

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسَ الطَّرِيْقَ - فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادٰى : مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً اَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهٗ -

www.pathagar.com

বিক্ষিপ্তাবস্থায় না থাকা

عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىْ قَالَ : كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً فَعَسْكَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فِى الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ - قَالَ : بَعْدَ ذَالِكَ اِذَا نَزَلُوْا مُنْزِلاً اَنْضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى اِنَّكَ لَتَقُوْلُ لَوْ بَسَطْتَ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّهُمْ اَوْ نَحْوَ ذَالِكَ -

হযরত আবু শা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন কোন মনজিলে অবতরণ করতেন তখন লোকজন বিভিন্ন ঘাটিতে ও পাহাড়ের উপত্যকায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করতেন। ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি বললেন ঃ এরকম বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ঘুরাফেরা করা শয়তানী কাজ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর থেকে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, যদি কোথাও সোনাবাহিনী যাত্রা বিরতি করতেন তখন তারা পরস্পর মিলে মিশে এমনভাবে বসতেন মনে হতো একটি চাদর দ্বারা তাদের সবাইকে ঢেকে দেয়া হলে সবাই ঢাকা পড়ে যাবে।

(আবু দাউদ, আহমদ, হাকিম)

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيْقَ - فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادٰى : مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً اَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ -

www.pathagar.com

হযরত সাহ্ল তার পিতা মুয়াজ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে জিহাদে বের হই। পথিমধ্যে বিশ্রামের সময় লোকে অবতরণস্থল অপরের জন্য সংকীর্ণ করে ফেললো। রাস্তায় চলাচলের সুযোগ আর অবশিষ্ট রইলো না। এ কথা জানতে পেরে নবী করীম (সা) এক ব্যক্তিকে দিয়ে ঘোষণা করিয়ে দিলেন ঃ যে ব্যক্তি অপরের জন্য স্থান বা রাস্তা সংকীর্ণ করে রাখবে তার জিহাদ (পরিপূর্ণ) হবে না।

(আহমদ, আবু দাউদ)

যুদ্ধের ময়দানে চীৎকার না করা

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ -

হযরত কায়েস ইবনে উবাদা (তাবেয়ী) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাহাবাগন যুদ্ধের সময় চীৎকার পছন্দ করতেন না। (আবু দাউদ)

অর্থাৎ যুদ্ধের সময় সাধারণতঃ যুদ্ধারা আস্ফালন প্রকাশ, শত্রুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য চীৎকার করে থাকে। সাহাবাগণ এটি পছন্দ করতেন না। তার পরিবর্তে তারা আকাশ বাতাস মুখরিত করে 'আল্লাহ্ আকবর' বা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বনি দিতেন। যা শত্রুদের অন্তরে ভীতিকর শেল হিসেবে কাজ করতো।

গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শোকর আদায় করা

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ - قَالَ لِيْ اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ -

www.pathagar.com

হযরত সাহ্‌ল তার পিতা মুয়াজ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে জিহাদে বের হই। পথিমধ্যে বিশ্রামের সময় লোকে অবতরণস্থল অপরের জন্য সংকীর্ণ করে ফেললো। রাস্তায় চলাচলের সুযোগ আর অবশিষ্ট রইলো না। এ কথা জানতে পেরে নবী করীম (সা) এক ব্যক্তিকে দিয়ে ঘোষণা করিয়ে দিলেন ঃ যে ব্যক্তি অপরের জন্য স্থান বা রাস্তা সংকীর্ণ করে রাখবে তার জিহাদ (পরিপূর্ণ) হবে না।

(আহমদ, আবু দাউদ)

যুদ্ধের ময়দানে চীৎকার না করা

عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ -

হযরত কায়েস ইবনে উবাদা (তাবেয়ী) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাহাবাগন যুদ্ধের সময় চীৎকার পছন্দ করতেন না। (আবু দাউদ)

অর্থাৎ যুদ্ধের সময় সাধারণতঃ যুদ্ধারা আস্ফালন প্রকাশ, শত্রুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য চীৎকার করে থাকে। সাহাবাগণ এটি পছন্দ করতেন না। তার পরিবর্তে তারা আকাশ বাতাস মুখরিত করে 'আল্লাহ্ আকবর' বা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বনি দিতেন। যা শত্রুদের অন্তরে ভীতিকর শেল হিসেবে কাজ করতো।

গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে শোকর আদায় করা

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ - قَالَ لِيْ اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ -

www.pathagar.com

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ আমি এক সফরে নবী করীম (সা) এর সাথে ছিলাম। যখন আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন তিনি আমাকে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকায়াত নামায আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। (বুখারী)

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحٰى - فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ لِلنَّاسِ -

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর হতে সকাল বেলা প্রত্যাবর্তন করতেন। প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকায়াত নামায আদায় করতেন তারপর লোকজনের কুশলাদি জানার জন্য মসজিদে কিছু সময় বসতেন। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ আমি এক সফরে নবী করীম (সা) এর সাথে ছিলাম। যখন আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন তিনি আমাকে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকায়াত নামায আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। (বুখারী)

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحٰى - فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ لِلنَّاسِ -

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর হতে সকাল বেলা প্রত্যাবর্তন করতেন। প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকায়াত নামায আদায় করতেন তারপর লোকজনের কুশলাদি জানার জন্য মসজিদে কিছু সময় বসতেন। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

সামরিক ব্যবস্থাপনা

- সামরিক কোড
- যুদ্ধের পতাকা
- সৈনিকদের বিন্যাসিত করা
- আক্রমণের সময়
- শত্রুর মুকাবেলায় কঠোরতা প্রদর্শন
- শৌর্যবীর্য প্রদর্শন
- গোপনে শত্রুপক্ষের খবর নেয়া
- শত্রুদেরকে হত্যা করা
- যুদ্ধ একটি কৌশল
- কৌশলের একটি দৃষ্টান্ত

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

সামরিক ব্যবস্থাপনা

- সামরিক কোড
- যুদ্ধের পতাকা
- সৈনিকদের বিন্যাসিত করা
- আক্রমণের সময়
- শত্রুর মুকাবেলায় কঠোরতা প্রদর্শন
- শৌর্যবীর্য প্রদর্শন
- গোপনে শত্রুপক্ষের খবর নেয়া
- শত্রুদেরকে হত্যা করা
- যুদ্ধ একটি কৌশল
- কৌশলের একটি দৃষ্টান্ত

www.pathagar.com

সামরিক ব্যবস্থাপনা

সামরিক কোড

যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর মধ্যে যাতে কোন ব্যক্তি গুপ্তচরবৃত্তি করতে না পারে, অথবা নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে কেউ কাউকে হত্যা করে না বসে, এসব কারণে প্রত্যেক দলের মধ্যেই দলীয় সাংকেতিক নাম বা সামরিক কোড ব্যবহার করা হয়। ইসলামও তার সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনে দলীয় কোড ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করেছে।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا فَاِنَّ شِعَارَكُمْ - حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ

হযরত বারা ইবেনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) এক যুদ্ধের সময় বলেছেন ঃ যদি শত্রুগণ তোমাদের উপর অতর্কিতে হামলা করে বসে, তবে তোমাদের সামরিক কোড হচ্ছে ঃ حم لا ينصرون (দুশমনগণ কখনো সফল হবেনা)। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ : كَانَ شِعَارُنَا لَيْلَةَ بَيَّتْنَا فِيْهَا هَوَازِنَ مَعَ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَمِتْ اَمِتْ - وَقَتَلْتُ بِيَدِىْ لَيْلَتَئِذٍ سَبْعَةَ اَهْلِ اَبْيَاتٍ -

হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর নেতৃত্বে রাত্রে যখন হাওয়াযিন গোত্রের উপর আক্রমণ করি তখন আমাদের সামরিক কোড ছিলো امت - امت (অর্থ–তুমি শত্রুকে নিধন করো)। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকর (রা) কে আমাদের সেনাপতি নির্বাচন করেছিলেন। সে রাতে আমি ৭টি বাড়ীর অধিবাসীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

সামরিক ব্যবস্থাপনা

সামরিক কোড

যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর মধ্যে যাতে কোন ব্যক্তি গুপ্তচরবৃত্তি করতে না পারে, অথবা নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে কেউ কাউকে হত্যা করে না বসে, এসব কারণে প্রত্যেক দলের মধ্যেই দলীয় সাংকেতিক নাম বা সামরিক কোড ব্যবহার করা হয়। ইসলামও তার সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনে দলীয় কোড ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করেছে।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا فَاِنَّ شِعَارَكُمْ - حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ

হযরত বারা ইবেনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) এক যুদ্ধের সময় বলেছেন ঃ যদি শত্রুগণ তোমাদের উপর অতর্কিতে হামলা করে বসে, তবে তোমাদের সামরিক কোড হচ্ছে ঃ حم لا ينصرون (দুশমনগণ কখনো সফল হবেনা)। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ : كَانَ شِعَارُنَا لَيْلَةَ بَيَّتْنَا فِيْهَا هَوَازِنَ مَعَ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَمِتْ اَمِتْ - وَقَتَلْتُ بِيَدِىْ لَيْلَتَئِذٍ سَبْعَةَ اَهْلِ اَبْيَاتٍ -

হযরত সালমা বিন আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর নেতৃত্বে রাত্রে যখন হাওয়াযিন গোত্রের উপর আক্রমণ করি তখন আমাদের সামরিক কোড ছিলো امت - امت (অর্থ–তুমি শত্রুকে নিধন করো)। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকর (রা) কে আমাদের সেনাপতি নির্বাচন করেছিলেন। সে রাতে আমি ৭টি বাড়ীর অধিবাসীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدَ اللّٰهِ وَشِعَارُ الْاَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ -

হযরত সামুরা ইবনে জানদুব (রা) বলেন ঃ কোন এক যুদ্ধে মুহাজিরদের সংকেত (সামরিক কোড) ছিলো আবদুল্লাহ্ (আল্লাহ্ দাস) এবং আনসারদের সংকেত ছিলো আবদুর রহমান (রহমানের দাস)। (আবু দাউদ)

যুদ্ধের পতাকা

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ -

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বদা পছন্দ করতেন যে, সমস্ত সৈন্য যার যার পল্টনের পতাকাতলে থেকেই শত্রুসৈন্যর মুকাবেলা করবে। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ -

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ মক্কায় প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পতাকার রঙ ছিলো সাদা। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বড়ো পতাকা ছিলো কালো এবং ছোট পতাকা ছিলো সাদাবর্ণের। (তিরমিযি, ইবনে মাজা)

www.pathagar.com

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدَ اللّٰهِ وَشِعَارُ الْاَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ -

হযরত সামুরা ইবনে জানদুব (রা) বলেন ঃ কোন এক যুদ্ধে মুহাজিরদের সংকেত (সামরিক কোড) ছিলো আবদুল্লাহ্ (আল্লাহ্ দাস) এবং আনসারদের সংকেত ছিলো আবদুর রহমান (রহমানের দাস)। (আবু দাউদ)

যুদ্ধের পতাকা

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ -

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বদা পছন্দ করতেন যে, সমস্ত সৈন্য যার যার পল্টনের পতাকাতলে থেকেই শত্রুসৈন্যর মুকাবেলা করবে। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ -

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ মক্কায় প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পতাকার রঙ ছিলো সাদা। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বড়ো পতাকা ছিলো কালো এবং ছোট পতাকা ছিলো সাদাবর্ণের। (তিরমিযি, ইবনে মাজা)

www.pathagar.com

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى رَايَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ নবী করীম (সা) এর পতাকার উপর কালেমা খচিত ছিলো, অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লিখা ছিলো। (নাইলুল আওতার)

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সা) একাধিক রঙের পতাকা ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর পতাকা যে রঙেরই হোক না কেন তাতে কালেমা লিখা থাকতো। সাথে আরো জানা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে পতাকা ব্যবহার করা শুধু উচিত নয় একান্ত প্রয়োজনও।

সৈনিদেরকে বিন্যাসিত করা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : عَبَّانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدَرٍ لَيْلاً -

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের সময় আগের রাতেই নবী করীম (সা) আমাদেরকে যুদ্ধের জন্য শ্রেণীবিন্যাস, অস্ত্রসজ্জিত করার কাজ সুসম্পন্ন করেন। (তিরমিযি)

রাসূলুল্লাহ (সা) যে কোন যুদ্ধের সময়ই তিনি দু'তিন দিন পূর্বেই সেখানে পৌছে যেতেন এবং পছন্দ মতো জায়গায় তাবু খাটাতেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বরাতে তিনি সমস্ত সৈন্যকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে পৃথক পৃথক দায়িত্বশীল নিয়োগ করতেন এবং তাদের কাজ ও অবস্থানস্থল ভাগ করে দিতেন। যেন যুদ্ধের দিন সৈন্য পরিচালনায় কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। এ ব্যাপারটি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও পছন্দ করে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

ইরাশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

www.pathagar.com

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ مَكْتُوْبًا عَلَى رَايَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ নবী করীম (সা) এর পতাকার উপর কালেমা খচিত ছিলো, অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লিখা ছিলো। (নাইলুল আওতার)

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, নবী করীম (সা) একাধিক রঙের পতাকা ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর পতাকা যে রঙেরই হোক না কেন তাতে কালেমা লিখা থাকতো। সাথে আরো জানা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে পতাকা ব্যবহার করা শুধু উচিত নয় একান্ত প্রয়োজনও।

সৈনিদেরকে বিন্যাসিত করা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : عَبَّانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ لَيْلاً -

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের সময় আগের রাতেই নবী করীম (সা) আমাদেরকে যুদ্ধের জন্য শ্রেণীবিন্যাস, অস্ত্রসজ্জিত করার কাজ সুসম্পন্ন করেন। (তিরমিযি)

রাসূলুল্লাহ (সা) যে কোন যুদ্ধের সময়ই তিনি দু'তিন দিন পূর্বেই সেখানে পৌঁছে যেতেন এবং পছন্দ মতো জায়গায় তাবু খাটাতেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বরাতে তিনি সমস্ত সৈন্যকে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে পৃথক পৃথক দায়িত্বশীল নিয়োগ করতেন এবং তাদের কাজ ও অবস্থানস্থল ভাগ করে দিতেন। যেন যুদ্ধের দিন সৈন্য পরিচালনায় কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। এ ব্যাপারটি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও পছন্দ করে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

ইরাশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন সীসা গলানো প্রাচীর। (সূরা আস্ সফ ঃ ৪)

আক্রমণের সময়

عَنْ نُعْمَانِ بْنِ مُقْرِنٍ قَالَ : شَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ اَوَّلَ النَّهَارِ اَخَّرَ الْقِتَالَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ -

হযরত নু'মান ইবনে মুকরিন (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে যুদ্ধ করতে দেখেছি। তিনি যদি দিনের প্রথমভাগে আক্রমণ করতে না পারতেন তবে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতেন। তখন বায়ু প্রবাহিত হতো এবং আল্লাহ্র সাহায্য অবতীর্ণ হতো। (আহমদ, আবু দাউদ)

হযরত নুমান বিন মুকারিন থেকে বর্ণিত আবু দাউদ ও তিরমিযির অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ اَمْسَكَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ - فَاِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ اَمْسَكَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ - فَاِذَا زَالَتْ قَاتَلَ حَتّٰى الْعَصْرِ ثُمَّ اَمْسَكَ حَتّٰى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ وَيُقَاتِلَ عِنْدَ ذٰلِكَ تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُوْا الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْسِهِمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ -

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে যুদ্ধ করেছি। তিনি সুবহে সাদিকের সময় আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন। যখন সূর্য উদিত হতো তখন তিনি যুদ্ধ শুরু করতেন। আবার দ্বিপ্রহরের সময় যুদ্ধ বিরত রাখতেন যতোক্ষণ না সূর্য

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন সীসা গলানো প্রাচীর। (সূরা আস্ সফ ঃ ৪)

আক্রমণের সময়

عَنْ نُعْمَانِ بْنِ مُقْرِنٍ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ اَوَّلَ النَّهَارِ اَخَّرَ الْقِتَالَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ -

হযরত নু'মান ইবনে মুকরিন (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে যুদ্ধ করতে দেখেছি। তিনি যদি দিনের প্রথমভাগে আক্রমণ করতে না পারতেন তবে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতেন। তখন বায়ু প্রবাহিত হতো এবং আল্লাহ্র সাহায্য অবতীর্ণ হতো। (আহমদ, আবু দাউদ)

হযরত নুমান বিন মুকারিন থেকে বর্ণিত আবু দাউদ ও তিরমিযির অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ اَمْسَكَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ - فَاِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ اَمْسَكَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ - فَاِذَا زَالَتْ قَاتَلَ حَتّٰى الْعَصْرِ ثُمَّ اَمْسَكَ حَتّٰى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ وَيُقَاتِلُ عِنْدَ ذٰلِكَ تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُوا الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ -

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে যুদ্ধ করেছি। তিনি সুবহে সাদিকের সময় আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন। যখন সূর্য উদিত হতো তখন তিনি যুদ্ধ শুরু করতেন। আবার দ্বিপ্রহরের সময় যুদ্ধ বিরত রাখতেন যতোক্ষণ না সূর্য

www.pathagar.com

পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়তো। তারপর তিনি পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতেন এবং আসর পর্যন্ত তা চালিয়ে যেতেন। আসর নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার মাত্র যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে আসরের নামায আদায় করতেন। আসরের পর পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতেন। মাঝে মাঝে যে বিরতির সময়টুকু পাওয়া যেতো, তাতে ঈমানদারগণ একটু বিশ্রাম নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতেন এবং নামায পড়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে দু'আ করতে থাকতেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

আলোচ্য এ হাদীস দুটো থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানা যায়। যেমন– প্রথম আক্রমণ কাফিরদের পক্ষ থেকে হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করা। আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে সৈন্যদেরকে বিশ্রাম দেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে তারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারে। তাছাড়া যুদ্ধের ময়দানেও নামাযে শিথিলতা নেই, নামায আদায় করতেই হবে। এবং নামায পড়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে দু'আ করা অবশ্য কর্তব্য।

শত্রুর মুকাবেলায় কঠোরতা প্রদর্শন

ইরাশাদ হচ্ছে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ - وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ -

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর যারা তার সঙ্গীসাথী তারা কাফিরদের মুকাবেলায় কঠোর এবং নিজেরা পরস্পর সহানুভূতিশীল। (সূরা আল ফাতাহ্ ঃ ২১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُ الطَّعَامَ وَاضْرِبُوا الْهَامَ تُوْرَثُ الْجِنَانَ -

হযরত আবু হুরাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা বেশী বেশী সালাম দাও, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াও এবং কাফিরদের মাথায় আঘাত করো, (অর্থাৎ তাদের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করো) এভাবে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাও। (তিরমিযি)

www.pathagar.com

পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়তো। তারপর তিনি পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতেন এবং আসর পর্যন্ত তা চালিয়ে যেতেন। আসর নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার মাত্র যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে আসরের নামায আদায় করতেন। আসরের পর পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতেন। মাঝে মাঝে যে বিরতির সময়টুকু পাওয়া যেতো, তাতে ঈমানদারগণ একটু বিশ্রাম নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতেন এবং নামায পড়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে দু'আ করতে থাকতেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

আলোচ্য এ হাদীস দুটো থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানা যায়। যেমন– প্রথম আক্রমণ কাফিরদের পক্ষ থেকে হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করা। আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে সৈন্যদেরকে বিশ্রাম দেয়ার ব্যবস্থা করা যাতে তারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারে। তাছাড়া যুদ্ধের ময়দানেও নামাযে শিথিলতা নেই, নামায আদায় করতেই হবে। এবং নামায পড়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে দু'আ করা অবশ্য কর্তব্য।

শত্রুর মুকাবেলায় কঠোরতা প্রদর্শন

ইরাশাদ হচ্ছে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ - وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ -

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর যারা তার সঙ্গীসাথী তারা কাফিরদের মুকাবেলায় কঠোর এবং নিজেরা পরস্পর সহানুভূতিশীল। (সূরা আল ফাতাহ্ ঃ ২১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُ الطَّعَامَ وَاضْرِبُوا الْهَامَ تُوْرَثُ الْجِنَانَ -

হযরত আবু হুরাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা বেশী বেশী সালাম দাও, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াও এবং কাফিরদের মাথায় আঘাত করো, (অর্থাৎ তাদের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করো) এভাবে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাও। (তিরমিযি)

www.pathagar.com

শৌর্যবীর্য প্রদর্শন

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْخُيَلَاءُ الَّتِيْ يُحِبُّ اللّٰهُ اخْتِيَالُ الْعَبْدِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ -

হযরত জাবির বিন আতিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র লড়াইয়ের ময়দান ছাড়া অহংকার ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করাকে পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ অহংকার গৌরব ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন এগুলো আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয়। তবে যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের হতবিহ্বল ও ঘাবড়ে দেয়ার জন্য এরূপ করা সম্পূর্ণ বৈধ। শুধু বৈধই নয় নবী করীম (সা) স্বয়ং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

গোপনে শত্রুপক্ষের খবর নেয়া

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : اِشْتَدَّ الْاَمْرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَا رَجُلٌ يَاْتِيْنَا بِخَبَرِ بَنِىْ قُرَيْظَةَ ؟ فَانْطَلَقَ الزُّبَيْرُ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ - ثُمَّ اشْتَدَّ الْاَمْرُ اَيْضًا فَذَكَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَاِنَّ الزُّبَيْرَ حَوَارِيَّ -

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ যখন খন্দকের যুদ্ধ আরম্ভ হলো, তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ কে আমাকে বনী কুরাইজার খবর সংগ্রহ করে দেবে? তখন জুবাইর (রা) গিয়ে বিস্তারিত খবর নিয়ে এলেন। তারপর আবার যুদ্ধ শুরু হলো। এভাবে তিনবার রাসূল (সা) খবর সংগ্রহের আহবান জানালেন এবং তিনবারই যুবাইর (রা) খবর এনে দিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ সব নবীরই একজন সাহায্যকারী ছিলো, আমার সাহায্যকারী হচ্ছে যুবাইর।

www.pathagar.com

শৌর্যবীর্য প্রদর্শন

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْخُيَلَاءُ الَّتِيْ يُحِبُّ اللّٰهُ اخْتِيَالُ الْعَبْدِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ -

হযরত জাবির বিন আতিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র লড়াইয়ের ময়দান ছাড়া অহংকার ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করাকে পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ অহংকার গৌরব ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন এগুলো আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয়। তবে যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের হতবিহ্বল ও ঘাবড়ে দেয়ার জন্য এরূপ করা সম্পূর্ণ বৈধ। শুধু বৈধই নয় নবী করীম (সা) স্বয়ং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

গোপনে শত্রুপক্ষের খবর নেয়া

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : اِشْتَدَّ الْاَمْرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلَا رَجُلٌ يَاْتِيْنَا بِخَبْرِ بَنِيْ قُرَيْظَةَ ؟ فَانْطَلَقَ الزُّبَيْرُ فَجَاءَ بِخَبْرِهِمْ - ثُمَّ اشْتَدَّ الْاَمْرُ اَيْضًا فَذَكَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَاِنَّ الزُّبَيْرَ حَوَارِيَّ-

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ যখন খন্দকের যুদ্ধ আরম্ভ হলো, তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ কে আমাকে বনী কুরাইজার খবর সংগ্রহ করে দেবে? তখন জুবাইর (রা) গিয়ে বিস্তারিত খবর নিয়ে এলেন। তারপর আবার যুদ্ধ শুরু হলো। এভাবে তিনবার রাসূল (সা) খবর সংগ্রহের আহবান জানালেন এবং তিনবারই যুবাইর (রা) খবর এনে দিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ সব নবীরই একজন সাহায্যকারী ছিলো, আমার সাহায্যকারী হচ্ছে যুবাইর।

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَافَعَلَتْ عِيْرُ اَبِىْ سُفْيَانَ - فَجَاءَ وَمَا فِى الْبَيْتِ اَحَدٌ غَيْرِىْ وَغَيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا اَدْرِىْ مَا اسْتَثْنٰى بَعْضَ نِسَائِهِ - فَحَدَّثَهُ لَاحَدِيْثَ

হযরত ছাবিত হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লুসাইসাকে গোয়েন্দা করে পাঠিয়েছিলেন, আবু সুফিয়ানের কাফিলার অবস্থা জানার জন্য। লুসাইসা যখন খবর নিয়ে ফিরে আসে তখন আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। (বর্ণনাকারী ছাবিত বলেন ঃ আমার মনে নেই তিনি রাসূলের বেগমদেরকে সে কথা বলেছিলেন কি না) সে কাফিলার বিস্তারিত বিবরণ নবী করীম (সা) এর নিকট পেশ করলো।

(মুসনাদে আহমদ)

ইসলাম বিনা প্রয়োজনে কারো দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ানোকে হারাম ঘোষণা করেছে তবে যুদ্ধের প্রয়োজনে কিংবা রাষ্ট্রের কল্যাণে এ ধরনের কাজ অবৈধতো নয়ই বরং অপরিহার্য। কারণ শত্রুর গতিবিধি জানা থাকলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়া সহজ হয়। আর যুদ্ধে সহজে তাদেরকে পরাজিত করা যায়।

শত্রুচরকে হত্যা করা

শত্রুশিবির থেকে গোয়েন্দাগিরি করে যেমন খোঁজখবর নেয়া বৈধ ঠিক তেমনিভাবে যদি কোন শত্রুচর গোয়েন্দগিরি করার জন্য মুসলিম শিবিরে প্রবেশ করে তবে তাকে হত্যা করাও বৈধ। কারণ যদি শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা খবর সংগ্রহ করে নিরাপদে চলে যেতে পারে, তবে গোপনীয়তা বলতে তো আর কিছুই থাকে না। যে কারণে যুদ্ধে নরহত্যা জায়েয ঐ একই কারণে শত্রুচরকেও হত্যা করা জায়েয।

www.pathagar.com

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا فَعَلَتْ عِيْرُ اَبِيْ سُفْيَانَ - فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ اَحَدٌ غَيْرِيْ وَغَيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا اَدْرِيْ مَا اسْتَثْنٰى بَعْضَ نِسَائِهِ - فَحَدَّثَهُ الْحَدِيْثَ

হযরত ছাবিত হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লুসাইসাকে গোয়েন্দা করে পাঠিয়েছিলেন, আবু সুফিয়ানের কাফিলার অবস্থা জানার জন্য। লুসাইসা যখন খবর নিয়ে ফিরে আসে তখন আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। (বর্ণনাকারী ছাবিত বলেন ঃ আমার মনে নেই তিনি রাসূলের বেগমদেরকে সে কথা বলেছিলেন কি না) সে কাফিলার বিস্তারিত বিবরণ নবী করীম (সা) এর নিকট পেশ করলো।

(মুসনাদে আহমদ)

ইসলাম বিনা প্রয়োজনে কারো দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ানোকে হারাম ঘোষণা করেছে তবে যুদ্ধের প্রয়োজনে কিংবা রাষ্ট্রের কল্যাণে এ ধরনের কাজ অবৈধতো নয়ই বরং অপরিহার্য। কারণ শত্রুর গতিবিধি জানা থাকলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়া সহজ হয়। আর যুদ্ধে সহজে তাদেরকে পরাজিত করা যায়।

শত্রুচরকে হত্যা করা

শত্রুশিবির থেকে গোয়েন্দাগিরি করে যেমন খোঁজখবর নেয়া বৈধ ঠিক তেমনিভাবে যদি কোন শত্রুচর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য মুসলিম শিবিরে প্রবেশ করে তবে তাকে হত্যা করাও বৈধ। কারণ যদি শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা খবর সংগ্রহ করে নিরাপদে চলে যেতে পারে, তবে গোপনীয়তা বলতে তো আর কিছুই থাকে না। যে কারণে যুদ্ধে নরহত্যা জায়েয ঐ একই কারণে শত্রুচরকেও হত্যা করা জায়েয।

www.pathagar.com

عَنْ اَيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً فَجَاءَ عَيْنٌ الْمُشْرِكِيْنَ - وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ يَتَصَبَّحُوْنَ فَدَعُوْهُ اِلٰى طَعَامِهِمْ - فَلَمَّا فَرَغَ الرَّجُلُ رَكِبَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَذَهَبَ مُسْرِعًا لِيُنْذِرَ اَصْحَابِهِ قَالَ : فَاَدْرَكْتُهُ فَانَخْتُ رَاحِلَتَهُ وَضَرَبْتُ عُنُقَهُ فَغَنَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْبَهُ - (وفى روايه البخارى) فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اطلبوه واقتلوه -

হযরত আয়াস ইবনে সালমা আল আকওয়া (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ (হুনাইন যুদ্ধের সময়) রাসূলুল্লাহ (সা) এক জায়গায় অবতরণ করেন। দুপুরবেলা তিনি তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন। তখন সেখানে.মুশরিকদের এক গুপ্তচর এলো। লোকেরা তাকে খানায় অংশগ্রহণ করতে আহবান জানালো। সে তাদের সাথে খানায় অংশগ্রহণ করলো বটে কিন্তু যখন সে খানা থেকে পৃথক হলো তখন সে নিজের উটে চড়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিলো, যেনো নিজের শিবিরে পৌছে শত্রুপক্ষের সৈন্যসামন্তদের সঠিক তথ্য পৌছানো যায়। সালমা (রা) বলেন ঃ আমি দ্রুত তার পিছু নিয়ে তার উটকে বসিয়ে দিলাম এবং তার গর্দান উড়িয়ে দিলাম। তার কাছ থেকে যে মালামাল উদ্ধার করেছিলাম, রাসূল (সা) তা আমাকে গণিমত স্বরূপ দিয়েছিলেন। (বুখারীর এক বর্ণনায় আছে) যখন সে পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ যাও, ওর পিছু ধাওয়া করো এবং ওকে হত্যা করে ফেলো।

(বুখারী, আবু দাউদ, আহমদ)

www.pathagar.com

عَنْ اَيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً فَجَاءَ عَيْنٌ الْمُشْرِكِيْنَ - وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ يَتَصَبَّحُوْنَ فَدَعُوْهُ اِلٰى طَعَامِهِمْ - فَلَمَّا فَرَغَ الرَّجُلُ رَكِبَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَذَهَبَ مُسْرِعًا لِيُنْذِرَ اَصْحَابِهِ قَالَ : فَاَدْرَكْتُهُ فَانَخْتُ رَاحِلَتَهُ وَضَرَبْتُ عُنُقَهُ فَغَنَمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْبَهُ - (وفى روايه البخارى) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اطلبوه واقتلوه -

হযরত আয়াস ইবনে সালমা আল আকওয়া (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ (হুনাইন যুদ্ধের সময়) রাসূলুল্লাহ (সা) এক জায়গায় অবতরণ করেন। দুপুরবেলা তিনি তাঁর সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন। তখন সেখানে মুশরিকদের এক গুপ্তচর এলো। লোকেরা তাকে খানায় অংশগ্রহণ করতে আহবান জানালো। সে তাদের সাথে খানায় অংশগ্রহণ করলো বটে কিন্তু যখন সে খানা থেকে পৃথক হলো তখন সে নিজের উটে চড়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিলো, যেনো নিজের শিবিরে পৌঁছে শত্রুপক্ষের সৈন্যসামন্তদের সঠিক তথ্য পৌঁছানো যায়। সালমা (রা) বলেন ঃ আমি দ্রুত তার পিছু নিয়ে তার উটকে বসিয়ে দিলাম এবং তার গর্দান উড়িয়ে দিলাম। তার কাছ থেকে যে মালামাল উদ্ধার করেছিলাম, রাসূল (সা) তা আমাকে গণিমত স্বরূপ দিয়েছিলেন। (বুখারীর এক বর্ণনায় আছে) যখন সে পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ যাও, ওর পিছু ধাওয়া করো এবং ওকে হত্যা করে ফেলো।

(বুখারী, আবু দাউদ, আহমদ)

www.pathagar.com

যুদ্ধ একটি কৌশল

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যুদ্ধ একটি কৌশল (প্রতারণা) মাত্র। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ)

আরবী শব্দ خدعة কে তিনভাবে হরকত দিয়ে পড়ে ভাষ্যকারগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা ঃ

(১) প্রথম خ অক্ষরে যবর এবং د অক্ষরে যজম দিয়ে। যেমন خدعة অর্থ কেবলমাত্র একবারের জন্য প্রতারণা, কারণ যুদ্ধে কৌশল অবলম্বনের সুযোগ একবারই আসে। বারবার সুযোগ আসেনা। তাই সর্তক থাকতে হবে।

(২) দ্বিতীয় দলের পাঠ হচ্ছে خ অক্ষরে পেশ এবং د অক্ষরে যজম দিয়ে, যেমন خدعة অর্থ যুদ্ধে শুধু প্রতারণা ও কৌশলের খেলা।

(৩) তৃতীয় দলের পাঠ হচ্ছে- خ অক্ষরে পেশ এবং د অক্ষরে যবর দিয়ে। যেমন خدعة । অর্থ যুদ্ধের জয় পরাজয় অনিশ্চিত।

কৌশলের একটি দৃষ্টান্ত

খন্দক বা আহযাব যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা) যে কৌশলে শত্রু ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিলেন তা প্রতারণা বা কৌশলের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

উহুদ যুদ্ধের পর ছোটখাটো বেশ কটি যুদ্ধ ও অভিযানের ফলে মুসলমানগণ অত্যান্ত সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেন। সমস্ত আরব বুঝে নিলো যে, দু'একটি গোত্র মিলে এখন আর মুসলমানদের মুকাবেলা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তখন তারা হাল ছেড়ে না দিয়ে কাফির ও মুশরিকদের বিভিন্ন দল ও গোত্রের মধ্যে ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেলো। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে হাজারো দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সবাই ঐকমত্যে পৌছলো যে, যে কোন মূল্যে হোক মুসলমানদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাদের

www.pathagar.com

যুদ্ধ একটি কৌশল

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যুদ্ধ একটি কৌশল (প্রতারণা) মাত্র। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ)

আরবী শব্দ خدعة কে তিনভাবে হরকত দিয়ে পড়ে ভাষ্যকারগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা ঃ

(১) প্রথম خ অক্ষরে যবর এবং د অক্ষরে যজম দিয়ে। যেমন خدعة অর্থ কেবলমাত্র একবারের জন্য প্রতারণা, কারণ যুদ্ধে কৌশল অবলম্বনের সুযোগ একবারই আসে। বারবার সুযোগ আসেনা। তাই সর্তক থাকতে হবে।

(২) দ্বিতীয় দলের পাঠ হচ্ছে خ অক্ষরে পেশ এবং د অক্ষরে যজম দিয়ে, যেমন خدعة অর্থ যুদ্ধে শুধু প্রতারণা ও কৌশলের খেলা।

(৩) তৃতীয় দলের পাঠ হচ্ছে- خ অক্ষরে পেশ এবং د অক্ষরে যবর দিয়ে। যেমন خدعة । অর্থ যুদ্ধের জয় পরাজয় অনিশ্চিত।

কৌশলের একটি দৃষ্টান্ত

খন্দক বা আহযাব যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা) যে কৌশলে শত্রু ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিলেন তা প্রতারণা বা কৌশলের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

উহুদ যুদ্ধের পর ছোটখাটো বেশ কটি যুদ্ধ ও অভিযানের ফলে মুসলমানগণ অত্যান্ত সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেন। সমস্ত আরব বুঝে নিলো যে, দু'একটি গোত্র মিলে এখন আর মুসলমানদের মুকাবেলা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তখন তারা হাল ছেড়ে না দিয়ে কাফির ও মুশরিকদের বিভিন্ন দল ও গোত্রের মধ্যে ঐক্য গড়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেলো। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে হাজারো দ্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে সবাই ঐকমত্যে পৌছলো যে, যে কোন মূল্যে হোক মুসলমানদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাদের

এ সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ৫ম হিজরার শওয়াল মাসে সমগ্র আরবের কাফির মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা নামক ছোট জনপদের উপর আক্রমণ করে বসে।

কিন্তু নবী করীম (সা) মদীনায় বেখবর হয়ে বসে ছিলেন না বরং মুসলিম গোয়েন্দারা বিভিন্নভাবে খবর সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক ও সহানুভূতিশীল লোকেরা-যা কমবেশী সকল গোত্রেই বিদ্যমান ছিলো- শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে সর্বদা মুসলমানদেরকে অবহিত করে যাচ্ছিলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খবর পেয়ে বিরোধী শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই মাত্র ছ'দিনের মধ্যে মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে একটি পরিখা বা খন্দক খনন করে নেন। মদীনার দক্ষিণ দিকে বিপুল বাগবাগিচা ছিলো, এজন্য সেদিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলোনা। পূর্ব দিকে ছিলো লাভার পর্বতমালা, ফলে ঐ পথেও শত্রুদের ব্যাপকভাবে আক্রমণ করা সম্ভব ছিলো না। যেদিক আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সেদিকে তিনি হযরত সালমান আল ফারেসীর (রা) পরামর্শে পরিখা খনন করে রেখেছিলেন। আরবরা ইতোপূর্বে এ ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়নি, ফলে তারা নিরুপায় হয়ে মদীনাকে অবরোধ করে রাখলো। এবং মদীনার দক্ষিণ পূর্ব দিকে বসবাসরত ইহুদী গোত্র বানু কুরাইজাকে উস্কানী দিতে লাগলো যাতে তারা মুসলমানদের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে তাদেরকে সহায়তা করে। মুসলমানের সাথে তাদের চুক্তি ছিলো মদীনা আক্রান্ত হলে (যেদিন থেকেই হোকনা কেন) তারা প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করবে। এজন্য মুসলমানগণ পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তাদের স্ত্রী ও সন্তান ঐ এলাকার আশ্রয় শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যা হোক বানু নাযিরের গোত্রপতি হাই ইবনে আখতারকে মুশরিকরা পাঠালো বানু কুরাইযাকে বিদ্রোহ করার জন্য। এ দুঃসংবাদ তীব্রগতিতে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এদিকে মুনাফিকগণ এ দুর্বলতার সুযোগে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে দিলো।

এমন সময় গাতফান গোত্রের শাখা আশজার গোত্রের নাঈম ইবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে রাসূল (সা) এর নিকট হাজির হয়ে বললেন ঃ আমার ইসলাম কবুল করার কথা এখানো কেউ জানতে পারেনি, তাই

www.pathagar.com

এ সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ৫ম হিজরার শওয়াল মাসে সমগ্র আরবের কাফির মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা নামক ছোট জনপদের উপর আক্রমণ করে বসে।

কিন্তু নবী করীম (সা) মদীনায় বেখবর হয়ে বসে ছিলেন না বরং মুসলিম গোয়েন্দারা বিভিন্নভাবে খবর সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক ও সহানুভূতিশীল লোকেরা-যা কমবেশী সকল গোত্রেই বিদ্যমান ছিলো- শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে সর্বদা মুসলমানদেরকে অবহিত করে যাচ্ছিলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খবর পেয়ে বিরোধী শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই মাত্র ছ'দিনের মধ্যে মদীনার উত্তর পশ্চিম দিকে একটি পরিখা বা খন্দক খনন করে নেন। মদীনার দক্ষিণ দিকে বিপুল বাগবাগিচা ছিলো, এজন্য সেদিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলোনা। পূর্ব দিকে ছিলো লাভার পর্বতমালা, ফলে ঐ পথেও শত্রুদের ব্যাপকভাবে আক্রমণ করা সম্ভব ছিলো না। যেদিক আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সেদিকে তিনি হযরত সালমান আল ফারেসীর (রা) পরামর্শে পরিখা খনন করে রেখেছিলেন। আরবরা ইতোপূর্বে এ ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়নি, ফলে তারা নিরুপায় হয়ে মদীনাকে অবরোধ করে রাখলো। এবং মদীনার দক্ষিণ পূর্ব দিকে বসবাসরত ইহুদী গোত্র বানু কুরাইজাকে উস্কানী দিতে লাগলো যাতে তারা মুসলমানদের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে তাদেরকে সহায়তা করে। মুসলমানের সাথে তাদের চুক্তি ছিলো মদীনা আক্রান্ত হলে (যেদিন থেকেই হোকনা কেন) তারা প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করবে। এজন্য মুসলমানগণ পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তাদের স্ত্রী ও সন্তান ঐ এলাকার আশ্রয় শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যা হোক বানু নাযিরের গোত্রপতি হাই ইবনে আখতারকে মুশরিকরা পাঠালো বানু কুরাইযাকে বিদ্রোহ করার জন্য। এ দুঃসংবাদ তীব্রগতিতে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এদিকে মুনাফিকগণ এ দূর্বলতার সুযোগে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করে দিলো।

এমন সময় গাতফান গোত্রের শাখা আশজার গোত্রের নাঈম ইবনে মাসউদ নামক এক ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে রাসূল (সা) এর নিকট হাজির হয়ে বললেন ঃ আমার ইসলাম কবুল করার কথা এখানো কেউ জানতে পারেনি, তাই

www.pathagar.com

আপনি আমার দ্বারা যদি কোন কাজ করাতে চান, আমি পারবো। নবী করীম (সা) বললেন ঃ তুমি গিয়ে শত্রুবাহিনীর ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য কোন কাজ করো।

তিনি সর্বপ্রথম বানু কুরাইজার নিকট উপস্থিত হলেন। ইতোপূর্বে তার সাথে তাদের বেশ গভীর সম্পর্ক ছিলো। তাদেরকে বললেন ঃ কুরাইশ ও গাতফান গোত্র অবরোধের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে পিছুটান দিতে পারে, তাতে তাদের কোন লাভ-ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমাদেরতো মুসলমানের সাথে এখানেই থাকতে হবে, তারা চলে গেলে তোমাদের অবস্থা কি হবে? আমার মতে তোমরা ততোক্ষণ তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবে না যতোক্ষণ বহিরাগত গোত্রস হ তাদের উল্লেখযোগ্য নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিকে বন্ধক স্বরূপ তোমাদের নিকট পাঠিয়ে না দেবে। বানু কুরাইযা এ প্রস্তাব লুফে নিলো। এদিকে নাঈম ইবনে মাসউদ কুরাইশ ও গাতফান সর্দারদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ বানু কুরাইযা তোমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেনা। তাই তারা তোমাদের নিকট কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্ধক চাবে। এবং তাদেরকে মুহাম্মদের নিকট হস্তান্তর করে সন্ধি করে নেবে। খবর শোনে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ সতর্ক হয়ে গেলো।

সত্যি সত্যি পরদিন বানু কুরাইযা লোক চেয়ে প্রস্তাব পাঠালো এদিকে তারা নাঈমের কথা বিশ্বাস করে লোক দিতে অস্বীকার করলো। এ সামরিক চাল সফল হলো এবং দুশমনদের ঐক্যে ফাটল ধরলো। দীর্ঘ ৫ দিন অবরোধের পর তারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এজন্যই নবী করীম (সা) বলেছেনঃ 'যুদ্ধ প্রতারণার কৌশলমাত্র।'

www.pathagar.com

আপনি আমার দ্বারা যদি কোন কাজ করাতে চান, আমি পারবো। নবী করীম (সা) বললেন ঃ তুমি গিয়ে শত্রুবাহিনীর ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য কোন কাজ করো।

তিনি সর্বপ্রথম বানু কুরাইজার নিকট উপস্থিত হলেন। ইতোপূর্বে তার সাথে তাদের বেশ গভীর সম্পর্ক ছিলো। তাদেরকে বললেন ঃ কুরাইশ ও গাতফান গোত্র অবরোধের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে পিছুটান দিতে পারে, তাতে তাদের কোন লাভ-ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমাদেরতো মুসলমানের সাথে এখানেই থাকতে হবে, তারা চলে গেলে তোমাদের অবস্থা কি হবে? আমার মতে তোমরা ততোক্ষণ তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবে না যতোক্ষণ বহিরাগত গোত্রস হ তাদের উল্লেখযোগ্য নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিকে বন্ধক স্বরূপ তোমাদের নিকট পাঠিয়ে না দেবে। বানু কুরাইযা এ প্রস্তাব লুফে নিলো। এদিকে নাঈম ইবনে মাসউদ কুরাইশ ও গাতফান সর্দারদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ বানু কুরাইযা তোমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেনা। তাই তারা তোমাদের নিকট কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্ধক চাবে। এবং তাদেরকে মুহাম্মদের নিকট হস্তান্তর করে সন্ধি করে নেবে। খবর শোনে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ সতর্ক হয়ে গেলো।

সত্যি সত্যি পরদিন বানু কুরাইযা লোক চেয়ে প্রস্তাব পাঠালো এদিকে তারা নাঈমের কথা বিশ্বাস করে লোক দিতে অস্বীকার করলো। এ সামরিক চাল সফল হলো এবং দুশমনদের ঐক্যে ফাটল ধরলো। দীর্ঘ ৫ দিন অবরোধের পর তারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এজন্যই নবী করীম (সা) বলেছেনঃ 'যুদ্ধ প্রতারণার কৌশলমাত্র।'

www.pathagar.com

পঞ্চাদশ অধ্যায়

যুদ্ধের বিধানসমূহ

- সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত পেশ
- চুক্তি লংঘন না করা
- বেসামরিক লোককে হত্যা
- অতর্কিতে আক্রমণ
- আগুনে পুড়িয়ে হত্যা
- লাশ বিকৃত
- হাত পা বেধে হত্যা
- দূতকে হত্যা
- ইসলাম গ্রহণকারীকে হত্যা
- গণিমতের মালের খেয়ানত
- লুটতরাজ
- হত্যাযজ্ঞ বা বিপর্যয় সৃষ্টি

www.pathagar.com

পঞ্চাদশ অধ্যায়

যুদ্ধের বিধানসমূহ

- সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত পেশ
- চুক্তি লংঘন না করা
- বেসামরিক লোককে হত্যা
- অতর্কিতে আক্রমণ
- আগুনে পুড়িয়ে হত্যা
- লাশ বিকৃত
- হাত পা বেধে হত্যা
- দূতকে হত্যা
- ইসলাম গ্রহণকারীকে হত্যা
- গণিমতের মালের খেয়ানত
- লুটতরাজ
- হত্যাযজ্ঞ বা বিপর্যয় সৃষ্টি

www.pathagar.com

যুদ্ধের বিধানসমূহ

সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত পেশ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -

হে নবী! অত্যন্ত কৌশলে ও মার্জিত ভাষায় তোমার রবের পথে লোকদেরকে আহবান করো এবং উত্তম পদ্ধতিতে তাদের সাথে বির্তক করো।

(সূরা আন নাহল ঃ ১২৫)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا -

আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত আযাব দেইনা যতোক্ষণ পর্যন্ত (লোকদেরকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝানোর জন্য) কোন রাসূল না পাঠাই।

(সূরা আল আসরা ঃ ১৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاقَاتَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَطُّ إِلَّا دَعَاهُمْ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সম্প্রদায়কেই ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করতেন না।

(মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ তাদেরকে সর্বপ্রথম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। এতে যদি তারা রাজী না হতো তবে তাদেরকে জিযিরা দিয়ে জিম্মী হিসেবে থাকার জন্য আহবান করতেন। এতেও যদি তারা অমত করতো তখন তাদের সাথে তিনি যুদ্ধ করতেন।

উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধ হবে তখন, যখন তা বিপর্যয় ও অন্যায় জুলুম নির্মূল করে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে কায়েমের লক্ষ হবে। আর যদি আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার প্রশ্ন দাঁড়ায়, তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষের জবাবে জিহাদের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হচ্ছে মুসলমানের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

www.pathagar.com

যুদ্ধের বিধানসমূহ

সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত পেশ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

হে নবী! অত্যন্ত কৌশলে ও মার্জিত ভাষায় তোমার রবের পথে লোকদেরকে আহবান করো এবং উত্তম পদ্ধতিতে তাদের সাথে বির্তক করো।

(সূরা আন নাহল ঃ ১২৫)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا -

আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত আযাব দেইনা যতোক্ষণ পর্যন্ত (লোকদেরকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝানোর জন্য) কোন রাসূল না পাঠাই।

(সূরা আল আসরা ঃ ১৫)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قَطُّ اِلَّا دَعَاهُمْ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সম্প্রদায়কেই ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করতেন না।

(মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ তাদেরকে সর্বপ্রথম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। এতে যদি তারা রাজী না হতো তবে তাদেরকে জিযিরা দিয়ে জিম্মী হিসেবে থাকার জন্য আহবান করতেন। এতেও যদি তারা অমত করতো তখন তাদের সাথে তিনি যুদ্ধ করতেন।

উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধ হবে তখন, যখন তা বিপর্যয় ও অন্যায় জুলুম নির্মূল করে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে কায়েমের লক্ষ হবে। আর যদি আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার প্রশ্ন দাঁড়ায়, তৎক্ষণাৎ প্রতিপক্ষের জবাবে জিহাদের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হচ্ছে মুসলমানের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

www.pathagar.com

চুক্তি লংঘন

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَقْدَهُ حَتّٰى يَنْقَضَ اَمَدُهَا اَوْ يَنْبِذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ -

হযরত আমর ইবনে আম্বাসা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ যার কোন গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি হয়েছে, সে ততোক্ষণ পর্যন্ত তা বহাল রাখবে যতোক্ষণ পর্যন্ত তার মেয়াদ শেষ না হয়। আর যদি তাদের পক্ষ থেকে তা লংঘন করা হয় তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করো। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ (ط) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ -

তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় হয়। তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও। এবং এমন হয়ে যাও, যেন তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না। (সূরা আল আনফাল ঃ ৫৮)

اِنْ نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ -

ওরা যদি তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তা করার পর তোমাদের দীন সম্পর্কে সমালোচনা করে, তবে তাদের বড়ো বড়ো পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এভাবেই আশা করা যায় যে, তারা (তাদের দুষ্কৃতি থেকে) বিরত হবে। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১২)

উপরোক্ত আলোচনার সার কথা হচ্ছে- কোন গোত্র বা জাতির সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকলে তার মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। এবং তাদের উপর আক্রমণ করা যাবে না। আর যদি তাদের চুক্তি তারা নিজেরাই ভঙ্গ করে ফেলে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করাতে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। এমনকি অনেক সময় তাদের সাথে যুদ্ধ করা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

চুক্তি লংঘন

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَقْدَهُ حَتّٰى يَنْقَضِيَ اَمَدُهَا اَوْ يَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ -

হযরত আমর ইবনে আম্বাসা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি ঃ যার কোন গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি হয়েছে, সে ততোক্ষণ পর্যন্ত তা বহাল রাখবে যতোক্ষণ পর্যন্ত তার মেয়াদ শেষ না হয়। আর যদি তাদের পক্ষ থেকে তা লংঘন করা হয় তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ করো। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ -

তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় হয়। তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও। এবং এমন হয়ে যাও, যেন তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধোঁকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না। (সূরা আল আনফাল ঃ ৫৮)

اِنْ نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ -

ওরা যদি তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তা করার পর তোমাদের দীন সম্পর্কে সমালোচনা করে, তবে তাদের বড়ো বড়ো পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এভাবেই আশা করা যায় যে, তারা (তাদের দুষ্কৃতি থেকে) বিরত হবে। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১২)

উপরোক্ত আলোচনার সার কথা হচ্ছে- কোন গোত্র বা জাতির সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকলে তার মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। এবং তাদের উপর আক্রমণ করা যাবে না। আর যদি তাদের চুক্তি তারা নিজেরাই ভঙ্গ করে ফেলে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করাতে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। এমনকি অনেক সময় তাদের সাথে যুদ্ধ করা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

বেসামরিক লোক হত্যা

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَاطِفْلًا صَغِيْرًا وَلَا اِمْرَأَةً وَتَغُلُّوا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَاَصْلِحُوْا وَاَحْسِنُوْا - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথাও সৈন্য প্রেরণের সময় তাদেরকে নসীহত করে বলতেন ঃ আল্লাহ্র সাহায্য চেয়ে এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। আর আল্লাহ্ ও রাসূলের মিল্লাতের উপর কায়েম থাকো। যুদ্ধের সময় অতি বৃদ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক এবং নারীদেরকে হত্যা করোনা। গনিমতের মালে খেয়ানত করোনা বরং সমস্ত মাল সেনাপতির নিকট এনে একত্রিত করবে, পরস্পর সদ্ব্যবহার করবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করবে। কেননা আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। (আবু দাউদ)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وُجِدَتْ اِمْرَأَةٌ مَقْتُوْلَةً فِىْ بَعْضِ مَغَازِىْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে, নিহত মহিলার একটি লাশ পাওয়া গেলো। নবী করীম (সা) সে লাশ দেখে নারী ও শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

তিরমিযির অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা) যুদ্ধাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

www.pathagar.com

বেসামরিক লোক হত্যা

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَاطِفْلًا صَغِيْرًا وَلَا اِمْرَأَةً وَتَغُلُّوا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَاَصْلِحُوْا وَاَحْسِنُوْا - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথাও সৈন্য প্রেরণের সময় তাদেরকে নসীহত করে বলতেন ঃ আল্লাহ্র সাহায্য চেয়ে এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। আর আল্লাহ্ ও রাসূলের মিল্লাতের উপর কায়েম থাকো। যুদ্ধের সময় অতি বৃদ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক এবং নারীদেরকে হত্যা করোনা। গনিমতের মালে খেয়ানত করোনা বরং সমস্ত মাল সেনাপতির নিকট এনে একত্রিত করবে, পরস্পর সদ্ব্যবহার করবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করবে। কেননা আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। (আবু দাউদ)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وُجِدَتْ اِمْرَأَةٌ مَقْتُوْلَةً فِىْ بَعْضِ مَغَازِىْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে, নিহত মহিলার একটি লাশ পাওয়া গেলো। নবী করীম (সা) সে লাশ দেখে নারী ও শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

তিরমিযির অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা) যুদ্ধাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

www.pathagar.com

فَلَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيْفًا وَّلَا امْرَأَةً -

শিশু, শ্রমজীবি ও নারীদেরকে কখনই হত্যা করবে না। (তিরমিযি)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوْشَهُ قَالَ : اخْرُجُوْا بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ - وَلَا تَغْدِرُوْا - وَلَا تَغُلُّوْا - وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেনাবাহিনী প্রেরণের পূর্বে তাদেরকে বলতেন ঃ তোমরা বিসমিল্লাহ্ বলে বেরিয়ে যাও, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে কিন্তু বাড়াবাড়ি করবে না, গনিমতের মাল চুরি করবে না, এবং কোন লাশকে বিকৃত করবে না। আর শিশু, গির্জার সেবক বা পাদ্রী পুরোহিতদেরকে হত্যা করবেনা। (মুসনাদে আহমদ)

উপরোক্ত হাদীসসমূহের ব্যাপারে ইমামগণের মত হচ্ছে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ যখন বেসামরিক হিসেবে অবস্থান করবে তখন তাদেরকে হত্যা করা যাবেনা। তবে যদি তারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে।

অতর্কিতে আক্রমণ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيْرُ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ -

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) খায়বার অভিযানে রওয়ানা দিয়ে রাতে সেখানে পৌছলেন। তার একটি নিয়ম ছিলো-রাতের বেলায় শত্রুদের কাছে পৌছলেও আক্রমণ না করে সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি)

www.pathagar.com

فَلاَ يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيْفًا وَّلاَ اِمْرَأَةً -

শিশু, শ্রমজীবি ও নারীদেরকে কখনই হত্যা করবে না। (তিরমিযি)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَعَثَ جُيُوْشَهُ قَالَ : اُخْرُجُوْا بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ - وَلاَ تَغْدِرُوْا - وَلاَ تَغُلُّوْا - وَلاَ تُمَثِّلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا الْوِلْدَانَ وَلاَ اَصْحَابَ الصَّوَامِعِ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেনাবাহিনী প্রেরণের পূর্বে তাদেরকে বলতেন ঃ তোমরা বিসমিল্লাহ্ বলে বেরিয়ে যাও, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে কিন্তু বাড়াবাড়ি করবে না, গনিমতের মাল চুরি করবে না, এবং কোন লাশকে বিকৃত করবে না। আর শিশু, গির্জার সেবক বা পাদ্রী পুরোহিতদেরকে হত্যা করবেনা। (মুসনাদে আহমদ)

উপরোক্ত হাদীসসমূহের ব্যাপারে ইমামগণের মত হচ্ছে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ যখন বেসামরিক হিসেবে অবস্থান করবে তখন তাদেরকে হত্যা করা যাবেনা। তবে যদি তারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে।

অতর্কিতে আক্রমণ

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلاً وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لاَيُغِيْرُ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ -

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) খায়বার অভিযানে রওয়ানা দিয়ে রাতে সেখানে পৌঁছলেন। তার একটি নিয়ম ছিলো-রাতের বেলায় শত্রুদের কাছে পৌঁছলেও আক্রমণ না করে সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।
(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি)

www.pathagar.com

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ

كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَغْزُ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ بَعْدَ الصُّبْحِ -

রাসূল (সা) যখন কোন শত্রুগোত্রের নিকট পৌছতেন, তখন সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। যদি সেখানে ফজর নামাযের আযান শুনতেন তবে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর তা না হলে সকালে আক্রমণ করতেন।

সাধারণতঃ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের উপর কাপুরুষের ন্যায় অতর্কিতে হামলা চালানো এবং তাদের মাল সম্পদ নষ্ট করে দেয়া ইসলাম পছন্দ করেনা। কিন্তু যদি একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন তার অনুমতি আছে। যেমন –

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أُسَامَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ قَالَ أَغِرْ عَلٰى أُبْنٰى صَبَاحًا وَ حَرِّقْ -

হযরত উরওয়া (ইবনে যুবাইর) (রা) বলেন ঃ আমাকে উসামা বিন যায়িদ (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে উবনা নামক স্থানের উপর প্রত্যুষে অতর্কিতে আক্রমণ এবং তাদের ফসল জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(আবু দাউদ)

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلٰى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إِلَىَّ إِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ فِىْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ - قَدْ أَغَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقٰى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبٰى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ -

ইবনে আউন বর্ণনা করেন ঃ আমি নাফেকে লিখেছিলাম, ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পূর্বে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি আমাকে লিখেছিলেন ঃ এ ছিলো ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার কথা। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্

www.pathagar.com

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ

كَانَ اِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَغْزُ حَتّٰى يُصْبِحَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِلاَّ اَغَارَ بَعْدَ الصُّبْحِ -

রাসূল (সা) যখন কোন শত্রুগোত্রের নিকট পৌছতেন, তখন সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। যদি সেখানে ফজর নামাযের আযান শুনতেন তবে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর তা না হলে সকালে আক্রমণ করতেন।

সাধারণতঃ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের উপর কাপুরুষের ন্যায় অতর্কিতে হামলা চালানো এবং তাদের মাল সম্পদ নষ্ট করে দেয়া ইসলাম পছন্দ করেনা। কিন্তু যদি একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন তার অনুমতি আছে। যেমন –

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ اِلَيْهِ قَالَ اَغِرْ عَلٰى اُبْنٰى صَبَاحًا وَحَرِّقْ -

হযরত উরওয়া (ইবনে যুবাইর) (রা) বলেন ঃ আমাকে উসামা বিন যায়িদ (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে উবনা নামক স্থানের উপর প্রত্যুষে অতর্কিতে আক্রমণ এবং তাদের ফসল জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(আবু দাউদ)

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : كَتَبْتُ اِلٰى نَافِعٍ اَسْاَلُهُ عَنِ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ اِلَىَّ اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ - قَدْ اَغَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَاَنْعَامُهُمْ تُسْقٰى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبٰى سَبْيَهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ -

ইবনে আউন বর্ণনা করেন ঃ আমি নাফেকে লিখেছিলাম, ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পূর্বে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি আমাকে লিখেছিলেন ঃ এ ছিলো ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার কথা। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্

www.pathagar.com

(সা) বনু মুস্তালিকের উপর এমন অতর্কিতে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন যে, তারা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলো। তখন তারা তাদের পশুগুলোকে ঝর্ণা থেকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি যুবকদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করেছিলেন। সে যুদ্ধেই যুওয়াইরা বিনতে হারেস তাঁর হস্তগত হয়।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

আগুনে পুড়িয়ে হত্যা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعَثٍ فَقَالَ : اَنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَّفُلاَنًا (رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ) فَاَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ - فَلَمَّا اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ قَالَ : كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَّفُلاَنًا - وَاِنَّ النَّارَ لاَيُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার নবী করীম (সা) আমাদেরকে অভিযানে পাঠাতে গিয়ে বললেনঃ তোমরা যদি অমুক অমুককে (অর্থাৎ কুরাইশ বংশের দু'জন লোককে) পাও তবে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। যখন আমরা রওয়ানা দিলাম, তখন তিনি আমাদেরকে ডেকে বললেনঃ তোমাদেরকে অমুক অমুক ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিয়েছিলাম কিন্তু আগুন দিয়ে শাস্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দেবার অধিকার নেই। কাজেই যদি ঐ দু'জনকে পাও তবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে।

(বুখারী, তিরমিযি, আবু দাউদ)

লাশ বিকৃত করা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ : نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبٰى وَالْمُثْلَةَ -

www.pathagar.com

(সা) বনু মুস্তালিকের উপর এমন অতর্কিতে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন যে, তারা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলো। তখন তারা তাদের পশুগুলোকে ঝর্ণা থেকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি যুবকদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করেছিলেন। সে যুদ্ধেই যুওয়াইরা বিনতে হারেস তাঁর হস্তগত হয়।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

আগুনে পুড়িয়ে হত্যা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْثٍ فَقَالَ : اَنْ وَجَدْتُّمْ فُلاَنًا وَّفُلاَنًا (رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ) فَاَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ - فَلَمَّا اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ قَالَ : كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَّفُلاَنًا - وَاِنَّ النَّارَ لاَيُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنْ وَجَدْتُّمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার নবী করীম (সা) আমাদেরকে অভিযানে পাঠাতে গিয়ে বললেনঃ তোমরা যদি অমুক অমুককে (অর্থাৎ কুরাইশ বংশের দু'জন লোককে) পাও তবে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। যখন আমরা রওয়ানা দিলাম, তখন তিনি আমাদেরকে ডেকে বললেনঃ তোমাদেরকে অমুক অমুক ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিয়েছিলাম কিন্তু আগুন দিয়ে শাস্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দেবার অধিকার নেই। কাজেই যদি ঐ দু'জনকে পাও তবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। (বুখারী, তিরমিযি, আবু দাউদ)

লাশ বিকৃত করা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ : نَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبٰى وَالْمُثْلَةَ -

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজিদ আনসারী (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (সা) লুটতরাজ ও লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

আল্লামা আবু ইয়ালা (রহ) তার 'আহকামুস্ সুলতানিয়া' নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ ইসলামী সেনাবাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব হচ্ছে যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশসমূহ পুড়িয়ে ফেলার পরিবর্তে সেগুলো মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলবেন। কেননা বদর যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা) কাফির ও মুশরিকদের লাশ পরিত্যাক্ত কূপে ফেলে মাটি চাপা দিয়েছিলেন।

হাত পা বেধে হত্যা

عَنْ اَبِىْ يَعْلٰى قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاُتِىَ بِاَرْبَعَةِ اَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَاَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوْا صَبْرًا بِالنَّبْلِ - فَبَلَغَ ذَالِكَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىْ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا فَبَلَغَ ذَالِكَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاَعْتَقَ اَرْبَعَ رِقَابٍ -

আবু ইয়ালা (রহ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি আবদুর রহমান ইবনে খলিদ বিন ওয়ালিদের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। এক সুযোগে শত্রুপক্ষের চারজন শক্তিশালী যুবক আমাদের হাতে ধৃত হয়। আবদুর রহমান (রহ) বললেন ঃ তাদেরকে বেধে হত্যা করা হবে। একথা যখন হযরত আবু আইউব আনসারী (রাা) এর কর্ণ গোচর হলো, তখন তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমরা বেধে হত্যা করো না। আল্লাহ্র শপথ! আমি একটি মুরগীকেও বেধে হত্যা করা পছন্দ করিনা। এ কথা যখন আবদুর রহমান শুনলেন ঃ তখন ঐ চার ব্যক্তিকে তিনি মুক্ত করে দিলেন।

(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজিদ আনসারী (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (সা) লুটতরাজ ও লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

আল্লামা আবু ইয়ালা (রহ) তার 'আহকামুস্ সুলতানিয়া' নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ ইসলামী সেনাবাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব হচ্ছে যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশসমূহ পুড়িয়ে ফেলার পরিবর্তে সেগুলো মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলবেন। কেননা বদর যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা) কাফির ও মুশরিকদের লাশ পরিত্যাক্ত কূপে ফেলে মাটি চাপা দিয়েছিলেন।

হাত পা বেধে হত্যা

عَنْ اَبِیْ یَعْلٰی قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیْدِ فَاُتِیَ بِاَرْبَعَةِ اَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَاَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوْا صَبْرًا بِالنَّبْلِ - فَبَلَغَ ذَالِكَ اَبَا اَیُّوْبَ الْاَنْصَارِیْ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَنْهٰى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَ الَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا فَبَلَغَ ذَالِكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَاَعْتَقَ اَرْبَعَ رِقَابٍ -

আবু ইয়ালা (রহ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি আবদুর রহমান ইবনে খলিদ বিন ওয়ালিদের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। এক সুযোগে শত্রুপক্ষের চারজন শক্তিশালী যুবক আমাদের হাতে ধৃত হয়। আবদুর রহমান (রহ) বললেন ঃ তাদেরকে বেধে হত্যা করা হবে। একথা যখন হযরত আবু আইউব আনসারী (রাা) এর কর্ণ গোচর হলো, তখন তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমরা বেধে হত্যা করো না। আল্লাহ্র শপথ! আমি একটি মুরগীকেও বেধে হত্যা করা পছন্দ করিনা। এ কথা যখন আবদুর রহমান শুনলেন ঃ তখন ঐ চার ব্যক্তিকে তিনি মুক্ত করে দিলেন।

(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

দূতকে হত্যা করা

عَنْ نَعِيْمِ بْنِ مَسْعُوْدِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِيْ مُسَيْلَمَةَ حِيْنَ قَرَأَ كِتَابَهُ مَاتَقُوْلاَنِ قَالَ نَقُوْلاَنِ كَمَا قَالَ قَالَ : اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اَنَّ الرُّسُلَ لاَتُقْتَلُ لَضَرَبْتُ اَعْنَاقَكُمَا -

নুয়াইম বিন মাসউদ আসজায়ি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন মুসায়লামা কাজ্জাবের দু'জন দূত তার পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন আমি নবী করীম (সা) কর্তৃক দূত দু'জনকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি ঃ মুসায়লামার ব্যাপারে তোমরা কি বলো? তারা বললো ঃ আমরাতো তাই বলি, যার দাওয়াত তিনি দেন। (অর্থাৎ তারা ঐ মিথ্যাবাদীকে নবী মানে)। নবী করীম (সা) তাদের দুজনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যদি দূত হত্যা গর্হিত কাজ না হতো তবে আমি তোমাদের দু'জনের গর্দান উড়িয়ে দিতাম। (আবু দাউদ, আহমদ)

মুসায়লামা কাজ্জাব একজন ভণ্ড নবী ছিলো, হযরত আবু বকর (রা) এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করে তাকে ও তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে হত্যা করা হয়। কিন্তু ঐ কুলাঙ্গারের দূতকে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের পরও হত্যা করা হয়নি। শুধু তাই নয় কোন দূতকে হত্যা করা যাবে না বলে নবী করীম (সা) আইন প্রণয়ন করে গিয়েছেন। আজকের এ সভ্য সমাজ এ ব্যাপারেও ইসলামের কাছে ঋণী। কেননা ইসলাম সর্বপ্রথম দূতের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলাম গ্রহণকারীকে হত্যা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلاَتَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (ج)

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো এবং আক্রমণ চালাও তখন (শত্রু মিত্রদের মধ্যে) পার্থক্য করো। যে তোমাদেরকে 'সালাম' বলে, হুট করেই তাদেরকে বলে দিয়ো না যে, তুমি মুমিন নও।

www.pathagar.com

দূতকে হত্যা করা

عَنْ نَعِيْمِ بْنِ مَسْعُوْدِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِيْ مُسَيْلَمَةَ حِيْنَ قَرَأَ كِتَابَهُ مَاتَقُوْلَانِ قَالَ نَقُوْلَانِ كَمَا قَالَ قَالَ : اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ لَا اَنَّ الرُّسُلَ لَاتُقْتَلُ لَضَرَبْتُ اَعْنَاقَكُمَا -

নুয়াইম বিন মাসউদ আসজায়ি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন মুসায়লামা কাজ্জাবের দু'জন দূত তার পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন আমি নবী করীম (সা) কর্তৃক দূত দু'জনকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি ঃ মুসায়লামার ব্যাপারে তোমরা কি বলো? তারা বললো ঃ আমরাতো তাই বলি, যার দাওয়াত তিনি দেন। (অর্থাৎ তারা ঐ মিথ্যাবাদীকে নবী মানে)। নবী করীম (সা) তাদের দুজনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যদি দূত হত্যা গর্হিত কাজ না হতো তবে আমি তোমাদের দু'জনের গর্দান উড়িয়ে দিতাম। (আবু দাউদ, আহমদ)

মুসায়লামা কাজ্জাব একজন ভণ্ড নবী ছিলো, হযরত আবু বকর (রা) এর নেতৃত্বে যুদ্ধ করে তাকে ও তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে হত্যা করা হয়। কিন্তু ঐ কুলাঙ্গারের দূতকে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের পরও হত্যা করা হয়নি। শুধু তাই নয় কোন দূতকে হত্যা করা যাবে না বলে নবী করীম (সা) আইন প্রণয়ন করে গিয়েছেন। আজকের এ সভ্য সমাজ এ ব্যাপারেও ইসলামের কাছে ঋণী। কেননা ইসলাম সর্বপ্রথম দূতের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলাম গ্রহণকারীকে হত্যা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (ج)

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো এবং আক্রমণ চালাও তখন (শত্রু মিত্রদের মধ্যে) পার্থক্য করো। যে তোমাদেরকে 'সালাম' বলে, হুট করেই তাদেরকে বলে দিয়ো না যে, তুমি মুমিন নও।

www.pathagar.com

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ سَرِيَّةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشُوْا اَهْلَ مَاءٍ صَبْحًا فَبَرَزَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَاءِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ اِنِّيْ مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ فَلَمَّا قَدِمُوْا اَخْبَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَالِكَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُوْلُ : اِنِّيْ مُسْلِمٌ فَقَالَ اِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا فَصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ وَمَدَّ يَدَهُ الْيُمْنٰى (وَفِيْ لَفْظٍ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِفُ الْمَسَاءَةَ فِيْ وَجْهِهِ) وَقَالَ اَبَى اللّٰهُ عَلٰى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

(مسند احمد)

হযরত উকবা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত, একদল যুদ্ধা নবী করীম (সা) এর অনুমতিক্রমে ছাবহা ঝর্ণার অধিবাসীকে অবরোধ করে ফেলেন। সেখানকার অধিবাসী এক ব্যক্তি বাইরে বেরিয়ে এলো। তখন এক মুসলিম সৈনিক তাকে আক্রমণ করলো। সে চীৎকার করে বললো আমি মুসলমান। কিন্তু সৈনিকটি তাকে হত্যা করে ফেললো। যখন তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো তখন নবী করীম (সা) কে এ ঘটনা অবহিত করানো হলো। তিনি ঘটনা শোনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং মিম্বরে দাড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পেশের পর ইরশাদ করলেন ঃ এটি কি ধরনের ঘটনা, একজন মুসলমানকে আরেকজন মুসলমান হত্যা করে দেবে, তার স্বীকৃতি দানের পরও? যে ব্যক্তি হত্যা করেছিলো, সে দাঁড়িয়ে বললো ঃ সেতো শুধু আত্মরক্ষা করার কৌশল হিসেবে নিজেকে মুসলমান বলে পেশ করেছে। রাসূল (সা) তার দিকে

www.pathagar.com

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ سَرِيَّةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشُوْا اَهْلَ مَاءٍ صُبْحًا فَبَرَزَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَاءِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ اِنِّيْ مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ فَلَمَّا قَدِمُوْا اَخْبَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَالِكَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُوْلُ : اِنِّيْ مُسْلِمٌ فَقَالَ اِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا فَصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ وَمَدَّ يَدَهُ الْيُمْنٰى (وَفِيْ لَفْظٍ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرَفُ الْمَسَاءَةَ فِيْ وَجْهِهِ) وَقَالَ اَبَى اللّٰهُ عَلٰى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

(مسند احمد)

হযরত উকবা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত, একদল যুদ্ধা নবী করীম (সা) এর অনুমতিক্রমে ছাবহা ঝর্ণার অধিবাসীকে অবরোধ করে ফেলেন। সেখানকার অধিবাসী এক ব্যক্তি বাইরে বেরিয়ে এলো। তখন এক মুসলিম সৈনিক তাকে আক্রমণ করলো। সে চীৎকার করে বললো আমি মুসলমান। কিন্তু সৈনিকটি তাকে হত্যা করে ফেললো। যখন তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো তখন নবী করীম (সা) কে এ ঘটনা অবহিত করানো হলো। তিনি ঘটনা শোনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং মিম্বরে দাড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পেশের পর ইরশাদ করলেন ঃ এটি কি ধরনের ঘটনা, একজন মুসলমানকে আরেকজন মুসলমান হত্যা করে দেবে, তার স্বীকৃতি দানের পরও? যে ব্যক্তি হত্যা করেছিলো, সে দাঁড়িয়ে বললো ঃ সেতো শুধু আত্মরক্ষা করার কৌশল হিসেবে নিজেকে মুসলমান বলে পেশ করেছে। রাসূল (সা) তার দিকে

www.pathagar.com

ঘুরে দাঁড়িয়ে এবং ডান হাত দিয়ে ইশারা করে [অন্য বর্ণনায় আছে– রাসূল (সা) তার দিকে অগ্রসর হলেন, এবং বিরক্তমাখা কণ্ঠে] বললেন ঃ যে মুসলমানকে হত্যা করবে আল্লাহ্ তাকে মা'ফ করবেন না। এ কথাটি তিনবার বললেন।

(মুসনাদে আহমদ)

গনিমতের মালের খেয়ানত

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

যে ব্যক্তি গণিমতের মাল চুরি করবে, সে কিয়ামতের দিন তার চুরিকৃত মাল সহ হাজির হবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬১)

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَاتَغُلُّوْا فَاِنَّ الْغُلُوْلَ نَارٌ وَعَارٌ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ –

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারবার বলতেন ঃ তোমরা গণিমতের মাল থেকে কিছু চুরি করোনা (অন্য বর্ণনায় আছে এমনকি সুই সুতাও না)। কেননা তা দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার কারণ হবে।

(মুসনাদে আহমদ)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ لِذَالِكَ فَقَالَ ان صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ غَلَّ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُوْدٍ لَايُسَاوِىْ دِرْهَمَيْنِ (مالك؛ ابو داؤد ؛ نسائى)

ঘুরে দাঁড়িয়ে এবং ডান হাত দিয়ে ইশারা করে [অন্য বর্ণনায় আছে– রাসূল (সা) তার দিকে অগ্রসর হলেন, এবং বিরক্তমাখা কণ্ঠে] বললেন ঃ যে মুসলমানকে হত্যা করবে আল্লাহ্ তাকে মা'ফ করবেন না। এ কথাটি তিনবার বললেন।

(মুসনাদে আহমদ)

গনিমতের মালের খেয়ানত

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

যে ব্যক্তি গণিমতের মাল চুরি করবে, সে কিয়ামতের দিন তার চুরিকৃত মাল সহ হাজির হবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬১)

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَتَغُلُّوْا فَاِنَّ الْغُلُوْلَ نَارٌ وَعَارٌ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারবার বলতেন ঃ তোমরা গণিমতের মাল থেকে কিছু চুরি করোনা (অন্য বর্ণনায় আছে এমনকি সুই সুতাও না)। কেননা তা দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার কারণ হবে।

(মুসনাদে আহমদ)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ لِذَالِكَ فَقَالَ ان صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهٗ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ غَلَّ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُوْدٍ لاَيُسَاوِىْ دِرْهَمَيْنِ (مالك؛ ابو داؤد ؛ نسائى)

www.pathagar.com

হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ খায়বার যুদ্ধের জনৈক সাহাবীর মৃত্যু হলো। খবরটি রাসূল (সা) এর কর্ণগোচর হলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের সঙ্গীর জানাযা তোমরাই পড়ো (আমি পড়বোনা)। এতে সকলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো (কারণ তার উপস্থিতিতে অন্যের ইমামতের প্রশ্নই উঠেনা)। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের এ সাথী আল্লাহর পথে গনিমতের মাল থেকে চুরি করেছে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা ঐ ব্যক্তির আসবাবপত্র তল্লাসী করে একটি চামড়ার রশি পেলাম যা জনৈক ইহুদীর ছিলো। যার মূল্য দু দিরহামও ছিলো না। (মালেক, আবু দাউদ, নাসাঈ)

লুটতরাজ

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَجَهْدٌ فَأَصَابُوْا غَنَمًا فَانْتَهَبُوْهَا فَإِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَغْلِيْ إِذْ جَاءَ نَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيْ فَأَكْفَأَ الْقُدُوْرَ بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ- (ابو داؤد)

হযরত আসেম বিন কুলাইব, তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এক আনসার সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন–আমরা নবী করীম (সা) এর সাথে একবার এক সফরে ছিলাম। সে সফরে লোকজন খুব কষ্ট স্বীকার করেছিলো, এমনকি তাদের খাদ্যের পরিমাণও ছিলো খুব সামান্য। যাহোক পথিমধ্যে এক পাল ছাগল দেখে লোকেরা সেগুলোকে লুট করে নিয়ে যবেহ করে রান্না করতে লাগলো। এমন সময় নবী করীম (সা) সেখানে তাশরীফ আনলেন। এসে লাঠি দিয়ে চুলা থেকে সমস্ত হাড়ি উল্টিয়ে ফেলে দিলেন, গোশ্তগুলো মাটিতে পড়ে রইলো। তারপর তিনি বললেন ঃ লুটের মাল মৃত জন্তুর চেয়ে ভালো নয়।

(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ খায়বার যুদ্ধের জনৈক সাহাবীর মৃত্যু হলো। খবরটি রাসূল (সা) এর কর্ণগোচর হলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের সঙ্গীর জানাযা তোমরাই পড়ো! (আমি পড়বোনা)। এতে সকলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো (কারণ তার উপস্থিতিতে অন্যের ইমামতের প্রশ্নই উঠেনা)। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের এ সাথী আল্লাহ্‌র পথে গনিমতের মাল থেকে চুরি করেছে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা ঐ ব্যক্তির আসবাবপত্র তল্লাসী করে একটি চামড়ার রশি পেলাম যা জনৈক ইহুদীর ছিলো। যার মূল্য দু দিরহামও ছিলো না। (মালেক, আবু দাউদ, নাসাঈ)

লুটতরাজ

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَجَهْدٌ فَأَصَابُوْا غَنَمًا فَانْتَهَبُوْهَا فَإِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَغْلِيْ إِذْ جَاءَ نَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيْ فَأَكْفَأَ الْقُدُوْرَ بِقَوْسِهٖ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ- (ابو داؤد)

হযরত আসেম বিন কুলাইব, তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এক আনসার সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন–আমরা নবী করীম (সা) এর সাথে একবার এক সফরে ছিলাম। সে সফরে লোকজন খুব কষ্ট স্বীকার করেছিলো, এমনকি তাদের খাদ্যের পরিমাণও ছিলো খুব সামান্য। যাহোক পথিমধ্যে এক পাল ছাগল দেখে লোকেরা সেগুলোকে লুট করে নিয়ে যবেহ্ করে রান্না করতে লাগলো। এমন সময় নবী করীম (সা) সেখানে তাশরীফ আনলেন। এসে লাঠি দিয়ে চুলা থেকে সমস্ত হাড়ি উল্টিয়ে ফেলে দিলেন, গোশ্‌তগুলো মাটিতে পড়ে রইলো। তারপর তিনি বললেন ঃ লুটের মাল মৃত জন্তুর চেয়ে ভালো নয়।

(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

হত্যযজ্ঞ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা

اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ (ط) وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ـ

যখন তারা ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে, শস্যক্ষেত ধ্বংস এবং প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (সূরা আল বাকারা ঃ ২০৫)

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا (ط) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

আমি পরকালের ঘর তাদের জন্যই রেখেছি, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায়না। মুত্তাকী লোকদের পরিণামই শুভ। (সূরা কাসাস ঃ ৮৩)

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَتَلَ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اَوْ اَحْرَقَ نَخْلًا اَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً اَوْ ذَبَحَ شَاةً لِاِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا ـ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মুক্ত করা গোলাম হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি কোন শিশু কিংবা অতিবৃদ্ধকে হত্যা করবে, খেজুর গাছসমূহ জ্বালিয়ে দেবে, ফলবান বৃক্ষ কেটে ফেলবে এবং শুধু চামড়া সংগ্রহের জন্য ছাগল যবেহ করবে, সে জিহাদের কোন সওয়াবই পাবেনা। (বরং উল্টা গুণাহ্গার হবে)। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جُيُوْشًا اِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِىْ مَعَ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَقَالَ : اِنِّىْ مُوْصِيْكَ

www.pathagar.com

হত্যযজ্ঞ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা

إِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ (ط) وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ -

যখন তারা ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে, শস্যক্ষেত ধ্বংস এবং প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (সূরা আল বাকারা ঃ ২০৫)

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا (ط) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -

আমি পরকালের ঘর তাদের জন্যই রেখেছি, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায়না। মুত্তাকী লোকদের পরিণামই শুভ। (সূরা কাসাস ঃ ৮৩)

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَابِهَا لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর মুক্ত করা গোলাম হযরত সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি কোন শিশু কিংবা অতিবৃদ্ধকে হত্যা করবে, খেজুর গাছসমূহ জ্বালিয়ে দেবে, ফলবান বৃক্ষ কেটে ফেলবে এবং শুধু চামড়া সংগ্রহের জন্য ছাগল যবেহ করবে, সে জিহাদের কোন সওয়াবই পাবেনা। (বরং উল্টা গুণাহ্গার হবে)। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ : إِنِّي مُوصِيكَ

بِعَشْرِ خِلَالٍ : لاتَقْتُلِ امْرَأَةً وَلَاصَبِيًّا ، وَلَا كَبِيْرًا هَرَمًا ، وَلَاتَقْطَعْ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَاتَخْرِبْ عامرا ، وَلاتَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيْرًا اِلَّا لِمَاكَلَةٍ وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا وَلَاتُحْرِقْهُ ، وَلَاتَغْلُلْ وَلَاتَجْبُنَّ (

موطا امام مالك)

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর (রা) এক অভিযানে সামে (সিরিয়ায়) সৈন্য প্রেরণ করেন। তাদের বিদায় বেলা ইয়াজিত বিন আবু সুফিয়ানের সাথে কিছুদূর পায়ে হেটে এগিয়ে দেন। ইয়াজিদ ঐ সেনাবাহিনীর এক চতুর্থাংশের অধিনায়ক ছিলেন। আবু বকর (রা) তাকে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন। মহিলা, শিশু ও অতিবৃদ্ধকে হত্যা না করা, ফলবান কোন গাছ না কাটা, কোন জনপ্দকে বিরান না করা, খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া কোন ছাগল অথবা উট যবেহ্ না করা, খেজুর বাগান ধ্বংস না করা, কিংবা পুড়িয়ে না দেয়া, মালে গণিমত চুরি না করা এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে না যাওয়া। (মুয়াত্তা, ইমাম মালেক)

অবশ্য বনু নাযীরের খেজুর বাগান ধ্বংস প্রসঙ্গে আল কুরআনে যে আলোচনা করা হয়েছে এবং কিছু হাদীসে কোন কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করে ধ্বংস করার ব্যাপারে যে সব আলোচনা এসেছে, তা ছিলো সামান্য কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র। স্থান কাল পাত্র ভেদে ব্যতিক্রমী ঘটনা। আর উপরোক্ত আলোচনা হচ্ছে ইসলামের যুদ্ধনীতির অন্তর্ভূক্ত মূলনীতি সংক্রান্ত অন্যতম একটি নীতি। সব জায়গায় এবং সব যুগেই কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা থাকে। ব্যতিক্রমতো ব্যতিক্রমই, তা কখানো আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

www.pathagar.com

بِعَشْرِ خِلَالٍ : لاتَقْتُلِ امْرَأَةً وَلَاصَبِيًّا ، وَلَا كَبِيْرًا هَرَمًا ، وَلَاتَقْطَعْ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَاتَخْرِبْ عامرا ، وَلَاتَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيْرًا اِلَّا لِمَاكَلَةٍ وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا وَلَاتُحْرِقَنَّهُ ، وَلَاتَغْلُلْ وَلَاتَجْبُنْ (

موطا امام مالك)

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর (রা) এক অভিযানে সামে (সিরিয়ায়) সৈন্য প্রেরণ করেন। তাদের বিদায় বেলা ইয়াজিত বিন আবু সুফিয়ানের সাথে কিছুদূর পায়ে হেটে এগিয়ে দেন। ইয়াজিদ ঐ সেনাবাহিনীর এক চতুর্থাংশের অধিনায়ক ছিলেন। আবু বকর (রা) তাকে দশটি উপদেশ দিয়েছিলেন। মহিলা, শিশু ও অতিবৃদ্ধকে হত্যা না করা, ফলবান কোন গাছ না কাটা, কোন জনপদকে বিরান না করা, খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া কোন ছাগল অথবা উট যবেহ্ না করা, খেজুর বাগান ধ্বংস না করা, কিংবা পুড়িয়ে না দেয়া, মালে গণিমত চুরি না করা এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে না যাওয়া। (মুয়াত্তা, ইমাম মালেক)

অবশ্য বনু নাযীরের খেজুর বাগান ধ্বংস প্রসঙ্গে আল কুরআনে যে আলোচনা করা হয়েছে এবং কিছু হাদীসে কোন কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করে ধ্বংস করার ব্যাপারে যে সব আলোচনা এসেছে, তা ছিলো সামান্য কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র। স্থান কাল পাত্র ভেদে ব্যতিক্রমী ঘটনা। আর উপরোক্ত আলোচনা হচ্ছে ইসলামের যুদ্ধনীতির অন্তর্ভূক্ত মূলনীতি সংক্রান্ত অন্যতম একটি নীতি। সব জায়গায় এবং সব যুগেই কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা থাকে। ব্যতিক্রমতো ব্যতিক্রমই, তা কখানো আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

যুদ্ধের ময়দানে নামায

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

যুদ্ধের ময়দানে নামায

www.pathagar.com

যুদ্ধের ময়দানে নামায

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ (ق) اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (ط) اِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا -

যখন তোমরা সফরে বের হও তখন তোমরা নামাযে কসর করো। এটি তোমাদের জন্য কোন গুণাহর কারণ নয়। যদি তোমরা ভয় করো যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপর্যয়ে ফেলবে। কেননা কাফিররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আন নিসাঃ ১০১)

وَاِذَا كُنْتَ فِيْكُمْ فَاَقَمْتَ لَكُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ (قف) فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ (مـ) وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ (ج) وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً (ج) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ (ط) اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا -

www.pathagar.com

যুদ্ধের ময়দানে নামায

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا
مِنَ الصَّلٰوةِ (ق) اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (ط) اِنَّ
الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا -

যখন তোমরা সফরে বের হও তখন তোমরা নামাযে কসর করো। এটি তোমাদের জন্য কোন গুণাহর কারণ নয়। যদি তোমরা ভয় করো যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিপর্যয়ে ফেলবে। কেননা কাফিররা হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা আন নিসাঃ ১০১)

وَاِذَا كُنْتَ فِيْكُمْ فَاَقَمْتَ لَكُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ
مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ (قف) فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ
وَّرَائِكُمْ (م) وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ
وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ (ج) وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ
عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً (ج)
وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ
تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ (ط) اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابًا مُّهِيْنًا -

www.pathagar.com

যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকো, অতঃপর নামাযে দাঁড়াও, তখন যেন একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তাদের অস্ত্র সাথে রাখে। তারপর যখন তারা সিজদা শেষ করবে তখন তারা তোমার কাছ থেকে সরে যাবে এবং তাদের স্থানে অন্যদল আসবে যারা নামায পড়েনি। তারাও তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাথে রাখবে। কারণ কাফিরগণরা চায় তোমরা কোনরূপ অসতর্ক থাকো, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা তোমরা অসুস্থ থাকো তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গুণাহ্ নেই। কিন্তু আত্মরক্ষার অস্ত্র তোমাদের সাথে রেখো। অবশ্যই আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(সূরা আন্ নিসা ঃ ১০৩)

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ (ج) فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (ج) إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا - (النساء -١٠٣)

অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন করো তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো। আর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিকভাবে আদায় করো। নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের উপর ফরয, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (সূরা আন নিসা ঃ১০৩)

একবার বানু নাযীর গোত্রের কতিপয় লোক নবী করীম (সা) এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের বেশী সময় সফরে বাইরে থাকতে হয়, তখন আমরা কিভাবে নামায আদায় করবো?-তখন আলোচ্য প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে মুসাফিরের জন্য ফরয নামাযের বিধান বলে দেয়া হয়েছে। তার এক বৎসর পর আসফান যুদ্ধের সময় যুদ্ধকালিন নামাযের

যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকো, অতঃপর নামাযে দাঁড়াও, তখন যেন একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তাদের অস্ত্র সাথে রাখে। তারপর যখন তারা সিজদা শেষ করবে তখন তারা তোমার কাছ থেকে সরে যাবে এবং তাদের স্থানে অন্যদল আসবে যারা নামায পড়েনি। তারাও তাদের অস্ত্রশস্ত্র সাথে রাখবে। কারণ কাফিরগণরা চায় তোমরা কোনরূপ অসতর্ক থাকো, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা তোমরা অসুস্থ থাকো তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গুণাহ্ নেই। কিন্তু আত্মরক্ষার অস্ত্র তোমাদের সাথে রেখো। অবশ্যই আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(সূরা আন্ নিসা ঃ ১০৩)

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ (ج) فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (ج) اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا - (النساء -١٠٣)

অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন করো তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো। আর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিকভাবে আদায় করো। নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের উপর ফরয, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (সূরা আন নিসা ঃ১০৩)

একবার বানু নাযীর গোত্রের কতিপয় লোক নবী করীম (সা) এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের বেশী সময় সফরে বাইরে থাকতে হয়, তখন আমরা কিভাবে নামায আদায় করবো?-তখন আলোচ্য প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে মুসাফিরের জন্য ফরয নামাযের বিধান বলে দেয়া হয়েছে। তার এক বৎসর পর আসফান যুদ্ধের সময় যুদ্ধকালিন নামাযের

www.pathagar.com

বিধান অবতীর্ণ হয়। আসফান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো খন্দক বা আহযাব যুদ্ধের (৫ম হিজরীর) পর।

আসফান যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা) যোহরের নামায সমস্ত সাহাবাদেরকে নিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে আদায় করলেন। এ ঘটনা কাফিরগণ দেখলেও তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো। কিন্তু মুসলমানদের নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা আফসোস করতে লাগলো যে, মুসলমানগণ সকলে নামাযরত থাকা অবস্থায় কেন একযোগে আক্রমণ চালানো হলো না। তাহলে মুসলমানগণ ধরাশায়ী হয়ে যেতো। সে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ অবশ্য তখনও তিনি মুসলমান হননি। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলো, ঠিক আছে পরবর্তী নামাযের সময় তাদেরকে আক্রমণ করা হবে। তারাতো আর নামায বাদ দেবেনা, কারণ নামায তাদের সম্পদ ও সন্তানের চেয়েও প্রিয়। অতঃপর যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময় যুদ্ধকালিন নামাযের বিধান অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযি)। অবশ্য কিছু কিছু বর্ণনায় যাতুর রিকা যুদ্ধে যুদ্ধকালিন নামাযের বিধান অবতীর্ণের কথা বলা হয়েছে। আবার কিছু বর্ণনায় আছে আহযাব যুদ্ধের পূর্বেই যুদ্ধকালিন নামাযের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। তবে প্রথম বক্তব্যের সাথেই অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ একমত হয়েছেন।

যুদ্ধকালিন নামায নবী করীম (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা বুঝে যে পদ্ধতি সহজ হয় সে পদ্ধতি অবলম্বন করে নামায আদায় করে নিলেই হবে। নিচে সংক্ষেপে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পদ্ধতি ঃ একদল ইমামের পেছনে এক রাকায়াত নামায আদায় করে অস্ত্র নিয়ে শত্রুর মুকাবেলা করবে এবং অপর দল এসে দ্বিতীয় রাকায়াতে ইমামের সাথে মিলিত হবে। তারা এক রাকায়াত পড়ে চলে যাবে। শুধুমাত্র ইমাম সাহেবের দু রাকায়াত পুরো হবে।

www.pathagar.com

বিধান অবতীর্ণ হয়। আসফান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো খন্দক বা আহযাব যুদ্ধের (৫ম হিজরীর) পর।

আসফান যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা) যোহরের নামায সমস্ত সাহাবাদেরকে নিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে আদায় করলেন। এ ঘটনা কাফিরগণ দেখলেও তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো। কিন্তু মুসলমানদের নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা আফসোস করতে লাগলো যে, মুসলমানগণ সকলে নামাযরত থাকা অবস্থায় কেন একযোগে আক্রমণ চালানো হলো না। তাহলে মুসলমানগণ ধরাশায়ী হয়ে যেতো। সে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ অবশ্য তখনও তিনি মুসলমান হননি। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিলো, ঠিক আছে পরবর্তী নামাযের সময় তাদেরকে আক্রমণ করা হবে। তারাতো আর নামায বাদ দেবেনা, কারণ নামায তাদের সম্পদ ও সন্তানের চেয়েও প্রিয়। অতঃপর যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময় যুদ্ধকালিন নামাযের বিধান অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযি)। অবশ্য কিছু কিছু বর্ণনায় যাতুর রিকা যুদ্ধে যুদ্ধকালিন নামাযের বিধান অবতীর্ণের কথা বলা হয়েছে। আবার কিছু বর্ণনায় আছে আহযাব যুদ্ধের পূর্বেই যুদ্ধকালিন নামাযের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। তবে প্রথম বক্তব্যের সাথেই অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ একমত হয়েছেন।

যুদ্ধকালিন নামায নবী করীম (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা বুঝে যে পদ্ধতি সহজ হয় সে পদ্ধতি অবলম্বন করে নামায আদায় করে নিলেই হবে। নিচে সংক্ষেপে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পদ্ধতি ঃ একদল ইমামের পেছনে এক রাকায়াত নামায আদায় করে অস্ত্র নিয়ে শত্রুর মুকাবেলা করবে এবং অপর দল এসে দ্বিতীয় রাকায়াতে ইমামের সাথে মিলিত হবে। তারা এক রাকায়াত পড়ে চলে যাবে। শুধুমাত্র ইমাম সাহেবের দু রাকায়াত পুরো হবে।

www.pathagar.com

এ পদ্ধতি ইবনে আব্বাস (রা), জাবির (রা) ও ইকরামা (রা) বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ একদল ইমামের পেছনে এক রাকায়াত পড়ে শত্রুর মুকাবেলায় চলে যাবে। দ্বিতীয় দল এসে ইমামের পেছনে দ্বিতীয় রাকায়াতে শরীক হবে। তারাও ইমামের পেছনে এক রাকায়াত পড়ে চলে যাবে। অতঃপর দু'দল থেকেই সুবিধা মতো একাকী এক রাকায়াত পড়ে দু' রাকায়াত পুরো করে নেবে। (এটি হানাফীদের অনুসরণীয় পদ্ধতি)

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ প্রথমে একদল ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকায়াত নামায আদায় করবে। ইমাম তাশাহুদ পড়ে উঠে দাঁড়াবেন, কিন্তু প্রথম দল নিজেরা সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। তারপর অপর দল এসে ইমামের পেছনে দু'রাকায়াত নামায আদায় করে ইমামের সাথে সালাম ফেরাবে। তাহলে প্রত্যক দলে নামায দু'রাকায়াত করে হবে এবং ইমাম সাহেবের নামায হবে চার রাকায়াত।

(এ পদ্ধতি হাসান বসরী ও আবু বাকরা থেকে বর্ণিত)

চতুর্থ পদ্ধতি ঃ সেনাবাহিনীর এক অংশ ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে এক রাকায়াত আদায় করবে এবং অবশিষ্ট এক রাকায়াত একাকী আদায় করে মোট দু'রাকায়াত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। ইমাম সাহেব দ্বিতীয় রাকায়াতে দাঁড়িয়ে থাকবেন। অপর দল এসে ইমামের পেছনে এক রাকায়াত নামায পড়বে। ইমাম দু'রাকাত পূর্ণ করে সালাম ফেরাবেন কিন্তু দ্বিতীয় দল নিজেরা বাকী এক রাকায়াত পড়ে দু'রাকাত পূর্ণ করবে। এ পদ্ধতিতে ইমামকে দ্বিতীয় রাকায়াতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

(ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈ'র পছন্দনীয় পদ্ধতি এটি)

যুদ্ধের তীব্রতার কারণে উপরোক্ত পদ্ধতিতে নামায় আদায়েও যদি সমস্যার সৃষ্টি হয় তবে ইমাম আবু হানিফার মতে নামায মুলতবী রেখে পরে পড়লেও চলবে। কিন্তু ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী বলেন ঃ যদি রুকু সিজদা করা

www.pathagar.com

এ পদ্ধতি ইবনে আব্বাস (রা), জাবির (রা) ও ইকরামা (রা) বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ একদল ইমামের পেছনে এক রাকায়াত পড়ে শত্রুর মুকাবেলায় চলে যাবে। দ্বিতীয় দল এসে ইমামের পেছনে দ্বিতীয় রাকায়াতে শরীক হবে। তারাও ইমামের পেছনে এক রাকায়াত পড়ে চলে যাবে। অতঃপর দু'দল থেকেই সুবিধা মতো একাকী এক রাকায়াত পড়ে দু' রাকায়াত পুরো করে নেবে। (এটি হানাফীদের অনুসরণীয় পদ্ধতি)

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ প্রথমে একদল ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকায়াত নামায আদায় করবে। ইমাম তাশাহুদ পড়ে উঠে দাঁড়াবেন, কিন্তু প্রথম দল নিজেরা সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। তারপর অপর দল এসে ইমামের পেছনে দু'রাকায়াত নামায আদায় করে ইমামের সাথে সালাম ফেরাবে। তাহলে প্রত্যক দলে নামায দু'রাকায়াত করে হবে এবং ইমাম সাহেবের নামায হবে চার রাকায়াত।

(এ পদ্ধতি হাসান বসরী ও আবু বাকরা থেকে বর্ণিত)

চতুর্থ পদ্ধতি ঃ সেনাবাহিনীর এক অংশ ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে এক রাকায়াত আদায় করবে এবং অবশিষ্ট এক রাকায়াত একাকী আদায় করে মোট দু'রাকায়াত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। ইমাম সাহেব দ্বিতীয় রাকায়াতে দাঁড়িয়ে থাকবেন। অপর দল এসে ইমামের পেছনে এক রাকায়াত নামায পড়বে। ইমাম দু'রাকাত পূর্ণ করে সালাম ফেরাবেন কিন্তু দ্বিতীয় দল নিজেরা বাকী এক রাকায়াত পড়ে দু'রাকাত পূর্ণ করবে। এ পদ্ধতিতে ইমামকে দ্বিতীয় রাকায়াতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

(ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈ'র পছন্দনীয় পদ্ধতি এটি)

যুদ্ধের তীব্রতার কারণে উপরোক্ত পদ্ধতিতে নামায় আদায়েও যদি সমস্যার সৃষ্টি হয় তবে ইমাম আবু হানিফার মতে নামায মুলতবী রেখে পরে পড়লেও চলবে। কিন্তু ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী বলেন ঃ যদি রুকু সিজদা করা

www.pathagar.com

সম্ভবপর না হয় তবে ইশারায় আদায় করলেই হবে। ইমাম শাফিঈ'র মতে এমতাবস্থায় নামাযে কমবেশী করা যাবে। বস্তুতঃ যুদ্ধাবস্থায় যে কোন ভাবেই হোক নামায আদায় করে নিলেই হবে। যদি জামায়াতের সুযোগ থাকে তবে জামায়াতের সাথে আদায় করতে হবে অন্যথায় একাকী আদায় করে নিতে হবে। প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় হাঁটা চলাও করা যাবে। নবী করীম (সা) খন্দক যুদ্ধের সময় চার রাকায়াত নামায কাযা করেছেন এবং পরে তা আদায় করে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, যুদ্ধের ময়দানে অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্যবস্থা নিতে হবে। আল্লাহ্তো শুধু মানুষের চেষ্টা ও মনের অবস্থাই দেখে থাকেন।

www.pathagar.com

সম্ভবপর না হয় তবে ইশারায় আদায় করলেই হবে। ইমাম শাফিঈ'র মতে এমতাবস্থায় নামাযে কমবেশী করা যাবে। বস্তুতঃ যুদ্ধাবস্থায় যে কোন ভাবেই হোক নামায আদায় করে নিলেই হবে। যদি জামায়াতের সুযোগ থাকে তবে জামায়াতের সাথে আদায় করতে হবে অন্যথায় একাকী আদায় করে নিতে হবে। প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় হাঁটা চলাও করা যাবে। নবী করীম (সা) খন্দক যুদ্ধের সময় চার রাকায়াত নামায কাযা করেছেন এবং পরে তা আদায় করে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, যুদ্ধের ময়দানে অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্যবস্থা নিতে হবে। আল্লাহ্তো শুধু মানুষের চেষ্টা ও মনের অবস্থাই দেখে থাকেন।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

সীমান্ত পাহারা

- এক রাত সীমান্ত পাহারা দেয়া সারা পৃথিবীর সমোদয় বস্তু থেকে উত্তম
- এক রাতের পাহারা হাজার রাতের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম
- পাহারাদার চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা
- সীমান্ত পাহারা দেয়ার অবিচ্ছিন্ন সওয়াব

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

সীমান্ত পাহারা

- ০ এক রাত সীমান্ত পাহারা দেয়া সারা পৃথিবীর সমোদয় বস্তু থেকে উত্তম
- ০ এক রাতের পাহারা হাজার রাতের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম
- ০ পাহারাদার চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা
- ০ সীমান্ত পাহারা দেয়ার অবিচ্ছিন্ন সওয়াব

www.pathagar.com

সীমান্ত পাহারা

রাষ্ট্রের সীমান্তকে ইসলামী পরিভাষায় রিবাত বলা হয়। সীমান্ত পাহারা বা রিবাতকে এতো গুরুত্ব দেয়ার কারণ হচ্ছে, ইসলামের দুশমনগণ যদি সশস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করে তবে সীমান্ত এলাকা দিয়েই সর্বপ্রথম আক্রমণ চালাবে। তাই সীমান্ত এলাকাকে একটি অপ্রতিরোধ্য ঘাটিতে রূপান্তর করাই হচ্ছে ইসলামী হুকুমতের অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাহিদ' বলা হয় এবং যারা সীমান্ত পাহারা দেয় তাদেরকে বলা হয় 'মুরাবিত"। আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির যে মর্যাদা, সীমান্ত পাহারার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গেরও একই মর্যাদা।

ফিকাহ্র কিতাবসমূহে বলা হয়েছে—যে জায়গা একবার শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে তা ৪০ বৎসর পর্যন্ত পাহারা দেয়া রিবাতের অন্তর্ভূক্ত। আর যদি কোন জায়গা পর পর দু'বার আক্রান্ত হয় তবে ১০০ বৎসর পর্যন্ত তা পাহারা দিয়ে হেফাজতে রাখা রিবাতের অন্তর্ভূক্ত। আর যদি কোথাও তিনবার আক্রমণ করা হয় তবে তা আজীবন রিবাত বলে গণ্য হবে। চাই তা সীমান্ত এলাকা হোক কিংবা দেশের অভ্যন্তরের কোন এলাকা হোক না কেন।

এক রাত পাহারা দেয়া পৃথিবীর সমোদয় বস্তু থেকে উত্তম

عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

হযরত সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে এক দিন (বা রাত) সীমান্ত পাহারা দেয়া গোটা পৃথিবী এবং তার সমোদয় বস্তু থেকে উত্তম। (বুখারী, তিরমিযি)

www.pathagar.com

সীমান্ত পাহারা

রাষ্ট্রের সীমান্তকে ইসলামী পরিভাষায় রিবাত বলা হয়। সীমান্ত পাহারা বা রিবাতকে এতো গুরুত্ব দেয়ার কারণ হচ্ছে, ইসলামের দুশমনগণ যদি সশস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করে তবে সীমান্ত এলাকা দিয়েই সর্বপ্রথম আক্রমণ চালাবে। তাই সীমান্ত এলাকাকে একটি অপ্রতিরোধ্য ঘাটিতে রূপান্তর করাই হচ্ছে ইসলামী হুকুমতের অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাহিদ' বলা হয় এবং যারা সীমান্ত পাহারা দেয় তাদেরকে বলা হয় 'মুরাবিত"। আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির যে মর্যাদা, সীমান্ত পাহারার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গেরও একই মর্যাদা।

ফিকাহ্র কিতাবসমূহে বলা হয়েছে—যে জায়গা একবার শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে তা ৪০ বৎসর পর্যন্ত পাহারা দেয়া রিবাতের অন্তর্ভূক্ত। আর যদি কোন জায়গা পর পর দু'বার আক্রান্ত হয় তবে ১০০ বৎসর পর্যন্ত তা পাহারা দিয়ে হেফাজতে রাখা রিবাতের অন্তর্ভূক্ত। আর যদি কোথাও তিনবার আক্রমণ করা হয় তবে তা আজীবন রিবাত বলে গণ্য হবে। চাই তা সীমান্ত এলাকা হোক কিংবা দেশের অভ্যন্তরের কোন এলাকা হোক না কেন।

এক রাত পাহারা দেয়া পৃথিবীর সমোদয় বস্তু থেকে উত্তম

عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

হযরত সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে এক দিন (বা রাত) সীমান্ত পাহারা দেয়া গোটা পৃথিবী এবং তার সমোদয় বস্তু থেকে উত্তম। (বুখারী, তিরমিযি)

www.pathagar.com

এক রাতের পাহারা হাজার রাতের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلٰى مِنْبَرِهِ اِنِّىْ مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ يَمْنَعُنِىْ اِلَّا الضَّنُّ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : حَرَسُ لَيْلَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا-

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত উসমান বিন আফফান একবার মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছেলেন। এক পর্যায়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করে শুনাবো যা আমি তার থেকে শুনেছি। (আমি তোমাদেরকে শোনানোর লোভ সম্বোরণ করতে পারছিনা)। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে একরাত পাহারা দেয়া এ রকম হাজার রাত থেকে উত্তম, যা দিনে রোযা এবং রাতে নামাযের মাধ্যমে অতিবাহিত করা হয়। (তিরমিযি, ইবনে মাজা, আহমদ, তাবারানী)

পাহারাদার চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَيْنَانِ لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ - عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ দু

www.pathagar.com

এক রাতের পাহারা হাজার রাতের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلٰى مِنْبَرِهِ اِنِّىْ مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ يَمْنَعُنِىْ اِلَّا الضَّنُّ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : حَرَسُ لَيْلَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا-

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত উসমান বিন আফফান একবার মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছেলেন। এক পর্যায়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করে শুনাবো যা আমি তার থেকে শুনেছি। (আমি তোমাদেরকে শোনানোর লোভ সম্বোরণ করতে পারছিনা)। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে একরাত পাহারা দেয়া এ রকম হাজার রাত থেকে উত্তম, যা দিনে রোযা এবং রাতে নামাযের মাধ্যমে অতিবাহিত করা হয়। (তিরমিযি, ইবনে মাজা, আহমদ, তাবারানী)

পাহারাদার চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَيْنَانِ لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ - عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ দু

www.pathagar.com

ধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবেনা। একটি ঐ চোখ যা আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয়। অপরটি ঐ চোখ যা আল্লাহ্‌র পথে বিনিদ্র পাহারা দেয়। (তিরমিযি,নাসাঈ)

সীমান্ত পাহারা দেয়ার সওয়াব

عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَكَرِيَّا الْخُزَاعِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْخَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ شُرَحْبِيْلَ بْنَ السَّمْطِ - وَهُوَ مُرَابِطٌ عَلَى السَّاحِلِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ رَابَطَ يَوْمًا اَوْ لَيْلَةً كَانَ لَهُ كَصِيَامِ شَهْرٍ لِلْقَاعِدِ ٠ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَجْرَى اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ اَجْرَ صَلَاتِهٖ وَصِيَامِهٖ وَنَفَقَتِهٖ وَوُقِىَ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ - وَاَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ -

আবু জাকারিয়ার পুত্র সুলাইমান আল খাইরি বর্ণনা করেছেন, তিনি সুরাহ্‌বিল বিন সামত্‌কে বলতে শুনেছেন (তিনি সামুদ্রিক এলাকার সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন) নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একদিন কিংবা একরাত আল্লাহ্‌র পথে পাহারা দেবে আর যে দেবেনা তার একমাসের নামায রোযার সমপরিমাণ সওয়াব সে পাবে। আর যদি পাহারা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে অনবরত নামায, রোযা, ও দান সাদকার সওয়াব অবিচ্ছিন্নভাবে তার আমলনামায় লিখা হবে। কবরের ফিতনা থেকে আল্লাহ্‌ তাকে হেফাজতে রাখবেন এবং কিয়ামেতর বিভীষিকা থেকে তাকে রক্ষা করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

ধরনের চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবেনা। একটি ঐ চোখ যা আল্লাহ্‌র ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয়। অপরটি ঐ চোখ যা আল্লাহ্‌র পথে বিনিদ্র পাহারা দেয়। (তিরমিযি,নাসাঈ)

সীমান্ত পাহারা দেয়ার সওয়াব

عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَكَرِيَّا الْخُزَاعِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْخَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ شُرَحْبِيْلَ بْنَ السَّمْطِ - وَهُوَ مُرَابِطٌ عَلَى السَّاحِلِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ رَابَطَ يَوْمًا اَوْ لَيْلَةً كَانَ لَهُ كَصِيَامِ شَهْرٍ لِلْقَاعِدِ . وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَجْرَى اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ اَجْرَ صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَنَفَقَتِهِ وَوُقِىَ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ - وَاَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ -

আবু জাকারিয়ার পুত্র সুলাইমান আল খাইরি বর্ণনা করেছেন, তিনি সুরাহ্‌বিল বিন সামত্‌কে বলতে শুনেছেন (তিনি সামদ্রিক এলাকার সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন) নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একদিন কিংবা একরাত আল্লাহ্‌র পথে পাহারা দেবে আর যে দেবেনা তার একমাসের নামায রোযার সমপরিমাণ সওয়াব সে পাবে। আর যদি পাহারা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে অনবরত নামায, রোযা, ও দান সাদকার সওয়াব অবিচ্ছিন্নভাবে তার আমলনামায় লিখা হবে। কবরের ফিতনা থেকে আল্লাহ্‌ তাকে হেফাজতে রাখবেন এবং কিয়ামেতর বিভীষিকা থেকে তাকে রক্ষা করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলহেরা প্রকাশনী
২/৩ প্যায়ারী দাস রোড, ঢাকা